শ্রীচৈতন্য আশ্রম (খড়গপুর) পূজিত শ্রীবিগ্রহ

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দ জীউ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সংলাপে শিক্ষা

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী

মহারাজ-সম্পাদিত

প্রথম-সংস্করণ

শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়-রাসযাত্রা-বাসর,

২৯ পদ্মনাভ, ৪৭১ শ্রীগৌরাব্দ ;

২১ আশ্বিন, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

খড়্গপুরস্থিত শ্রীচৈতন্য আশ্রম হইতে

শ্রীসত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ভিক্ষা—৩৲ টাকা মাত্র।

কৃষ্ণসম্বন্ধি-সংলাপে শিক্ষা পরা মনোহরা।
বরণীয়া নরৈ নিত্যং কল্যাণ-হেতবে মুদা॥

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীচৈতন্য মঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ,
পোঃ কেশিয়ারী, জেলা মেদিনীপুর।

শ্রীচৈতন্য আশ্রম,
ছোট ট্যাংরা, খড়্গপুর, জেলা মেদিনীপুর।

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ নদীয়া-প্রকাশ-প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে
শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী সেবাকৌস্তুভ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উপোদ্ঘাত

বর্ত্তমান মানব-সমাজের উপর তৃতীয় বিশ্বসমরের কৃষ্ণচ্ছায়া দোদুল্যমান। পৃথিবীতে শান্তি ও ঐক্যস্থাপনের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় মানুষ আজ জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও দেশগত বৈষম্য ভুলিয়া যাইতে প্রস্তুত। কিন্তু কোন্ সাধারণ ভিত্তির উপর অবস্থিত হইয়া সকলে মৈত্রীবন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিবেন, কোথায় সেই পবিত্রবেদী, যাহাতে অধিষ্ঠিত হইবে প্রকৃত মৈত্রী ও শান্তির দিব্য মূর্ত্তি, তাহাই বিশেষভাবে চিন্তনীয়। সাম্যবাদ ও মানব-মৈত্রী-সম্বন্ধে শুধু বুদ্ধিগত গবেষণা লইয়া নিজ নিজ গণ্ডীর ভিতরে বসিয়া থাকিলে কোন সুফল হইবে না।

যতদিন আমাদের হৃদয়ে গুণত্রয়ের দ্বন্দ্ব ও উহা হইতে অচ্ছেদ্যভাবে উদ্ভূত মৎসরতা বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন মানব-সমাজে প্রকৃত শান্তি-প্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত, ততদিন আমরা পরমার্থ-বিহীন রাজনীতি ও ঐ জাতীয় অন্যান্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রদর্শিত মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইব মাত্র।

আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত, জীবনে আমরা কি নষ্ট করিয়াছি। আমরা শুধু আমাদের বর্ত্তমান-সমস্যা-সম্বন্ধেই অত্যধিক চিন্তা করি এবং জীবনের যাবতীয় বাহ্য ও গুহ্যতত্ত্বের সামঞ্জস্য-সাধনের প্রয়াস পরিহার করিয়া বহির্বস্তুতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। বিজ্ঞান আমাদিগকে প্রকৃতির উপর

আধিপত্য করিতে শিক্ষা দিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু উহা আমাদিগকে প্রকৃতির উপর এত অত্যধিক নির্ভরশীল ও পরাধীন করিয়াছে যে প্রকৃতি পর্য্যায়ক্রমে আমাদের আচরণের প্রতিশোধ লইতেছে এবং আমাদের জীবনকে ব্যর্থতায় পরিণত করিতেছে। এইরূপে আমরা দিন দিন হারাইয়া ফেলিতেছি আমাদের জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তি, যার সারাংশ অবতীর্ণ হইয়াছে সেই মহীয়ান্ সর্ব্বজ্ঞ সনাতন অস্তিত্বের অফুরন্ত নির্ঝর হইতে। এই জন্যই আমাদের জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যসমূহ ক্ষণভঙ্গুর ও নিরর্থক হইয়া পড়িতেছে। আমাদের লুপ্ত আত্মশক্তির পুনরুদ্ধার না হইলে বর্ত্তমান সভ্যতার সমগ্র অবয়বের ধ্বংস অনিবার্য্য। ভারতের সনাতন-সাধনা আমাদিগকে বহির্জগতের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল না হইতেই শিক্ষা দিতেছেন; শুধু আমাদের মনকে অন্তর্মুখে সনাতন সত্যের দিকে ফিরাইতেই শিক্ষা দিতেছেন। জীবনের এই পারমার্থিক ভিত্তির উপর সমগ্র ভারতীয় চিন্তাধারা সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপিত।

কে আমি? কেন আমি ইহ জগতে আসিয়াছি? কি হেতু সমগ্র জীবন এত যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইতেছে?—মানবাত্মার নিকটে এই সকল প্রশ্ন চিরদিন উদিত হইতেছে। এই সকল প্রশ্ন হইতেই পরমাত্মার সন্ধানের প্রবৃত্তি জাগিয়াছে। পার্থিব ও নৈতিক উচ্চাভিলাষের প্রকৃত সামঞ্জস্য পরমার্থ-সাধনার দুঃখ-কষ্টদ্বারাই আনীত হইবে। এই সামঞ্জস্যের অভাবেই জগৎ আজ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।

জৈন ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব-বিলুপ্তির পরে সেনরাজযুগে নবব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের অভ্যুত্থান। একদিকে সামাজিক দুর্নীতি, অপর-দিকে গোড়া কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের কঠোর শাস্ত্রীয় অনুশাসন হইতে উদ্ভূত সমাজ ও ধর্ম্মজীবনের কৃত্রিমতা, শুষ্কজ্ঞান ও চিন্তার সংকীর্ণতা, ধর্ম্মমতের অস্বাভাবিকতা বাঙ্গালীকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল; ফলে অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির ন্যায় সমগ্র বাংলা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তখন পাঠান-রাজশক্তির ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু অভিযানে ও সংঘর্ষে সমর ও প্রলয়ঙ্কর বিপ্লব সংঘটিত হইবার কথা। কিন্তু তাহা হইল না, বিপ্লবের বহ্নি—বিদ্রোহের অগ্নি জ্বলিল না। পতিতপাবন ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত প্রেমভক্তির অমৃত-প্রস্রবণে বাঙ্গালীর মন জুড়াইয়া গেল। এক অভিনব রসপ্লাবনে সমস্ত বাংলা প্লাবিত হইয়া গেল। দুর্গম ধর্ম্মের পথ সুগম হইয়া গেল। দুষ্কর-তপস্যা-লভ্য ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক মানুষের নিকটে সহজেই ধরা দিলেন। বস্তুতঃ মহাপ্রভুর আবির্ভাবে এবং বৈষ্ণব সিদ্ধ-পুরুষগণের দিব্যপ্রেমের উন্মাদনার অমৃতময় রসপ্রবাহে বাংলা তথা সমগ্র ভারত বাঁচিল, বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী বাঁচিল। শ্রীচৈতন্যদেব এমন এক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, যাহা শুধু ভক্তি ও প্রেমের উপর স্থাপিত। সে ধর্মে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই সমভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা বর্ণগত, আশ্রমগত, জাতিগত, প্রদেশগত, দেশগত ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে অবস্থিত। তাঁহার জীবনে ও শিক্ষায় আমরা পরমার্থ-ভারতের চিন্তাস্রোত ও কৃষ্টির চমৎকার পরিপূর্ণতা

দেখিতে পাই। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তাত্মক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনই বেদান্তদর্শনের তাৎপর্য্য ও শিরোভূষণ, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, মহাভারত-তাৎপর্য্য, গায়ত্রী-মন্ত্রস্বরূপ ও বেদার্থ-পরিবৃহিত। নির্মৎসর সাধুগণের সেব্য এই প্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবতধর্ম্মই জীবাত্মার নিত্য ধর্ম্ম। অন্যাভিলাষিতাহীন এবং কর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ ও জ্ঞানাদির দ্বারা অনাবৃত অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন-রূপ ভক্তির দ্বারাই আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভ হইতে পারে। তাহাতেই ত্রিতাপ বিনষ্ট হয় এবং প্রকৃত শান্তি, নিত্য আনন্দ লাভ হয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর আবার ভারতবর্ষে যখন শ্রুতি ও শব্দ-প্রমাণ উপেক্ষিত হইল, প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে মাত্র সম্বল করিয়া ব্যক্তিমতবাদ ভারতবর্ষের ধর্ম্মাকাশকে মেঘাবৃত করিবার উপক্রম করিল, শ্রীরূপ-সনাতন-জীবাদি ষড়্‌গোস্বামীর ও তাঁহাদের অনুগত গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের দার্শনিক বিচার-সমূহ তথাকথিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজের আনুষ্ঠানিক কৃত্রিমতায় আবার আবৃত হইল, প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি নানাপ্রকার অপসম্প্রদায় উদ্ভূত হইল, মেয়েলি স্মার্ত্তবাদ, অনর্থগ্রস্তাবস্থায় কৃত্রিম-ভাবপ্রবণতা, লৌকিক ও কৌলিক গুরু-গোস্বামিবাদ, মর্ত্ত্য বস্তুতে ঈশ্বরত্বের আরোপ (Apotheosis), ঈশ্বরত্বে মর্ত্ত্যভাবের আরোপ (Psilanthrophy) প্রভৃতি অসংখ্য মতবাদ জগতে আগাছার ন্যায় স্বচ্ছন্দে প্রকাশিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল, তখন বিশ্বমোহন অভিজ্ঞতাবাদ, নাস্তিক্যবাদ,

সন্দেহবাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ ও মায়াবাদরূপ ৪টী সন্তানসহ বিশ্ব-ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হইল, তখন পরা শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ-রূপে অস্মদীয় ইষ্টদেব জগদ্‌গুরু ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে নিজভজনস্থলী শ্রীব্রজপত্তনে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ সংস্থাপন করিয়া বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচার আরম্ভ করেন। আজ তাঁহারই প্রেরণায় ও শক্তিসঞ্চারে পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী ও শ্রীচৈতন্যনাম বিঘোষিত হইতেছেন। তাঁহার কীর্ত্তিতা পরমার্থ-বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া আমার অন্যতম সতীর্থ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ শৈশবে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রয়পূর্ব্বক সুদীর্ঘকাল যে শিক্ষা-দীক্ষা-লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, তদবলম্বনে এই 'সংলাপে শিক্ষা' প্রণয়ন করিয়া-ছেন। তাঁহার সুমধুর কীর্ত্তন, শুদ্ধভক্তিপর প্রাঞ্জল শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও যুক্তিপূর্ণ তেজস্কর ভাষণে শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া থাকেন। তাঁহার রচিত এই-গ্রন্থখানি-পাঠেও শ্রদ্ধালু জনগণ শ্রৌতসিদ্ধান্ত লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তির আলোকে সমৃদ্ধ হইতে পারিবেন।

আলোচ্য গ্রন্থটী ২৩ পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার প্রথমেই শ্রীধাম মায়াপুরের সন্ধান এবং শ্রীধামস্থ 'ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে'র শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য ও আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠের নিরন্তর পরমার্থানুশীলন-পরায়ণতা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। তৎপরে জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুরের জীবনীপ্রসঙ্গে তাঁহার কতিপয় শিক্ষা, বর্ণাশ্রম-তাৎপর্য্য, অন্যান্য দেবতা হইতে শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য, শ্রীকৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য, 'ভগবদ্ভক্তের স্বার্থ জীবের কল্যাণে নিহিত', ভোগ, ত্যাগ ও ভক্তির তারতম্য, সাধুসঙ্গের প্রভাব, সাধন-ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি, যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য, দয়া ও সেবার পার্থক্য, প্রকৃত বিদ্যা কি, শক্তি ও শক্তিমান্, মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য, ছয় বেগ, ছয় দোষ, ছয় গুণ, ছয় সৎসঙ্গ, শ্রীগৌরসুন্দরের অবদান-বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বহু প্রণিধানযোগ্য বিষয় লক্ষ্যের বিষয় হইবে। ভক্তিমূলা কাহিনী অনেক গ্রন্থে অনেকে পাঠ করেন, কিন্তু তাহার মধ্যে যে-সকল পরমশিক্ষণীয় বিষয় আছে তদ্বিষয়ে অতি-অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিরই প্রবেশ হয়। 'সংলাপে শিক্ষা' গ্রন্থখানিতে প্রহ্লাদ, ধ্রুব, মহারাজ অম্বরীষ, অজামিল, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও সুদামা বিপ্রের জীবনী বর্ণন-প্রসঙ্গে এই সকল চরিত্রে যে সকল শিক্ষা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তাহা প্রশ্নোত্তরে বিবৃত করা হইয়াছে। 'শ্রীগৌর-সুন্দরের অবদান-বৈশিষ্ট্যে' সংক্ষিপ্ত-রূপে মায়াবাদ-খণ্ডন-বিচার প্রদর্শন করতঃ মহাপ্রভুর অসমোর্দ্ধ দান প্রেম-ভক্তির সন্ধান প্রদান করা হইয়াছে। পরমার্থ-প্রয়াসী ব্যক্তিমাত্রেরই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইতি—

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর,
৩ পদ্মনাভ, ৪৭১ শ্রীগৌরাব্দ।

বৈষ্ণবদাসানুদাস ত্রিদণ্ডিভিক্ষু
শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ।

নিবেদন

মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম গৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর নিখিল-ভুবন-মঙ্গল শ্রীচৈতন্যদেবের সুবিমল প্রেমধর্ম্ম নিজ জীবনে আচরণ করতঃ নির্ভীককণ্ঠে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আমি বহু জন্মের সুকৃতির ফলে তাঁহার পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃতা যে সকল অমৃতময়ী বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছি তন্মধ্যে রাঙ্গাটুনির সমুদ্র-বারি-বিন্দুস্পর্শের ন্যায় যতটুকু স্মৃতিপথে সংরক্ষণ করিতে পারিয়াছি তাহা এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া ভগবৎকথা-অনুকীর্ত্তনের দ্বারা আত্মশোধনের প্রয়াস পাইলাম। আমি সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য হইলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশীর্ব্বাদ সম্বলপূর্ব্বক তাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার অহৈতুক-করুণা-প্রার্থনা-মুখে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রণয়নে যত্নবান্ হইলাম। অযোগ্যতা-নিবন্ধন যদি ভুলদোষ থাকে, পাঠকগণ তাহা মৎকৃত বলিয়াই জানিবেন। গ্রহণযোগ্য কিছু থাকিলে তাহা আমার নহে—শ্রীগুরুপাদপদ্মের।

শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ এই গ্রন্থের 'উপোদ্ঘাত' লিখিয়া দিয়া আমাকে অধিকতর স্নেহ-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমি তাঁহার পাদপদ্মে কৃতজ্ঞতা-পুষ্পাঞ্জলিসহ প্রণতিবিধান করিতেছি।

এই গ্রন্থ-প্রকাশে আমার সতীর্থ 'প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর', 'শ্রীচৈতন্যোপদেশরত্নমালা', 'শ্রীনবদ্বীপধাম' ও 'প্রেম-সম্পুট'-প্রণেতা এবং 'গৌড়ীয়-সম্পাদক' পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ পাণ্ডুলিপি-সংশোধনাদি-কার্য্যে আমাকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারই অধ্যক্ষতায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তাঁহার পাদপদ্মে আমার আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ সাধু মহারাজ এই গ্রন্থ যাহাতে সত্বর প্রকাশিত হয় তজ্জন্য আমাকে বারংবার প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়া কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থ লিখিবার যোগ্যতা আমার না থাকিলেও আমার স্নেহস্নিগ্ধ শ্রীমান্ সত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীর ঐকান্তিক চেষ্টা ও আগ্রহ আমাকে এই কার্য্যে ব্রতী করাইয়াছে এবং এই গ্রন্থ মুদ্রণের সম্পূর্ণ ব্যয় তাহার মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারাই নির্ব্বাহ হইল। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোবিন্দজীউর পাদপদ্মে তাহার নিত্য-কল্যাণ প্রার্থনা করি। আমার স্নেহের পাত্র শ্রীমান্ হরিদাস রায় ও শ্রীমান্ শচীনন্দন দে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি-লিখন-কার্য্যে বহু পরি-শ্রম করিয়াছে। তাহাদিগকে আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইতেছি।

সজ্জন পাঠকগণ এই গ্রন্থের ভুল-দোষ সংশোধনপূর্ব্বক কথিত বিষয়ের প্রকৃত মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। ইতি—

শ্রীগৌরাঙ্গমঠ, কেশিয়ারী,
শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী, ৪৭১ শ্রীগৌরাব্দ।

শ্রীল প্রভুপাদের কিঙ্করাভাস
শ্রীভক্তিকুমুদ সন্ত।

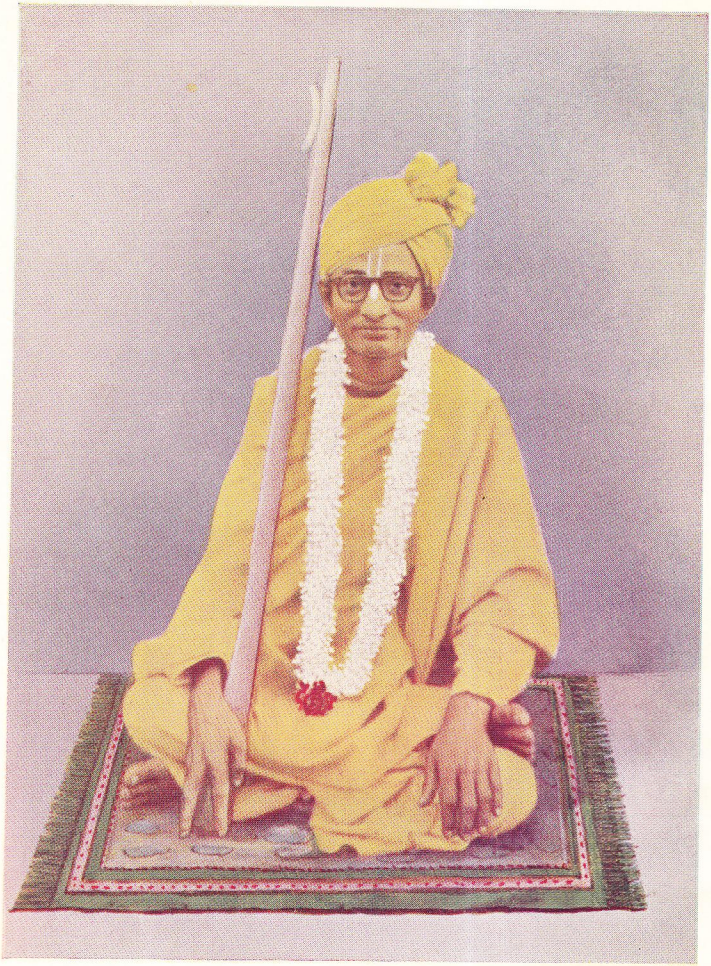

পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ

প্রকাশকের নিবেদন

মদীয় পরমারাধ্যদেব পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ এই 'সংলাপে শিক্ষা' নামক গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি তাঁহার দ্বাদশবর্ষ-বয়ঃক্রম হইতেই শুদ্ধভক্তি-সংরক্ষক অতিমর্ত্ত্য গৌরনিজজন—আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও বিশ্ববাসী শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা ওঁবিষ্ণু-পাদ ১০৮শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয়গ্রহণ করতঃ ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম হইতেই ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসগ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য ভারতের সর্ব্বত্র নানাভাবে প্রচার করিতেছেন। মঠে এবং অন্যান্যস্থানে প্রচারকালে যাঁহারা তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই তাঁহার আলোচিত বিষয়গুলি সংরক্ষণপূর্ব্বক প্রকাশ করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাদের শুভেচ্ছা শিরোভূষণ করিয়া আমার সাধ্যানুযায়ী এই কার্য্যে ব্রতী হই। কিন্তু কার্য্যকালে যোগ্যতার অভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রহ্লাদ, ধ্রুব, অম্বরীষ, অজামিল, সুদামা ইত্যাদি ভক্তগণের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও শিক্ষামৃত-সহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নাম, ধাম ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মের বিষয়সমূহ প্রশ্নোত্তরচ্ছলে যাহাতে সরল ভাষায় সর্ব্ব-সাধারণের বোধগম্য হইয়া প্রকাশিত হয় তজ্জন্য শ্রীল পরমারাধ্য-

দেবের নিকটে প্রার্থনা জানাই। তিনি নানাপ্রকার সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও কৃপাপূর্ব্বক দাসের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিয়া এই গ্রন্থখানি অল্পদিনের মধ্যে রচনা করেন। শ্রদ্ধালু জনসাধারণ, এমন কি কোমলমতি ছাত্রগণও যাহাতে বাস্তবসত্যের পথ—নিত্য কল্যাণের সরণি লাভ করিতে পারেন তদনুযায়ী সরলভাষায় গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। নাটক নভেলের ন্যায় এই গ্রন্থটী সাময়িক-কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য পাঠ না করিয়া মনোযোগ ও ধৈর্য্য-সহকারে পাঠ করতঃ গ্রন্থের উদ্দিষ্ট বস্তুগুলি উপলব্ধি করিলে আমাদের মনুষ্যজীবন সার্থক হইবে। যে-সকল পাঠক শ্রদ্ধা-সহকারে গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন আমি তাঁহাদের চরণধূলি প্রার্থনা করি।

গ্রন্থ-পাঠের প্রারম্ভে গ্রন্থকারের কিছু পরিচয় পাইতে পাঠক-গণ স্বভাবতঃ কৌতূহল প্রকাশ করেন; তজ্জন্য এস্থলে তাঁহার পরিচয়-প্রসঙ্গে কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদ শ্রীল শ্যামানন্দ ও শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুদ্বয়ের আবির্ভাব-ক্ষেত্র মেদিনীপুর জেলায়, নারায়ণগড় থানার অন্তর্গত 'নারমা'-নামক এক বর্দ্ধিষ্ণু প্রাচীন পল্লীতে সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ গুহরায় মহাশয় ও তৎপত্নী শ্রীযুক্তা রত্নময়ী দেবীর কনিষ্ঠ-তনয়-রূপে তাঁহাদের সেবিত কুলাধিদেবতা শ্রীশ্রীরাধা-কিশোরীমোহনজীউর শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন বাটীতে ১৩২১ বঙ্গাব্দে ২রা বৈশাখ বুধবার শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চমী তিথিতে গ্রন্থকার আবির্ভূত

শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ (কেশিয়াড়ী) পূজিত শ্রীবিগ্রহ

হন। শ্রীযুক্তা রত্নময়ী দেবী শিশুরত্নের নাম রাখেন 'রাধারমণ'। সুপ্রসিদ্ধ জমিদার মহাশয়ের চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তদ্ব্যতীত তিনি বহু সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি জগদ্‌গুরু ওঁবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর-শতশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয়পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে শুদ্ধ-বৈষ্ণবোচিত সদাচারময় জীবন যাপন করিতেন। শাস্ত্র বলেন—"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।" সুকৃতিমান্ বালক শ্রীরাধারমণ সুখ-সমৃদ্ধির মধ্যে লালিত হইয়াও শৈশবোচিত খেলা-ধূলায় প্রমত্ত না হইয়া যত্নের সহিত বালগোপালের সেবা করিতেন। কিছুকাল পরে অধ্যয়নের সময় আসিলেও অধ্যয়নের সময় বাদ দিয়া অন্য সময়ে কোন সহপাঠী বালকের আকর্ষণে খেলাধূলা না করিয়া আপন মনে গোপালদেবের বালকোচিত পরিচর্য্যায় রত থাকিতেন। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে শ্রীগোপাল তাঁহার প্রাণের সাথী হইলেন। শ্রীযুক্তা রত্নময়ী দেবী বালকরত্নের এই মূল উদ্দেশ্যটী শিথিল করতঃ পুত্র যাহাতে বিদ্যার্জ্জন-সময়ে পূর্ণভাবে অধ্যয়নে রত থাকিয়া জাগতিক-বিষয়-সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারী হইতে পারে তাহার জন্য যত্ন করিলেন, কিন্তু তিনি বিফলমনোরথ হইলেন। তখন প্রকৃত অধ্যয়নের মানসে পিতামাতা বালককে শ্রীগুরুপাদপদ্মের (শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের) প্রতিষ্ঠিত মঠে থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাহাই হইল পরম সুকৃতিমান্ বালকের পরমার্থানুশীলনের সুবর্ণ-সুযোগ। তাঁহার কিছুকাল মঠে অবস্থানের পরে তদীয় প্রার্থনানুসারে মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য প্রভুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁহাকে গৈরিক-বসন-সহ শ্রীহরিনাম ও পরে দীক্ষা প্রদান করিয়া 'শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী' নামে অভিহিত করেন। কিছুকাল অধ্যয়নের পরে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ভারতের সর্ব্বত্র, তথা ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রীচৈতন্যবাণী অদম্য উৎসাহের সহিত প্রচার করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার বিশিষ্ট পার্ষদগণ প্রচারের নিপুণতা ও অদম্য উৎসাহ দেখিয়া তাঁহাকে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রদানের সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু হায়! তাহার অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীল প্রভুপাদ তিরোভাব-লীলা প্রকাশপূর্ব্বক সারস্বত বৈষ্ণবমণ্ডলীসহ বিশ্ববাসী জনগণকে বিরহ-সাগরে নিমগ্ন করেন। তাহার পরে কোন কোন ঘটনায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একাকী নির্জ্জন-ভজনের অভিলাষ করিয়াছেন, এমতাবস্থায় নিত্যারাধ্য অন্তর্য্যামী শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তিনি ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক 'শ্রীভক্তি-কুমুদ সন্ত মহারাজ'-নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পুনরায় পূর্ণোদ্যমে সেই পরম সত্যের বাণী প্রচারে নিযুক্ত আছেন। তিনি এই বাণী-প্রচার-কেন্দ্ররূপে শ্রীগৌরাঙ্গমঠ (কেশিয়াড়ী, মেদিনীপুর) ও শ্রীচৈতন্য আশ্রম (খড়্গপুর, মেদিনীপুর) স্থাপন করতঃ সুরম্য মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোপীনাথ' ও 'শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোবিন্দ' নামক মনোরম শ্রীবিগ্রহগণের নিত্যসেবা প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর শ্রীধাম বৃন্দাবন, দ্বারকা, শ্রীক্ষেত্র, বদরিকা প্রভৃতি ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান-সমূহের যে কোন একস্থানে মাসাধিককাল অবস্থান করিয়া

যাহাতে বিভিন্ন স্থানের ভক্তগণ তথায় নির্ব্বিঘ্নে হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ পান, তজ্জন্য তিনি বহুভাবে চেষ্টা করেন। অধিক বলা বাহুল্য, মাত্র ষোড়শবর্ষ-বয়ঃক্রম হইতে ৩২ বৎসরকাল তিনি বিভিন্নভাবে নিরন্তর শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী-প্রচারে ব্রতী আছেন।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থপ্রকাশে নানা কারণে কতিপয় মুদ্রাকর-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। মুদ্রণের পরে যে কয়টী দৃষ্টি-গোচর হইয়াছে, 'ভ্রম-সংশোধন'-নামে তাহাদের একটী তালিকা অন্যত্র প্রদত্ত হইল। পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া পাঠ করিলে কৃতার্থ হইব। নির্দ্দোষভাবে মুদ্রণ ও প্রকাশ দুরূহ-কার্য্য। কেবল শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী-প্রচারের প্রচেষ্টার কথা কৃপাপূর্ব্বক স্মরণ রাখিয়া সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ ও সহৃদয় কৃপালু পাঠকগণ ত্রুটি বিচ্যুতি অবশ্যই ক্ষমা করিবেন, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। পাঠকগণ গ্রন্থে শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তির ক্রম-বৈশিষ্ট্য ও ভক্তগণের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রসহ শিক্ষামৃত আস্বাদনপূর্ব্বক এই নরাধমকে নিরন্তর শ্রীগুরুপাদপদ্মের অকপট-সেবার যোগ্যতা-লাভের নিমিত্ত আশীর্ব্বাদ করিলে কৃতার্থ হইব, ইহাই সকাতর প্রার্থনা। ইতি—

শ্রীচৈতন্য আশ্রম, খড়্গাপুর ;
শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-তিথি,
২০শে ভাদ্র, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-
পদরেণুপ্রার্থী—
শ্রীসত্যকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

পরিচ্ছেদ-সূচী

পরিচ্ছেদ	বর্ণিত-বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম	—শ্রীধাম মায়াপুরের সন্ধান	১
দ্বিতীয়	—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্	৫
তৃতীয়	—গুরুসম্বন্ধে প্রশ্ন	১১
চতুর্থ	—জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর	১৩
পঞ্চম	—বর্ণাশ্রম-তাৎপর্য্য	২৩
ষষ্ঠ	—অন্যান্য দেবতা হইতে শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য	৩৪
সপ্তম	—দেব-দেবীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ	৪৬
অষ্টম	—শ্রীকৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য	৫৩
নবম	—শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্ত্যলীলা	৫৮
দশম	—শ্রীগৌরসুন্দরের একটী শিক্ষা	৬১
একাদশ	—ভগবদ্ভক্তের স্বার্থ জীবের কল্যাণকে লক্ষ্য করিয়া	৬৫
দ্বাদশ	—ভোগ, ত্যাগ ও ভক্তি	৭৯
ত্রয়োদশ	—সাধুসঙ্গের প্রভাব	৮৫
চতুর্দ্দশ	—প্রহ্লাদ-চরিত্র	১০০
পঞ্চদশ	—ধ্রুব-চরিত্র	১৫৩
ষোড়শ	—অম্বরীষ-চরিত্র	১৯৭
সপ্তদশ	—অজামিল-চরিত্র	২১৯
অষ্টাদশ	—মহিলাগণের ভজনোপায়	২৬৬
ঊনবিংশ	—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী	২৭২
বিংশ	—শ্রীসুদামা বিপ্র	২৭৮
একবিংশ	—ভক্তি	২৮৭
দ্বাবিংশ	—বৈরাগ্য, দয়া প্রভৃতি কয়েকটী প্রসঙ্গ	২৯৪
ত্রয়োবিংশ	—শ্রীগৌরসুন্দরের অবদান-বৈশিষ্ট্য	৩০০

শ্লোক-সূচী

পার্শ্বস্থ অঙ্কগুলি পৃষ্ঠাজ্ঞাপক

অ

অহো বত শ্বপচো ২৫
অনর্থোপশমং ৩৫
অহমেবাসমেবাগ্রে ৩৯
অহমাদি হি ৪১
অহং সর্ব্বস্য „
অহমাত্মা গুড়াকেশ „
অনুবাদমনুক্ত্বা ৪২
অন্তবত্তু ফলং ৫২
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং ১০২
অচ্ছেদ্যোঽয়ং ১০৭
অথাপি তে দেব ১১১, ১৮১
অঙ্গং গলিতং ১৩৯
অতো নিবর্ত্ততামেষ ১৬২
অর্চ্চায়ামেব ১৬৯
অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ১৮০
অক্ষ্ণোঃ ফলং ২০৫
অন্তঃকালে চ ২৩২
অপি চেৎ ২৫০
অন্যাভিলাষিতাশূন্যং ২৮৭
অনাসক্তস্য ২৯৪
অত্যাহারঃ ২৯৯
অপরিমিতা ৩১০
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ৩২০

আ

আচিনোতি যঃ ১৬, ২৬৯
আজ্ঞায়ৈব ৩৩
আসুরীং যোনিমাপন্না ১০৫
আহার-নিদ্রা ১১০
আবৃতং জ্ঞানমেতেন ১২৮
আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে ১৭৪
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য ২৬১
আকারাদপি ভেতব্যং ২৭০
আদৌ শ্রদ্ধা ২৯২
আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং ৩১৮

ই

ইন্দ্রিয়াণি মনো ১২৮, ১৩৮
ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ ২৯০

ঈ
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ ৩৩
ঈশাবাস্যমিদং ৭৭
উ
উৎসাহান্নিশ্চয়াৎ ২৯৯
এ
এতে চাংশকলাঃ ৪১
এবং সাধারণং দেহং ২৬৩
ও
ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ ৩৫
ওঁ অজ্ঞান- ১১৭
ওমিত্যেকাক্ষরং ২৫৪
ক
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ ৫১
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ১২২, ২০৯
কৌমার আচরেৎ ১২৩
কাম এষঃ ১২৭
কাসৌ যদি ১৪১
কৈবল্যং নরকায়তে ১৮৫
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য ২২১
কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো ২২৩
কৃতে যদ্ধ্যায়তো ২৫৬
কাহং দরিদ্রঃ ২৮৫
ক্লেশঘ্নী শুভদা ২৮৮
কৃতিসাধ্যা ভবেৎ ২৮৯
কুক্কুরস্য মুখাদ্ ২৯৭
গ
গু-শব্দস্ত্বন্ধকারঃ ১১৭
চ
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া ২৩
চণ্ডালোঽপি ২৪
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং ২৮২
জ
জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য ১০
জাতিরত্র মহাসর্প ২৩
জ্ঞানে প্রয়াস- ৩৯
জয়তি জয়তি নামানন্দ ৫৭
জলজা নবলক্ষাণি ১২৪
জ্ঞানং চ সত্যং ১৪২
জন্মনা জায়তে ১৬৭
জ্ঞানং পরমগুহ্যং ১৮১
জন্তুর্বৈ ভব ১৮৪
জিহ্বাসতি ২০৩
জ্ঞানতঃ সুলভা ২০৭

ত

তমীশ্বরাণাং ৩৫
তস্মিন্ তুষ্টে ৪৯
তুণ্ডে তাণ্ডবিনী ৫৭
তৃণাদপি ৬৭
ত্বমেব পিতা ৭৪
তানহং দ্বিষতঃ ১০৫
তেষাং সততযুক্তানাং ১১৯
তথা ন তে মাধব ১২২
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ ১২৮
তরবঃ কিং ১৮৪
তে ত্বং ভুক্ত্বা ১৮৫,২৪৬
তৎপ্রয়াসো ১৯১
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ ২২৬
তৈস্তান্যঘানি ২২৮
তাবৎ কর্ম্মাণি ৩০৩
তপস্বিভ্যোঽধিকযোগী ৩১০

দ

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং ৯
দ্বৌ ভূতসর্গৌ ১০৪
দিব্যং জ্ঞানং ১১৮
দেবসংঙ্গিতমপ্যন্তে ২৬৩
দেহ কিমন্নদাতুং ২৬৩
দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি ২৯৯
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম ৩০১

ধ

ধূমেনাব্রিয়তে ১২৮
ধ্যায়তো বিষয়ান্ ১৩৯
ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ ১৬০

ন

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু ১৯
ন যাতু কামঃ ২১, ১৩৯
নেহ যৎকর্ম্ম ২২
ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী ২৬,২১৩
নারায়ণস্ত্বং ন হি ৪৩
নাম চিন্তামণিঃ ৫৪, ৩১৬
নিখিলশ্রুতিমৌলি- ৫৬
ন তদ্ভাসয়তে ৭৫
নাসতো বিদ্যতে ১০১
নৈনং ছিন্দন্তি ১০৬
নৃদেহমাদ্যং ১০৭
ন তথাস্য ভবেৎ ১৩৮
নৈবাত্মনঃ ১৪৩
নায়মাত্মা ১৮২

নরকস্থোঽপি ১৮৪
ন হি কশ্চিৎ ২৩৫
ন নিষ্কৃতিঃ ২৩৮
নিষ্কিঞ্চনস্য ২৭০
নৈবেদ্যং জগদীশস্য ২৯৭
নৈষ্কর্ম্মমপাচ্যুত- ৩০২
ন বুদ্ধিভেদং ৩০৩
ন সাধয়তি মাং ৩১২
নাম-সঙ্কীর্ত্তনং যস্য ৩১৫

প

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ ১০৪
পত্রং পুষ্পং ১৬৫, ২৮৪
প্রাপঞ্চিকতয়া ২০০,২৯৪
পাদৌ নৃণাং ২০৫

ব

বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্-গুণ- ২৫
বর্ণাশ্রমাচারবতা ২৯
ব্যবসায়াত্মিকা ৭৪
বনন্তু সাত্ত্বিকো ১০৮
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ ১২৬
ব্রহ্মতত্ত্বং ১৭৩
বিলে বতোরুক্রম- ২০৪
বর্হায়িতে ২০৫
বলং মে পশ্য ২৬৭
বিষ্ণোর্নিবেদিতং ২৯৭
বাচোবেগং ২৯৮
বদন্তি তৎ তত্ত্ব- ৩১২
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ ৩১৮

ভ

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য ৩০
ভূমিরাপোঽনলো ১০১, ৩০১
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ ১০৬
ভক্ত্যা ভাগবতং ১৮০
ভক্ত্যা মামভিজানাতি ১৮১
ভারঃ পরং ২০৬
ভবাপবর্গো ২৪৮
ভ্রষ্টশ্রীর্ভ্রষ্ট- ২৯৮

ম

মত্তঃ পরতরং ৫০
মম মাতা ১২৯-১৪০
মাতুরগ্রে ১৬৬
মন্মনা ভব ২০২
মচ্চিত্তা ২০২
মাত্রা স্বস্রা ২৬৭

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে ২৯৭
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ ৩০৬
য
যস্য যল্লক্ষণং ২৪, ১৬৮
যো মামজর- ৪১
যেঽপ্যন্যদেবতা ৪৬
যান্তি দেবা ৪৮
যো যো যাং যাং ৫১
যজ্ঞে তপসি ১৩২
যদগ্রে বিষমিব ১২৬
যদগ্রে চানুবন্ধে ১২৬
যং লব্ধ্বা চাপরং ১২৬
যদি কৃষ্ণপদে ১২৭
যতো বা ইমানি ১৩২
যদি দাস্যসি মে ১৪৯
যথা কাঞ্চনতাং ১৭৩
যাবানহং ১৮১
যজ্ঞার্থাৎ ২০৭
যথাগ্নেঃ ২২৭
যং যং বাপি ২৩১
যেষান্ত্বন্তর্গতং ২৩৯
যাত যামং ২৬২
যে ত্বনেবং ২৬২
যো যস্য ২৬২
যুবতীনাং যথা ২৮১
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ ২৯৮
যদদ্বৈতং ব্রহ্মো- ৩১১
ল
লোকব্যবয়া- ২১
শ
শ্ববিড়্বরাহ- ১১০
শ্রবণং কীর্ত্তনং ১১৩
শূদ্রে চৈত- ১৬৮
শৈলী দারুময়ী ১৭৫
শাবৌ করৌ ২০৪
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা ২০৫
শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা ২৯০
শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে ২৯৩
শুষ্কং পর্যুষিতং ২৯৭
ষ
ষোড়শৈতানি নামানি ২৫৬
স তয়া শ্রদ্ধয়া ৫২
সদ্ভাবে সাধুভাবে ১০২

[অবশিষ্টাংশ ১॥৵০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	১২	দেবর্ষি ভূতাত্ম	দেবর্ষিভূতাপ্ত
২১	৪	ভাঃ ৯।১১।১৪	ভাঃ ৯।১৯।১৪
২২	১০	তীর্থপাদসেবায়ৈ,	তীর্থপদসেবায়ৈ
২৩	১৯	গীতা ৪।১৬	৪।১৩
৩০	১৩	ধর্ম্মান্ (মাঝের)	সর্ব্বান্
৩৫	৩-৪	ব্রহ্মানন্দের	ব্রাহ্মণদের
৩৮	১৬	জ্ঞানং ভবতি	জ্ঞাতং ভবতি
৪৮	৭	কালের	ফলের
৫২	২	ময়েব	ময়ৈব
৯৬	২২	একশত	চারিশত
১০০	১৯	সা বলিয়া	সাধু বলিয়া
১২৪	১০	ত্রিশল্লক্ষাণি	ত্রিংশল্লক্ষাণি
১৩২	১০	য	যে
১৩৮	১১	গীতা ৬।৪০	গীতা ৩।৪০
১৩৮	১৩	এতৈর্বিমোহয়	এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ
১৩৯	১৭	সঙ্গস্তেষপজায়তে,	সঙ্গস্তেষূপজায়তে
২০৪	১৫	ভাঃ ২।৩।২৩	২।৩।২০
২০৬	১৯	অমিত	অসিত
২৪২	১৫	পাশ	পাপ
২৬৩	১৮	যত	রত

৯৯ পৃষ্ঠার 'কৃষ্ণকে ভুলিয়া' গানের অবশিষ্টাংশ

খেলাধূলা, পঠনে আর ভোগ-বিলাসে। ক্রমেতে কাটায় হায় হাস্যপরিহাসে॥
জীবনের শেষভাগে জরাতে কাতর। তথাপি ভজিতে ইচ্ছা না করে পামর॥
এ হেন পামরে যদি কৃপা-বিতরিয়া। কৃষ্ণভক্ত পদতরী দেন পাঠাইয়া॥
সেই ভক্তপদতরী করিয়া আশ্রয়। ভবার্ণব পার হ'ব, ইহা সুনিশ্চয়॥

পয়ার-সূচী

[পার্শ্বস্থ অঙ্কগুলি পৃষ্ঠা-জ্ঞাপক]

অ

অনুবাদ না কহিয়া ৪২
অতএব কৃষ্ণশব্দে ৪৩
অতএব তুমি হও ৪৫
অতএব অধীশ্বর ৪৫
অতএব বৈষ্ণবের ৬০
অতএব ভক্তি ৩১৫

আ

আউল-বাউল ১৮
আনের হৃদয় মন ১০৮
আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে ১৮৭
আর কৃষ্ণনাম লৈতে ২২৪
আপনি আচরি' ধর্ম্ম ২৬৯

ই

ইথে যত জীব তার ৪৫
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি ২৫৫

ঈ

ঈশ্বরের কৃপালেশ ১১১,১৮০

এ

এতে শব্দ অবতার ৪৩
এ সবার দর্শনে ৪৬
এক নামাভাসে ২২৪
এক কৃষ্ণনামে যত ২৪১
এক অঙ্গ সাধে কিংবা ২৯২

ঐ

ঐছে নামোদয়ারম্ভে ২৪৪
ঐছে শাস্ত্র কহে ৩১৫

ক

কি আর বলিব তোরে (কীর্ত্তন) ১৯
কে আমি কেনে আমায় ২০
কৃষ্ণের ভগবত্তা হইতে ৩৪
কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা ৪৩
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত ৪৩
কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা ৪৫
কারণাব্ধি-গর্ভোদক- ৪৫
কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হ'বে ৫৩
কৃষ্ণনাম ভজ জীব ৫৪
কেহ মানে কেহ না মানে ৭৮
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হৈয়া ৮১
কৃষ্ণকে ভুলিয়া আমি (কীর্ত্তন) ৯৯
কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী ১১৯
কোটিজ্ঞানিমধ্যে ১২৪

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম ১২৫
কি ভয় কি ভয় তাঁ'র ১২৭
কাটা ফুটে যেই মুখে ২১৫
কেহ কহে,—এই নহে ২২৪
কোটী জন্ম করে যদি ২৪২
ক্রুদ্ধ হঞা বলে ২৪৪
কোটীজন্ম-ব্রহ্মজ্ঞানে ২৪৫
কি ভোজনে কি শয়নে ২৫৫
কৃষ্ণভক্তি হয় ৩১৫

খ

খণ্ড খণ্ড হই দেহ ১২২

গ

গুরুদেব ! দয়াময় ! (কীর্ত্তন) ৭০
গৃহে বা বনেতে থাক ১০৮
গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম ২৪৪
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ ৩০৭

চ

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে ২৪
চারি বর্ণাশ্রমী যদি ২৯
চোর-প্রেত-রাক্ষসাদি ২৪০
চম্পককলিসম হস্ত ২৪৫

জ

জীবের স্বরূপ হয় ৩১
জীবের ঈশ্বর ৪৫
জগতের পিতা কৃষ্ণ ৪৪
জীব জাগ জীব জাগ (কীর্ত্তন) ২৭৩-৭৪
জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ৩০৯

ত

তৈছে ইহ অবতার ৪২
তৈছে কৃষ্ণ অবতার ৪৩
তৃতীয় কারণ শুন, ৪৫
তোমার দর্শনে সর্ব্ব ৪৫
তার মধ্যে স্থাবর ১২৪
তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি ১২৪
তবে যদি মহাপ্রভু ২২৪
তিন দিন রহি সেই ২৪৫
তবে জানি অপরাধ ২৫১

দ

দেখিয়া সকল লোক ২৪৫
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে ২৬৮
দীনেরে অধিক দয়া ২৮৬

ধ

ধর্ম্মচারী-মধ্যে ১২৪

ন

নারায়ণ-অংশী ৪৩
'নার' শব্দে কহে ৪৪
নারের অয়ন যাতে ৪৫
নাম ভজ নাম চিন্ত ২৫৫,৪৫

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ ১৭৫,৩১৩

গ

প্রাকৃতাপ্রাকৃত ৪৪
পৃথ্বী যৈছে ৪৪
পৃথিবীতে আছে যত ৫৫
পিশাচী পাইলে যেন ৮১
প্রতিমা নহ তুমি ১৭৫
প্রায়শ্চিত্ত পুছিলা তিঁহো ২২৪
প্রভু কহে, -ইহা ২২৪
প্রভু কহে—যদি তোরা ২৪৩
পরম সুন্দর পণ্ডিত ২৪৪
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া ২৫৪
প্রভু কহে,—কহিলাম ২৫৫
প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা ২৭৫
পরিণামবাদে ৩০৫

ব

বিধেয় কহিয়ে তারে ৪২
বিপ্র বলি' জ্ঞান ৪২
ব্রহ্মা তোমার পিতা ৪৪
ব্রহ্মা বলে তুমি কিনা ৪৪
ব্রহ্মা কহে জলে ৪৫
বেদানিষ্ঠমধ্যে ১২৪
বিপ্র কহে,—নামাভাস ২৪৫
বৈরাগী করে প্রকৃতি ২৬৭
বিনা দানে এত লোক ২৭৭
'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য-অর্থে ৩০৯

ভ

ভক্তি-সুখ আগে ২৪৫
ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ ২৭৬
ভক্তের হৃদয়ে সদা ২৮২
ভক্তপদধূলি আর ২৮২
ভক্তের দ্রব্য প্রভু ২৮৪
ভারতভূমিতে হৈল ২৯৫

ম

মুচি হ'য়ে শুচি হয় ২৪
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় ২৪৪
মহৎকৃপা বিনা ২৪৮
মায়াধীশ মায়াবশ ৩০৭

য

যৈছে কহি এই বিপ্র ৪২
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ৫৪
যেই জন কৃষ্ণপদে ১২৭
যদ্যপি হরিদাস ২৪৫
যেই মূঢ় কহে ৩০৯

র

রামনাম সবকোই কহে ২৫২

শ

শুন শুন নিত্যানন্দ ২৫৪

শ্রীহরিসেবায় যাহা ২৯৫
স
সেই তিন জলশায়ী ৪৬
সকল জন্মেতে পিতা ৭৫,১৬০
সদ্‌গুরু পাওয়ে ১১৭
সেই সে পরমবন্ধু ১৫৯
স্বপনেও না কর ভাই ২২১
সেই বেশ্যা হইল ২৬৮
হ
হিরণ্যগর্ভের আত্মা ৪৬
হরিদাস কহেন,—যৈছে সূর্য্যের উদয় ২৪০,২৪৪
হরিদাস কহেন—কেনে ২৪৫
হরিদাস কহেন যদি ২৪৫

শ্লোক-সূচী

[১৵০ পৃষ্ঠার পরবর্ত্তী অংশ]

সুখং ত্বিদানীং ১২৬
স্থানাভিলাষী ১৮৭
স্মরণং কীর্ত্তনং ২২৫
সর্ব্বস্ব চাহং ২৩৪
সকৃদুচ্চারিতং ২৩৮
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং ২৮৭
সুরর্ষে বিহিতা ২৯০
সম্যক্ মসৃণিত- ২৯২
হ
হরের্নাম হরের্নাম ৫৪
হন্যন্তে পশবো ২৬৩
হেলোদ্ধূলিতখেদয়া ৩১৭
ক্ষ
ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং ২৯১

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উপহার-পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সংলাপে শিক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীধাম মায়াপুরের সন্ধান

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কোন এক ক্ষুদ্র গ্রামে সদানন্দ ও নটবরের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতে উভয়ের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল। রাত্রিকালে শয়নের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময় তাহারা একত্রে কাটাইত। তাহাদের নিবিড় বন্ধুত্ব দেখিয়া উভয়ের পিতামাতাও উভয়কে সমান দৃষ্টিতে দেখিতেন। পাঠশালার লেখাপড়া সমাপ্ত হইলে পর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য দুইজনের মিলন ভঙ্গ হইল। সদানন্দের পিতা পত্রিকাতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট' নামক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংবাদ জানিয়া পঠনব্যপদেশে সন্তানের বাল্যজীবন সাধুসঙ্গে

উত্তমভাবে গঠিত করিবার নিমিত্ত উক্ত বিদ্যালয়ে তাহাকে ভর্ত্তি করাইয়া আসিলেন। কিন্তু নটবরের পিতা ভাবিলেন, ছেলেকে মানুষ করিতে হইলে ধর্ম্মস্থানে রাখা ঠিক নয়। কারণ, ঐ দিকে চিত্ত চলিয়া গেলে বিদ্যালাভ হইবে না। তাই তিনি পুত্রকে কলিকাতায় তাঁহার এক বন্ধুর বাসায় রাখিয়া এক স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়াছিলেন। এইরূপে সদানন্দ ও নটবরের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

সদানন্দের সহিত নটবরের আর সেই প্রকার মেলামেশার সুবিধা হইল না, ফলে দুইজনের চিত্ত ক্রমশঃ দুইজন হইতে তফাৎ হইয়া গেল। কারণ শ্রীমায়াপুর স্কুলের নিয়মাবলী খুবই কঠিন, ছাত্র বৎসরে একমাসের জন্য মাত্র বাড়ী আসিতে পারে। এইরূপে কয়েক বৎসর অতীত হইবার পর সদানন্দ একবার বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাহার পিতামাতা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দুইমাসের জন্য তাহাকে পল্লীগৃহে লইয়া আসিলেন। নটবরও ঐ সময় বাড়ী আসিয়াছিল। সদানন্দের অসুস্থতার সংবাদে নটবর বন্ধুকে দেখিবার জন্য তাহার বাড়ীতে আসিল এবং তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভাই সদানন্দ! তুমি ত' খুব অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছ। ওখানে খাওয়া দাওয়া কি প্রকার? মাছমাংস প্রভৃতি তোমার পক্ষে অধিক পরিমাণে খাওয়া প্রয়োজন। কারণ শাস্ত্র বলিয়াছেন—'শরীর-মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।' অর্থাৎ আগে শরীর রক্ষা, তারপর ধর্ম্ম।"

সদানন্দের মা'কে নটবর মাসী মা বলিত। তাই নটবর তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল—"মাসীমা! সদানন্দের খাওয়ার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?" তদুত্তরে মাসীমা বলিলেন,—"বাবা, ওদের কথা আর বলিও না। বাবুও শুনিলেন না, সাধুসঙ্গের জন্য উহাকে মায়াপুর স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সেখানকার নিয়মকানুন খুবই কঠিন। উহারা মাছ, মাংস, চা, পান কছুই খাইতে পারিবে না। তাই উহার জন্য দুধের ব্যবস্থা করিয়াছি।" নটবর তখন একটু রাগিয়া বলিয়া উঠিল—"ছাই করিয়াছেন। আমি কিন্তু কোন কথা শুনিতে চাই না। বন্ধুর জন্য মাংস আনিতে যাইতেছি। আপনি উহাকে খাওয়াইবেন। কোন কথা শুনিবেন না। রোগীর কথা কি আবার শুনিতে হয় নাকি?" তখন সদানন্দের মা বলিয়া উঠিলেন—"বাবা নটবর! তোমার বন্ধুকে মাছ-মাংস খাওয়ান আমার শক্তির বাহিরে। কারণ কর্ত্তাও ইহাতে কিছুতেই মত দিবেন না। আবার সদানন্দ বলে, জোর করিয়া খাওয়াইলে পাপ হইবে। তজ্জন্য বলিতেছি, বাবা! আমার দ্বারা হইবে না। তুমি যদি উহাদিগকে বুঝাইয়া পার দেখ।"

তখন সদানন্দ নটবরকে বলিয়া উঠিল—"ভাই! তুমি কি ক্ষেপিয়াছ, তুমি মাছ মাংস আনিলেই আমি অমনি তৎক্ষণাৎ খাইয়া ফেলিব। মরিয়া গেলেও খাওয়া দূরে থাক্, স্পর্শও করিব না। তোমার সঙ্গে আমার বাল্যকাল হইতে যে বন্ধুত্ব

ছিল তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তখন উভয়ের কথা উভয়েই বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইতাম। সেদিন আর নাই। আমার বহু ভাগ্যের সুকৃতির ফলে শ্রীধাম মায়াপুরে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে' একজন নগণ্য ছাত্র হিসাবে স্থান পাইয়াছি। তাঁহাদের সঙ্গ-প্রভাবে যে সমস্ত কথা শুনিবার সুযোগ হইয়াছে তাহাতে আমার অনেক ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে। সংসারের আদর, স্নেহ, প্রীতির পরিচয় জানা ছিল না; এখন বেশ বুঝিয়াছি। ভাই! পূর্ব্বের বন্ধুভাবে আর সদানন্দকে পাইবে না। এখন সদানন্দকে যদি বন্ধুভাবে পাইতে চাও, তবে আমি যাহা বলি তাহা শুনিতে হইবে। অবশ্য আমি অন্যায় বলিলে তুমি শুনিবে কেন? যদি গ্রহণযোগ্য কিছু থাকে, শুনিবে; তবে আমি হয় ত' সমস্ত কথা ঠিকমত গুছাইয়া বলিতে পারিব না। তুমি যদি শুনিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে আমার সাধ্যমত তোমাকে বলিতে পারি।"

নটবর কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিল, সদানন্দ বলিল,—"ভাই! আমি কি তোমাকে দুঃখ দিলাম? যদি আমার কথায় দুঃখ পাইয়া থাক তাহা হইলে তোমার সহিত এসব বিষয়ে আমার আলোচনার প্রয়োজন নাই।" নটবর তখন সদানন্দকে উত্তর করিল—"না ভাই, তোমার কথায় দুঃখ পাইব কেন? কিন্তু তোমার কথার সঙ্গে তোমার জীবনের ঐক্য আছে দেখিয়া তোমার দিকে তাকাইয়া আছি। আজ আমার ও তোমার মধ্যে

বিশেষ ব্যবধান দেখিতেছি। যাক্‌, তোমার শরীর খারাপ, আজ আর তোমাকে বিরক্ত করিব না। আগামীকল্য সময়মত আসিয়া তোমার সঙ্গে কয়েকটী কথা আলোচনার বাসনা থাকিল।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌

দ্বিতীয় দিন সদানন্দ প্রাতঃকালীন আহারাদি সমাপ্ত করিয়া বসিয়া আছে, এমন সময়ে নটবর আসিয়া উপস্থিত হইল। সদানন্দ তাহাকে প্রীতিসহকারে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“তুমি যে গতকল্য কি বিষয় আলোচনা করিবে বলিয়া গিয়াছিলে, তাহা এখন করিতে পার।”

নটবর—জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে তোমার শরীর বর্ত্তমানে কি প্রকার আছে জানিতে চাই।

সদানন্দ—গৌরহরির কৃপায় ভালই আছি।

নটবর—(হাস্য করিয়া) আজকাল তোমার সমস্ত কথার মধ্যে ‘গৌরহরি’, ‘গুরুদেব’ ; এ’ এক রহস্যকর ব্যাপার। আবার সেইদিন দেখিলাম, খাওয়ার সময় কি বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বলিতেছিলে। আমার নিকটে তোমার আচার

ব্যবহার সমস্তই বিপরীত মনে হইতেছে। আচ্ছা সদানন্দ! তুমি যেখানে থাক সেখানকার ইতিহাস আমাকে বিশদভাবে বল।

সদানন্দ—আমি যেখানে থাকি সে স্থানটীর নাম শ্রীধাম মায়াপুর। ইহা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পূত জন্মভূমি, নদীয়া জেলার অন্তর্গত। ইতিহাসে পড়িয়াছ, শ্রীগৌরহরির জন্মস্থান—নবদ্বীপ। এই নবদ্বীপ একটী ছোটখাট স্থান নহে—১৬ ক্রোশ অর্থাৎ ৩২ মাইল-পরিধি-বিশিষ্ট। নয়টী দ্বীপের সমাহার বলিয়া স্থানটীর নাম নবদ্বীপ। ইহা একটী অষ্টদলপদ্ম-সদৃশ। এই নবদ্বীপ-পদ্মের কর্ণিকার অন্তর্দ্বীপ-শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছে। ঐ সময়ে ভারত-প্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্র নবদ্বীপ-নগরও ঐ অঞ্চল ব্যাপিয়া ছিল। তাহার বহু প্রমাণ এখনও বিদ্যমান।

যে মঠের কর্ত্তৃত্বে আমাদের স্কুল পরিচালিত হয় সে মঠের নাম 'শ্রীচৈতন্যমঠ'। ইহার প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। (এই নাম উচ্চারণ করিবার সময়ে সদানন্দ ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিল।) তাঁহার রূপ ঠিক গৌরাঙ্গের মত; তাঁহার ন্যায় তিনি আজানুলম্বিতবাহু ও তিলফুলবিজয়ি-নাসিকাযুক্ত

এবং ত্রিবলীসমন্বিত দীর্ঘাকার মহাপুরুষ। তাঁহার বিদ্যার তুলনা হয় না। সেই মঠে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের আচার বিচার বিশেষ-প্রণিধানযোগ্য। আর শ্রীল সিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুরের কথা প্রথমে বুঝিয়া উঠা কঠিন। তাহা বিপ্লবাত্মক, কাহারও সহিত মিল নাই। কিন্তু তাঁহার বাণী যিনিই একবার শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। আমাদের স্কুল ও ছাত্রাবাসের সংলগ্ন মহাপ্রভুর আবির্ভাব-আলয় শ্রীযোগপীঠ; তথাকার শ্রীমন্দির অতি সুন্দর ও গগনভেদি। তথায় যাইয়া আমরা প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীবিগ্রহ প্রণাম করি। ছাত্রাবাসে প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঠারম্ভের পূর্ব্বে, দুইবেলা প্রসাদ পাইবার সময়ে এবং স্কুল বসিবার পূর্ব্বে শিক্ষকগণের সহিত আমরা ছাত্রবৃন্দ বন্দনা ও স্তব পাঠ করিয়া থাকি। স্কুলে এক ঘণ্টা করিয়া ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকি, সেখানে মাছ-মাংসের কি কথা, পান তামাক সিগারেট বিড়ি প্রভৃতিও নিষিদ্ধ। এমন কি, সিনেমা দেখা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ, যেহেতু ইহাতে ছেলেদের চিত্ত প্রায়ই কলুষিত হইয়া থাকে। এইভাবে ছেলেদের জীবনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য এই আদর্শ স্কুল শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ভাই নটবর! আমার মনে হয় বহু ভাগ্য থাকিলে ঐরূপ স্কুলে পড়িবার সুযোগ আসে।

নটবর—ভাই সদানন্দ! তোমার কথাগুলি শুনিয়া আমার খুব ভাল লাগিতেছে। তুমি যে পরিবেশের কথা বলিলে তাহা বাস্তবিকই লোভনীয়। কিন্তু আমি দু'একটী কথা আমার সন্দেহ নিরসনের জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব। তুমি আমাকে সংক্ষেপে উত্তর দিবে। তুমি যে মহাপুরুষের নাম করিয়া প্রণাম করিলে তাঁহার বর্ণনা শুনিয়া মনে বাস্তবিকই ভক্তির উদয় হইতেছে, কিন্তু একটা কথা; তিনি কি কেবল তোমাদের কতকগুলি নিয়মের মধ্যে জীবনকে আবদ্ধ করিতে বলিয়া গিয়াছেন? এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কি সুবিধা হইবে? "পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম" ইহা ত' আমরা বাল্যকালেই শুনিয়াছি। যদি সংসারের প্রতি আমাদের কিছু কর্ত্তব্য থাকে তাহা হইলে শরীর-রক্ষণও সেই সঙ্গে অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যটী পালন ত' দরকার, না কেবল নিয়মের মধ্যে থাকিয়া 'হরিবোল', 'হরিবোল' বলিলেই চলিবে?

সদানন্দ—ভাই, চমৎকার প্রশ্ন, করিয়াছ। কিন্তু আমি কি তোমায় ঠিকমত বুঝাইতে পারিব? তবে যতটুকু মঠস্থ সন্ন্যাসী মহারাজের মুখে শুনিয়া মনে রাখিতে পারিয়াছি ততটুকু বলিবার চেষ্টা করিব।

নিয়ম যদি ঈশ্বর-সেবাকে উদ্দেশ্য করে তবে সে নিয়মের দাম আছে বৈ কি? তবে তুমি যে নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্যে কর্ত্তব্যের

কথা বলিতেছ, সে কর্ত্তব্যকে আমি আর কর্ত্তব্য বলি না। কারণ কয়েদী জেলখানায় গিয়া তাহার কর্ত্তব্যের তালিকা অনেক দেখাইতে পারে কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বেশ বুঝিতে পারেন, ঐ কর্ত্তব্যই তাহার পক্ষে শাস্তি। কারণ, সে এমন কোন অন্যায় করিয়াছে যাহার জন্য এই সমস্ত কর্ত্তব্য তাহার করণীয় হইয়াছে। সেইরূপ ভগবদ্বিমুখ জীবের দণ্ডের স্থান এই সংসার-কারাগার। এখানে যাহাদের সঙ্গে আমরা পরিচিত হইয়াছি এবং কর্ত্তব্যের বোঝাপড়া করিয়াছি সে সমস্তই আগন্তুক, বাস্তব কর্ত্তব্য নয়। বাস্তব কর্ত্তব্য একমাত্র ভগবান্ মুকুন্দের সেবা। কারণ তিনিই একমাত্র মুক্তিদানে সমর্থ, তোমাকে তাহার প্রমাণ দিতেছি। করভাজন মুনি মহারাজ নিমিকে উপদেশ দিতেছেন,—

"দেবর্ষিভূতাত্মনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।৪১)

—"হে রাজন্! যিনি অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে পরম স্মরণীয় শ্রীহরির শরণাগত হ'ন, তিনি সাধারণ মানবের ন্যায় দেবতা, ঋষি, ভূতগণ, স্বজন বা পিতৃলোকের কিঙ্কর বা ঋণগ্রস্ত হ'ন না।"

শরীর-রক্ষা জীবনের মুখ্য কর্ত্তব্য নয়। যাহা রক্ষা করা যায় না, তাহাকে রাখিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তবে যদি

ভগবানের জন্য শরীর ধারণ হয়, তাহা হইলে ভজনের অনুকূলে শরীরের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। 'অনুকূল' কথাটির সুযোগ লইয়া কেবল দেহারামী হইলে ভোগবাসনা আসিয়া ভজন-সাধনের পথ হইতে চ্যুত করিয়া দিবে। শরীর-রক্ষার জন্য আমিষের বা মাদকদ্রব্যাদির কোনই প্রয়োজন নাই। ভগবৎ-প্রসাদই ভজনের দেহরক্ষা করিয়া থাকে, ইহার বহু উদাহরণ আছে। সাত্বতশাস্ত্র কখনই আমিষকে ভগবানে নিবেদন করিবার ব্যবস্থা দেন নাই। আবার স্মরণ রাখিবে—

"জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চ দিনানি চ।
ন তু কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে॥"

ভাই 'হরিবোল' বলিবার জন্যই ত' এই মনুষ্য-জীবন। ইহা রহস্যের বিষয় নহে। জীবনান্তে এই 'হরিবোল' শবের পশ্চাতে পশ্চাতে বলা হয়। কিন্তু জীবন থাকিতে বলিলেই জন্ম সার্থক হয়। দুর্ল্লভ মনুষ্যজীবনের একমাত্র কার্য্য—শ্রীহরিনাম করা। তাহাতে নিজের এবং জগতের সকলের কল্যাণ হইবে। ইহাই একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহাদ্বারা পিতামাতা দেশবাসীর প্রকৃত সেবা হইবে। আমার যথাজ্ঞান তোমার নিকটে বলিলাম।

নটবর—ভাই! তুমি ভাগ্যবান্। আজ তুমি কত উন্নত, তোমার কথা শুনিয়া আমার পূর্ব্ব ধারণার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে। কাল আসিয়া আবার তোমাকে বিরক্ত করিব। আজ আসি।

এই বলিয়া নটবর বাড়ী চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গুরুসম্বন্ধে প্রশ্ন।

নটবর সেদিন কার্য্যের জন্য সকালে আর আসিতে পারিল না। সদানন্দ নটবরের অপেক্ষায় অনেক সময় কাটাইল। কারণ আজকাল সদানন্দ ভগবানের কথা বলিতে খুবই ভালবাসে। সন্ধ্যার পরে নটবর আসিয়া উপস্থিত হইল।

নটবর—ভাই! সকালবেলা তোমার কাছে আসিতে না পারায় মনটা ভাল ছিল না। তুমি সেই বন্ধুই বটে, কিন্তু এই দুই দিনের আলোচনায় যে নূতন আলোক পাইয়াছি, তাহাতে তোমার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছি। আজ তোমাকে আবার বিরক্ত করিব। তুমি যে শ্রীহরির আরাধনা করিতে বলিলে তাহা আমাদের মত সংসারাসক্ত জীবের পক্ষে কি প্রকারে সম্ভব হইবে? ভগবানের নামে আমাদের রুচি নাই। কি পন্থা অবলম্বন করিলে তাঁহার নামে রুচি আসিবে?

সদানন্দ—ভাই! তোমার প্রশ্নের উত্তরে সর্ব্বপ্রথম আমার বক্তব্য এই যে, তুমি যে কোন কার্য্য কর না কেন, তাহা শিক্ষা না করিয়া করিতে পার কি? এই শিক্ষা করিতে হইলে শ্রবণের প্রয়োজন। শ্রবণ করিতে হইলে প্রশ্ন আসিবে—কাহার নিকটে শ্রবণ করিব। তখনই গুরুর

কথা আসিয়া পড়ে। অতএব গুরুপদাশ্রয় করিয়া তাঁহার নিকট শ্রবণ করিলে ভগবানে রুচি আসিবে। এবং তাঁহার কথামত কার্য্য করিতে পারিলে সংসারাসক্তি নষ্ট হইয়া তাঁহার পাদপদ্ম লাভ হইবে। ইহা ছাড়া সংক্ষেপে আমি আর কি বলিতে পারি ?

নটবর—আচ্ছা, গুরু কাহাকে বলে ? তাঁহার স্বভাব চরিত্র কি প্রকার ? এবং কি প্রকারেই বা তাঁহাকে লাভ করা যায় ?

সদানন্দ—আমি তোমাকে এ' বিষয়ে ভালভাবে বুঝাইতে পারিব না। শ্রীধাম মায়াপুরে থাকাকালে মঠের ত্রিদণ্ডি-মহারাজের নিকটে এ' সমস্ত বিষয় শুনিতাম। তোমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইব। তোমার ইচ্ছামত তাঁহাকে প্রশ্ন করিবে। তিনি তোমাকে ভালভাবে বুঝাইয়া দিবেন।

নটবর—বেশ, তাহাই হইবে। তবে তুমি আমার বাবাকে কোন কথা জানাইবে না। কারণ তুমি ত' জান, আমার বাবা এ' সমস্ত পছন্দ করেন না। আমি কলিকাতায় যাইব। তুমি হাওড়াতে যে ট্রেণ ধরিবে, আমিও সেই ট্রেণে তোমার সঙ্গে যোগ দিয়া শ্রীমায়াপুরে যাইব।

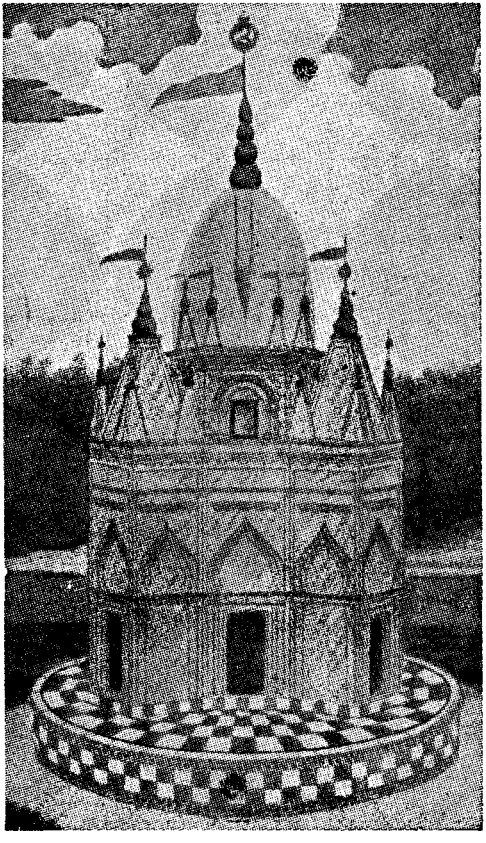

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর।

এইরূপ স্থির হইল এবং সেই ব্যবস্থা মত নটবর ও সদানন্দ শ্রীমায়াপুর রওনা হইল। পথে নটবর সদানন্দকে বলিল,—"আমি সাধু-সন্ন্যাসীর সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয় তাহা জানি না। তুমি আমাকে শিখাইয়া দিবে।" উভয়ে শ্রীধাম মায়াপুরে যখন উপস্থিত হইল তখন রাত্রি। সেদিন আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। উভয়ে ছাত্রাবাসে থাকিল। তৎপর দিবস প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে উভয়ে উপস্থিত হইল। সদানন্দ ত্রিদণ্ডি-মহারাজের চরণসমীপে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলে নটবরও তাহার অনুসরণ করিল। বহু ভক্ত সেখানে উপবিষ্ট আছেন। ত্রিদণ্ডি-মহারাজ তুলসী মালিকায় শ্রীহরিনাম করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে ভক্তদের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। সদানন্দ ও নটবরকে প্রণাম করিতে দেখিয়া ত্রিদণ্ডি-মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কবে আসিলে? তোমার সঙ্গে ঐ ছেলেটী কে? তোমার কি কোন আত্মীয়?"

সদানন্দ—আজ্ঞে না। তবে আমার বাল্যবন্ধু।

মহারাজ—তোমার সঙ্গে এখানে আসিবার উদ্দেশ্য?

সদানন্দ—আপনার উপদেশ লাভের জন্য।

মহারাজ—(হাস্য করিয়া) উপদেশ গ্রহণ করা ভাল, তবে আমার কি সে যোগ্যতা আছে যে উপদেশ প্রদান করিব ? উপদেশ আমার গুরুদেব দিতে পারেন। আচ্ছা, আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?

নটবর প্রথমে শ্রীধাম মায়াপুরের পবিত্র আবহাওয়া লক্ষ্য করিয়া তার পর মহারাজকে দর্শন এবং তাঁহার কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ স্বামীজী যেরূপ সম্মান দিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহাতে নটবর অতীব বিস্মিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল,—"আমার ন্যায় একটা ছেলে মানুষকে এইরূপভাবে মর্য্যাদা দিয়া কথা বলিতে ত' আজ পর্য্যন্ত আর কাহাকেও দেখি নাই।" নটবর তখন বিশেষ নম্রতা সহকারে বলিতে লাগিল,—"আজ্ঞে, আপনি আমাকে 'আপনি' সম্বোধন করিবেন না। কারণ, আমি ছেলে মানুষ, তাহার উপর সংসারী, আর আপনি সাধু মহাজন, বয়সেও আমাপেক্ষা কত প্রবীণ। আমার নাম নটবর। আপনি সদানন্দকে যে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, সেই ভাগ্য আমি পাইলে ধন্য হইব।

মহারাজ—আচ্ছা! তোমার কথামত আজ হইতে তোমাকে 'তুমি' সম্বোধনই করিব। বাবা, সকল লোকের চিত্ত ত' সমান নয়। আমার গুরুদেবের আদেশ, সকলকে সম্মান দিয়া কথা বলিবে। কারণ, আমি শ্রেষ্ঠ এই অভিমান

আসিলে সর্ব্বনাশ হইবে, ভজন আর হইবে না। আচ্ছা বাবা, তোমার প্রশ্ন কি বল।

নটবর—আমাদের মত মায়াবদ্ধ জীবের কল্যাণের উপায় কি?

মহারাজ—এক কথায় উত্তর, সাধু-মুখে ভক্তচরিত্র শ্রবণ; তাঁহাদের চরিত্রে প্রচুর শিক্ষা রহিয়াছে। এবং তাঁহাদের চরিত্রই জীবন্ত শাস্ত্র।

নটবর—তাঁহাদের চরিত্র শ্রবণ করিলে গুরু কাহাকে বলে এবং সেই গুরু কি প্রকারে লাভ করা যায়, ইহা কি জানা যাইবে?

মহারাজ—তাঁহারাই ত' গুরু। তাঁহাদের আদর্শকে অনুসরণ করিলে গুরুলাভ হইবে।

নটবর—আপনি আমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সেই সমস্ত ভক্তের চরিত্র বর্ণন করুন, যাঁহাদের কথা শ্রবণ করিলে আমার সংশয় দূর হইবে এবং আমি তাঁহাদের পাদপদ্মে প্রণত হইতে পারিব।

মহারাজ—প্রথমে তুমি গুরু-সম্বন্ধে শ্রবণ কর। সেই গুরু-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া 'আমি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পবিত্র চরিত্র বর্ণন করিব। তিনি পুরীধামে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও ভগবতী দেবীকে অবলম্বন করিয়া স্বাভাবিক যজ্ঞসূত্রসহ আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি

আকুমার ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির আরাধনা করিবার শিক্ষা প্রদর্শনের জন্য ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল-প্রেমধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে দিন মহাপ্রভুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেন, সেইদিন হইতে আচার্য্যের কার্য্যে ব্রতী হইয়া—

"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্য স্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"

—বায়ুপুরাণোক্ত এই শ্লোকার্থ সম্যগ্‌রূপে জীবনে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচার-লীলার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই, তিনি মায়াবদ্ধ-জীবের মন যোগাইয়া কোন কথা বলেন নাই। অনেকে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"আপনি যদি সকল সম্প্রদায়কে অন্ততঃ মৌখিক মানিয়া লইতেন, আর নিয়মকানুন কড়া না করিতেন তবে আপনার প্রচুর শিষ্য হইত।" তদুত্তরে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন—"আমার আশ্রিত বলিয়া যাঁহারা অভিমান করেন তাঁহারা যদি একে একে আমার নিকট হইতে চলিয়া যান তথাপি আমি আমার গুরুপাদপদ্মের ছত্রের তলায় দাঁড়াইয়া নির্ভীককণ্ঠে বাস্তব সত্যকথা কীর্ত্তন করিয়া যাইব; যদি একটা লোকও শ্রবণ করে তাহার দ্বারা জগতের প্রচুর কল্যাণ হইবে।" তাঁহার প্রচার-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কতকগুলি বিষয় আছে; ক্রমে ক্রমে আমি বলিতেছি, মনযোগের সহিত শ্রবণ কর।

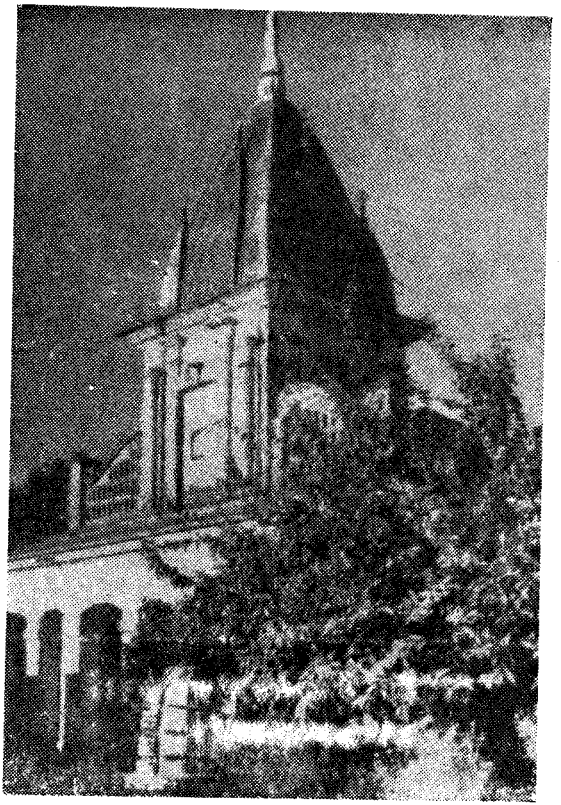

শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন,

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

মহাপুরুষের শিক্ষাই আমাদের জীবনের অমূল্য সম্পৎ। তথা-কথিত আচার্য্যগণ স্ব-স্ব দল-পুষ্টির নিমিত্ত সকলকেই সন্তুষ্ট রাখিয়া স্বেন্দ্রিয়-তর্পণ চালাইবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত তাল দিবার জন্য শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর জগতে আসেন নাই। তিনি আত্মধর্ম্মবিরোধী সকলের সহিত কক্ষা দিয়াই চলিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে অনেক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। নানাপ্রকার অত্যাচার অবিচার তাঁহার উপর হইয়াছে, তথাপি তিনি সত্যকথা বলিতে পশ্চাৎপদ হন নাই বা ভয় পাইয়া অসৎ-সিদ্ধান্তের সহিত হাতে হাত মিলান নাই।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রচার্য্য-বিষয় শ্রীমন্মহা-প্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিতে সাধারণ জনসমাজ ও অক্ষজজ্ঞান-সম্বল শিক্ষিত সমাজ যাহা বুঝিতেন তাহা যে বৈষ্ণবধর্ম্ম নয়, ইহা একমাত্র শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরই জগতের নিকট জানাইয়াছেন। সাধারণ জন-সমাজ বৈষ্ণবধর্ম্মকে তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের সহায়করূপে ব্যবহার করিতেছে। তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় ঐ ধর্ম্মের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়াছিলেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর নিজে বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্য হইয়া সর্ব্বপ্রথম নেড়া-নেড়ি প্রভৃতি অপসম্প্রদায় যে জগতের অকল্যাণকর তাহা সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শ্রীগৌরসুন্দরের নামের সুযোগ সুবিধা লইয়া পরবর্ত্তিকালে এক প্রকার নহে, ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায় আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক জগতের প্রচুর অহিত সাধন করিয়াছে।

"আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোঁসাই॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী।
তোতা কহে, এই তের'র সঙ্গ নাহি করি॥"

প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর এই সকল কথা নির্ভীককণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিষয় কি, তাহা তাঁহার ছোটহরিদাস-বর্জ্জন-লীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রকৃষ্টরূপে জানাইয়াছেন। তিনি বলিতেন, রায়রামানন্দ-দেবদাসী-সংবাদ, চণ্ডীদাস-রামী প্রভৃতির চরিত্র বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই বিষময় ফল অর্জ্জন করিয়াছেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আদর্শ প্রাকৃত দৃষ্টিতে অনুভব না হইলেও তাঁহাতে কোন দোষ ছিল না। কিন্তু অযোগ্য ব্যক্তি যোগ্যতার কাচ কাচিলে ফল-লাভে প্রতারিত হয় মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত ধর্ম্ম ভোগি-সম্প্রদায় তাহাদের অনুকূলে এমনভাবে প্রচার করিয়াছে, যাহা বাস্তবিকপক্ষে ঘৃণিত। "অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে প্রেম-আস্বাদন। বহিরঙ্গ লৈয়া করে নাম-সংকীর্ত্তন॥" —এই বাক্যে জানা যায়, তিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পূতচরিত্র অধিকারী ব্যক্তির সহিতই নির্জ্জনে আস্বাদন করিতেন। সাধকের জন্য যে নাম-সংকীর্ত্তন একমাত্র প্রয়োজন—ইহা প্রচার-কার্য্যে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, সকলেই সাধু-সঙ্গ ও সাধনের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া কামাতুর চিত্তে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলা-গান শ্রবণের জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছেন। ব্যবসায়ী গায়কগণ হাটে, মাঠে, ঘাটে,

বাজারে সর্ব্বত্র সেই কীর্ত্তনের বিপণি খুলিয়াছেন ; ফলে শ্রোতা ও বক্তা উভয়েই কামাতুর হইয়া ভগবানের পাদপদ্ম হইতে বহু দূরে সরিয়া যাইতেছেন। এইজন্য ভাগবতের (১০।৩৩।৩০)—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥"

—শ্লোক ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই গীতি আলোচ্য,—

"কি আর বলিব তোরে মন।
মুখে বল 'প্রেম প্রেম', বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন ॥

অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্ফ অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছা-প্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,
কামিনী কাঞ্চন লভ গিয়া ॥

প্রেমের সাধন—'ভক্তি', তা'তে নৈল অনুরক্তি
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে।
দশ-অপরাধ ত্যজি' নিরন্তর নাম ভজি'
কৃপা হ'লে সুপ্রেম পাইবে ॥

না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন,
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি',
দুষ্টফল করিলে অর্জ্জন ॥

অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ॥
কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম 'প্রেম' নাহি হয়।
তুমি ত' করিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম'-নাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয়॥

অতএব আত্মকল্যাণেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রই নিজ অধিকার চিন্তা করিয়া সিদ্ধিতে যাহা লভ্য তাহা সাধক-অবস্থায় আস্বাদনের নিমিত্ত ব্যস্ত না হইয়া সাধনক্রমে অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করিবেন।

"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয়॥"

সাধনেচ্ছু ব্যক্তিগণ এই সকল কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন। আমাদের নিত্যকল্যাণের নিমিত্তই শ্রীল সনাতন গোস্বামী এই প্রশ্ন মহাপ্রভুর চরণে করিয়াছিলেন।

নটবর—আপনি বলিলেন, ভোগপর-চিন্তার দ্বারা অকল্যাণ হয়। কিন্তু অনেকের নিকট শুনিয়াছি—আগে ভোগ, তারপর ত্যাগ। ইহার মীমাংসা কি? ভোগ না করিলে কি ত্যাগ সম্ভব?" ভোগ-তৃপ্তির পরেই ত্যাগ নহে কি?

মহারাজ—এতৎপ্রসঙ্গে ঠাকুর এই শাস্ত্রবাণী বলিতেন—

"ন যাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

(ভাগবত ৯।১১।১৪)

কামের দ্বারা কামনিবৃত্তি হয় না। নৃপতি যযাতি তাহার সাক্ষী। নিজের জরার পরিবর্ত্তে পুত্রের যৌবন সুদীর্ঘকাল ভোগ করিয়াও তিনি তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। রোচমানা প্রবৃত্তি ইন্ধন পাইলে অন্তর্হিত হইবার পরিবর্ত্তে বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে।

নটবর—তাহা হইলে ঠাকুরের কথায় কি এই বুঝিব যে, যাহারা ভোগরত, তাহাদের কল্যাণ সম্ভব নয়?

মহারাজ—না, ঠাকুর ঠিক ঐরূপ কথা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—শাস্ত্র আমাদের জীবনকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—প্রবৃত্তিপর ও নিবৃত্তিপর। যাঁহাদের প্রবল প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তাঁহারা প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া ক্রমশঃ সংযতচিত্তে নিবৃত্তির দিকে অগ্রসর হইবেন।

"লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
নিত্যা হি জন্তো-র্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥"

(ভাগবত ১১।৫।১১)

সুতরাং দেখা যাইতেছে, নিবৃত্তিই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এইভাবে যাঁহারা নিবৃত্তির ইচ্ছা লইয়া প্রবৃত্তির মধ্যে থাকিবেন, তাঁহাদের কল্যাণের আশা থাকে। কিন্তু যাহারা কেবল পশুর মত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে, তাহাদের নিত্যকল্যাণ সম্ভব নয়। আর যাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে কথঞ্চিৎও প্রবৃত্তিতে রুচির অভাব থাকে তাঁহারা নিবৃত্তিতেই জীবনকে চালিত করিবেন। তাহাতে পতনের সম্ভাবনা থাকিলেও সাধুসঙ্গ করিলে পতন হইতে রক্ষিত হইয়া সাধনে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারিবেন। স্মরণ রাখিতে হইবে,—

"নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

(ভাগবত ৩।২৩।৫৬)

যদি কর্ম্ম ধর্ম্মের জন্য, ধর্ম্ম বৈরাগ্যের নিমিত্ত এবং বৈরাগ্য তীর্থপাদ ভগবানের সেবাতে নিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে জীবন ধারণ করিয়াও মৃত।

নটবর—আপনার নিকট সংক্ষেপে ভোগ ও ত্যাগ বুঝিলাম। সোজা কথায় ভজন না করিলে কোথাও সুবিধা হইবে না। আচ্ছা মহারাজ! যাঁহারা ভজন করেন—কি গৃহী, কি ত্যাগী, তাঁহাদের যদি অভিমান আসে! অনেকের মুখে শুনিয়াছি 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি-সন্ন্যাসী' ইত্যাদি। ইহা বলিয়া তাঁহারা বেশ গৌরব বোধ করেন। তাঁহাদের আচরণ আমি ঠিক বুঝিতে পারি না। এই সম্বন্ধে আমাকে বলুন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বর্ণাশ্রম-তাৎপর্য্য।

মহারাজ—বাবা, অভিমান আসিলে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল যাহাদের প্রবৃত্তি সংশোধিত হয় নাই, তাহারাই অনিত্য গৌরবের আস্ফালন করেন। আধুনিক জন-সমাজকে এই বৈষম্যের গুরুভার অতিশয় পীড়িত করিয়াছে। বর্ণাশ্রমের তাৎপর্য্য অভিমানমূলক নহে। সমাজের কার্য্যবিভাগক্রমেই বর্ণধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা বৃত্তগত, জন্মগত নহে। তজ্জন্য শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 'দৈববর্ণাশ্রম-সঙ্ঘ' স্থাপন করিয়াছেন। বর্ণ-সম্বন্ধে একটী শ্লোক বলিতেছি, শ্রবণ কর।

"জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম॥"

(মহাভারত বঃ পঃ ১৮০।৩১-৩২)

গুণ এবং কর্ম্মানুসারেই যে ভগবান্ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা গীতায় দেখিতে পাই,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥"

(গীতা ৪।১৬)

আবার শ্রীমদ্ভাগবত (৭।১১।৩৫) বলিতেছেন,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥"

অর্থাৎ যাহার যে লক্ষণ বা গুণ, সেই লক্ষণ ও গুণের দ্বারা সেই বর্ণে তাহাকে স্থির করিতে হইবে। ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত কোন ব্যক্তিতে যদি ব্রাহ্মণের গুণ না থাকে তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। চণ্ডালকুলোদ্ভূত কোন ব্যক্তিতে যদি ব্রাহ্মণের গুণ দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

"চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ ভজে।
বিপ্র বিপ্র নহে যদি কৃষ্ণ ত্যজে ॥"
"মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে।
শুচি হ'য়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে ॥"

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহিনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥"

নটবর—কেবল গুণ দেখিলেই কি তাহাকে মান্য করিব? অথবা ঐ সমস্ত গুণই কি আমাদের কল্যাণের কারণ। আপনি যে সমস্ত গুণের কথা বলিলেন, অনেকের মধ্যে সে সমস্ত গুণ দেখা না দিলেও কিছু কিছু দেখা যায়। তাহাদেরই সম্বন্ধেই বা কি বুঝিব?

মহারাজ—

"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনো-বচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥"

(ভাগবত ৭।৯।১০)

যদি বিপ্র দ্বাদশগুণ অর্জ্জন করিয়াও ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-বিমুখ হন, তাহা হইলে তদপেক্ষা ভগবদ্ভজনপরায়ণ শ্বপচ শ্রেষ্ঠ। কেন না, তিনি মন, বাক্য, চেষ্টা ও প্রাণ ভগবানে অর্পণ করতঃ নিজ কুলকে পবিত্র করিয়াছেন। কিন্তু অভিমানী বিপ্র তাহা পারেন নাই। অতএব বাহ্যিকগুণের কোন মূল্য নাই, ভগবদ্ভজন না করিলে কেহই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠী ভবেদ্ বিপ্রো ব্রহ্মজ্ঞো ব্রাহ্মণো হি যঃ॥"

ব্রহ্মকে জানিলে তবে ত' ব্রাহ্মণ। এই গুণ যখন আসিবে তখন অন্যান্য গুণের মূল্য হইবে।

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"

(ভাগবত ৩।৩৩।৭)

—হে ভগবন্! যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বর্ত্তমান, তাঁহারা চণ্ডাল-কুলে অবতীর্ণ হইলেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আপনার নাম যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই সমস্ত প্রকার তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছেন, তাঁহারাই সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন এবং তাঁহারাই সকল বেদ পাঠ করিয়াছেন।

"ন মেঽভক্ত শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥"
(শ্রীহরিভক্তিবিলাস)

চতুর্ব্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণ হইলেই যে ভক্ত হয়, এরূপ নয়। আমার ভক্ত চণ্ডালকুলে অবতীর্ণ হইলেও আমার প্রিয় এবং ভক্তই যথার্থ দানপাত্র ও গ্রহণপাত্র। আমার ভক্ত চণ্ডালকুলে উদ্ভূত হইলেও আমার ন্যায় ব্রাহ্মণাদি সকলের পূজ্য।

নটবর—বর্ণ-সম্বন্ধে বুঝিলাম এখন আশ্রম সম্বন্ধে বলুন।

মহারাজ—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস,—এই চারিটী আশ্রম। প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে। এই 'ব্রহ্মচর্য্য' বলিতে 'বীর্য্যধারণং হি ব্রহ্মচর্য্যম্' এই কথাই মাত্র আমরা জানিতাম, কিন্তু ঠাকুর জানাইয়াছেন, ইহা মুখ্য নয়। "স্ত্রী ছোড়্‌কে হরি মিলে তো বহুত রহে খোজা।" ঠাকুর জানাইয়াছেন,—"আচার্য্য-সেবনং হি ব্রহ্মচর্য্যম্", গুরুর আশ্রমে থাকিয়া এবং গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য পালিত হইবে। ব্রহ্মচারীদের মধ্যে যাহাদের প্রবৃত্তি দেখা

যাইবে, শ্রীগুরুদেব তাহাদিগকে যথাসময়ে গৃহস্থ হইবার জন্য আদেশ করেন।

নটবর—ব্রহ্মচর্য্য পালনের পর গৃহস্থ হওয়া কি উচিত? ইহা কি পতন নয়?

মহারাজ—ব্রহ্মচর্য্য পালনের পর গৃহস্থ হইলে সদ্‌গৃহস্থ হওয়া যায়। তুমি যে পতনের কথা বলিলে, ইহা ঠিক পতন নয়। কারণ সেখানে গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া ক্রমপদ্ধতি-অনুসারে অগ্রসরের রুচি হইয়াছে। তবে যদি গুরুর আদেশ না লইয়া এবং শাস্ত্রের আদেশ পালন না করিয়া নিজ স্বাধীনতানুসারে সংসারে প্রবৃত্ত হয়, তাহা পতন বৈ কি?

নটবর—ইহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। যে ব্যক্তি এতদিন ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিল, সে সংসার করিয়া কি ভাবে সংযত থাকিবে? তাহার অসংযতভাবই ত' পতন।

মহারাজ—নটবর! চিত্তের অসংযতভাবকে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে সংযত করিয়া হরিভজনে অগ্রসর হইবার জন্যই গৃহস্থাশ্রম। শাস্ত্রাদেশ পালন না করিয়া অসংযতভাবের ইন্ধন যোগাইলে পতন হয় বৈ কি? শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"। অতএব এই সমস্ত বিধি যদি মানিয়া সংসার না করে তাহাকে সংসার-আশ্রমী বলা চলে না। তার পর "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর হইয়া গেলে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইবে।

নটবর—বানপ্রস্থটা ঠিক্ বুঝিতে পারিতেছি না।

মহারাজ—বানপ্রস্থ দুই প্রকার—স্ত্রীসহ তীর্থ-সন্ন্যাস অথবা স্ত্রীকে পুত্রের নিকটে রাখিয়া সর্ব্বসঙ্গশূন্য হইয়া ঐকান্তিকভাবে শ্রীহরি-আরাধনা করা। এই বানপ্রস্থ-অবস্থা গাঢ় হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। সন্ন্যাস চতুর্থ আশ্রম।

নটবর—অনেকে বিবাহাদি না করিয়া ব্রহ্মচারীর অবস্থা হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

মহারাজ—বাবা, তোমাদের ইংরেজী ভাষায় উহাকে 'ডবল প্রমোশন' বলে। ব্রহ্মচারী হইতে যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন—সংসারে প্রবেশই করিলেন না, তাঁহারা ভাগ্যবান্। কিন্তু পদ্ধতি বা ক্রম বলিতে হইলে প্রথমে ব্রহ্মচারী, তৎপর গৃহস্থ, অতঃপর বানপ্রস্থ, তবে সন্ন্যাস।

নটবর—আপনি পূর্ব্বে বর্ণ বলিতে গিয়া গুণের কথা বলিয়াছেন, এখন আশ্রমবাসীদেরও কি সেই প্রকার গুণদ্বারা বোঝা যাইবে, না তাঁহাদের বেশের দ্বারা বোঝা যইবে?

মহারাজ—বেশটা বাহ্যিক, অবশ্য উহারও প্রয়োজন রহিয়াছে। তবে আশ্রমোচিত কর্ম্মেরও আবশ্যক আছে।

নটবর—বেশের প্রয়োজন কি? উহা ত' বাহ্যিক। বেশের প্রতি যদি কেহ আদর না করে তাহার কি আশ্রমোচিত কার্য্য হইবে না?

মহারাজ—আশ্রমধর্ম্ম পালন করিতে হইলে আশ্রমের বেশকে উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন? বেশটা তৎ তৎ কার্য্যের সহায়ক। যেমন, পুলিশ বলিলে মদন কোলেকে বোঝায় না, কিন্তু যখন সে পুলিশের চাকুরী গ্রহণ করিয়া পুলিশের পোষাক পরিধান করে, তখন তাহার শক্তির পরিচয় আসে। সতীত্বটা বেশের মধ্যে নাই। তাই বলিয়া কি স্ত্রীজাতি সধবার চিহ্ন শাখা, সিন্দুর, আল্‌তা পরিত্যাগ করিবে? তাহাতে কি তাহার স্বামিভক্তি দেখান হইবে? সেইরূপ ক্রমপথে আমাদের দূষিত চিত্তকে হরিপাদপদ্মে লইয়া যাইতে হইলে তাঁহার দাস্য-সূচক পরিচয় বেশেরও আবশ্যকতা আছে। তবে যাহারা বেশই সম্বল করিয়া নিজকার্য্যে উদাসীন, তাহাদের বেশ বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহাদিগকে বলা হয় 'বেশোপজীবী' বা 'ধর্ম্মধ্বজী'।

নটবর—আচ্ছা, বর্ণাশ্রমোচিত গুণ ও কর্ম্মের অধিকারী হইলেই কি ঈশ্বর-সান্নিধ্য হইবে?

মহারাজ—বিষ্ণুপুরাণ (৩।৮।৯) বলেন—

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্॥"

কিন্তু— "চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শুধু স্বকর্ম্ম করিলেই চলিবে না, মূল কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে হইবে। কৃষ্ণভজন বাদ দিলে ঐ বেশ, ধর্ম্ম, গুণ কোনটীরই কোনই মূল্য নাই।

"ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতি শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥
শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নি-দগ্ধ-দুর্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিক্যঃ॥"

(হরিভক্তিসুধোদয় ৩।১১)

কৃষ্ণভজনই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাফল্যের অনুকূলে সকল কার্য্যের মূল্য আছে। নচেৎ কাণাকড়ি মূল্যও নাই জানিবে।

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ ধর্ম্মান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ॥"

(ভাগবত ১১।১১।৩২)

নটবর—ভজন বলিতে আমরা কি বুঝিব?

মহারাজ—'ভজ্'-ধাতু সেবায়াম্, সেবাই ভজন।

নটবর—সেবা বলিতে আপনি যে কি বলিতেছেন, আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

মহারাজ—সেবা বলিতে আধুনিক জনসমাজ দেহকে কেন্দ্র করিয়া তৎসম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও জন-সেবাকেই সেবাবোধে আত্মোৎসর্গ করিতেছেন। ঐ প্রকার সেবাকে শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগজনগণ সেবা বলেন না।

তাহার কারণ, যাহারা সেব্যের আসনে বর্ত্তমানে উপবিষ্ট তাহারা কেহই প্রকৃত সেব্য নহেন, কেবল স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতামূলে সেবা-সেবক-ভাব তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর—একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দনই জীবের সেব্য এবং জীব তাঁহার সেবক, ইহা জানাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সনাতন-শিক্ষায় আমরা দেখিতে পাই,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥"

এই কৃষ্ণ-দাসত্ব বৃত্তিই জীবেতে শুদ্ধরূপে বর্ত্তমান। কিন্তু জীব যখনই "কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হৈয়া ভোগবাঞ্ছা করে", তখনই "নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥" এই মায়ার আশ্রয়ই জীবের সেবাবিমুখতার পরিচয়। এই সেবাবিমুখ অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় শ্রীকৃষ্ণভজন বা সেবা। 'সেবা'-শব্দের অর্থ—সেব্যের প্রীতিবিধান। সেব্যবস্তু আমাকে যে ভাবে চান সেইভাবে তাঁহাতে অর্পিত হইবার নামই সেবা। সেবকের স্বাতন্ত্র্যবৃত্তি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হরিপাদপদ্ম-সেবায় সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত হইলেই বাস্তবিক-সেবা হইয়া থাকে। এই সেবাকে এক কথায় বলা যায় অহৈতুকী। সেব্যবস্তুর সেবায় যদি নিযুক্ত থাকে, তবেই জীবন সার্থক হয়। ইহা মৌখিক বা লেখনীর কথা মাত্র নয়—বাস্তবতার কথা। সেই সেবক জীবাত্মার সহিত সেব্য শ্রীকৃষ্ণের যে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ, তাহাতে সেব্য, অধোক্ষজ হইলেও, সেবকের

সেবার বিষয়স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহাতে সেবকের হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে পূর্ণ হয়। তোমাকে সংক্ষেপে সেবা-সম্বন্ধে বলিলাম। এই কৃষ্ণসেবাতে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্যই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর জগদ্বাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

নটবর—মহারাজ! আপনার কথায় বুঝিলাম যে, দৈহিক-সম্বন্ধযুক্ত ব্যাপারের মধ্যে সেবার পরিচয় নাই। কিন্তু আপনার উপদেশের মধ্যে একটা কথা আমার চিত্তে সন্দেহের উদয় করাইতেছে। আপনি কেবল কৃষ্ণসেবার কথাই বলিতেছেন, ইহা যেন একটু গোঁড়ামীর মত মনে হয়। সর্ব্বশাস্ত্রেই শুনিতে পাই—ভগবান্ এক, বহু নন; 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। অতএব আমি যদি কৃষ্ণসেবা না করিয়া অন্যান্য দেবদেবীর সেবা করি, তাহা হইলে কি সেবা হইবে না? বা আমার ভজন হইবে না?

মহারাজ—চমৎকার কথা বলিয়াছ। এই প্রকার প্রশ্নের উদয় হইলে জগতের প্রচুর কল্যাণ হইবে। আরাধ্য স্থির না হইলে আরাধনা ব্যর্থ হইয়া যায়। তোমার কথাতেই তোমাকে বলিতেছি—"একমেবাদ্বিতীয়ম্", ভগবান্ এক ছাড়া দুই ন'ন, কিন্তু সেই এককে বিচার করিতে গিয়া খিচুড়ি পাকাইলে চলিবে না। তত্ত্বতঃ বিচার করিতে হইবে। সেই এককে বাদ দিয়া দ্বিতীয়ের

স্থিতিকে বাস্তব একের অনুগ জনগণ ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করেন না।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি-র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

এক পতির সেবা সতীসাধ্বী স্ত্রীর একমাত্র ধর্ম্ম। ইহাদ্বারা ব্যভিচারিণী স্ত্রীকর্ত্তৃক সতীসাধ্বী রমণীর ঐকান্তিক পতিসেবা গোঁড়ামী বলিয়া বিবেচিত হইলেও তাহা যেমন গোঁড়ামী নয়, সেই প্রকার অণুচৈতন্য জীবের সেব্য বিভুচৈতন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—ইহাই যদি স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবা গোঁড়ামী নয়। এইরূপ সেবানিষ্ঠাকে যদি গোঁড়ামী বল, তাহা হইলে গৌরসুন্দরের অনুগ জনগণ ঐ প্রকার গোঁড়ামীকে বহুমানন করিতে আপত্তি করেন না।

নটবর—আপনি যে সমস্ত কথা বলিলেন, তাহা স্বীকার করিতেছি কিন্তু আমার মূল প্রশ্নের মীমাংসা সম্পূর্ণরূপে হয় নাই। কারণ আমার প্রশ্ন ছিল—কৃষ্ণই যে একমাত্র ভগবান্ ইহা কেন হইবে? অতএব আপনি সমস্ত দেবদেবী ও অবতারাবলীহইতে শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য কি, তাহা আমাকে ভালভাবে বুঝাইয়া দিন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অন্যান্য দেবতা হইতে শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য।

মহারাজ—বাবা, এত তাড়াতাড়ি করিলে চলিবে কেন? আমি তোমার প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দেই নাই, এ সমস্ত বিষয় বিচারপর। অতএব ধৈর্য্য-সহকারে বিচারকে অপেক্ষা করিতে হইবে। আমি তোমাকে যাহা বলিব, তাহা সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যের সহিত ঐক্য রাখিয়াই বলিব। আমি আমার গুরুদেবের নিকট যখন প্রথম আসিয়াছিলাম তখন তাঁহার নিকটেও আমারও এই প্রশ্নই ছিল। আমাকে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে নিষ্ঠাযুক্ত করিতে তাঁহাকে বেশ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। "স্বল্পভাগ্যে দাস নাহি করেন ভগবান্।" —এই বাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে রুচি ভাগ্যবানেরই আসিবে, অন্যের সম্ভব নয়। যাক্ অধিক কথা বলিয়া সময় নষ্ট করা ভাল নয়। এখন মূলকথায় আসা যা'ক্। শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্ ইহার প্রমাণস্বরূপে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এই পয়ারটী দেখিতে পাই,

"কৃষ্ণের ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান্-শব্দে ইহাতেই সত্তা॥"

ব্রহ্মসংহিতার "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ" শ্লোক আমি পূর্ব্বেই আবৃত্তি করিয়াছি। ইহার সংক্ষেপ বিচার বুঝিতে

হইবে। বেদে আছে—"অগ্নির্বৈ দেবানাং অবমঃ, বিষ্ণুর্বৈ দেবানাং পরমঃ।" 'অবম' ও 'পরম'-শব্দ একতাৎপর্য্যপর নয়। অতএব শ্লোকের 'পরম'-শব্দই শ্রেষ্ঠার্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দের আচমনমন্ত্রেও লক্ষিত হয়—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবিব চক্ষুরাততং বিষ্ণুর্যৎ পরমং পদম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসদেব ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া পরম পুরুষ কৃষ্ণের ঐ 'পরম'-শব্দেরই যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়াছেন। যথা, (ভাঃ ১।৭।৬-৭)—

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোক-মোহ-ভয়াপহা॥"

যুগপৎ ঈশ্বরগণ ও দেবগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনকল্পে শ্রুতি বলিতেছেন,—

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
ত্বং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

এখানে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেই যে 'সর্ব্বেশ্বরত্ব' ও 'পরাৎপরত্বের পূর্ণতম অভিব্যক্তি, সুধীসমাজ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলেই তৎসম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন।

নটবর—আপনার কথাগুলি ক্রমশঃ এত বিচারপর হইতেছে যে, তাহা আমার ন্যায় স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ধরা খুবই কঠিন; তবে আমার বিচার শুনিতে ভালই লাগিতেছে, কারণ আপনি যাহা বলিতেছেন, সমস্তই শাস্ত্রযুক্তিমূলে। আপনার কল্পিত কোন কথা তাহাতে নাই। তজ্জন্য আমার আনন্দ হইতেছে। আপনার কথার মধ্যে 'সচ্চিদানন্দ'-শব্দটী যে প্রয়োগ করিলেন ইহা ত' ঠিক আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

মহারাজ—বাবা, তোমার উপর এবার রাগ করিয়া দু'একটী কথা বলিব। কিছু মনে করিও না। তুমি এত চঞ্চল কেন বল ত'? বয়সটা অত্যন্ত কম কি না, তজ্জন্য চঞ্চলতা থাকিবে, তাহা আমি জানি। আমি প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই তুমি যদি প্রশ্ন কর তাহা হইলে আমি কি করিতে পারি বল। তোমার প্রশ্ন ত' ছোটখাট নয় যে, আমি এক কথায় তাহার উত্তর দিয়া যাইব। ইহা বিচারের কথা। যাক্, মনে কিছু করিও না, আবার বলিতেছি শ্রবণ কর। 'সৎ', 'চিৎ', 'আনন্দ'—এই তিনটী শব্দ লইয়া সচ্চিদানন্দ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইহার বিচার দেখাইতে গিয়া বলিতেছেন—সদ্-অংশেসন্ধিনী, চিদ্-অংশে সম্বিৎ এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী। যেমন পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা,

তেমনি এখানে সদ্ অথবা সন্ধিনী-শব্দের দ্বারা পরাৎপর তত্ত্বকে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তিনি সত্তাবিস্তারকারী, যাঁহার সত্তা হইতে জগতের সত্তা। ন্যায়বাক্যে দেখিতে পাওয়া যায়—"যদ্ভাবে যদ্ভাবো যদভাবে যদভাবঃ।" অতএব প্রাকৃত অপ্রাকৃত সমস্ত সত্তাই পরমসত্তাযুক্ত শ্রীভগবান্ হইতেই প্রকটিত। এই সত্তাই রূপ পরিগ্রহ করিয়া বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। প্রাকৃত-সত্তা লুপ্ত হইলে অপ্রাকৃত-সত্তার বোধে 'চিৎ' অর্থাৎ সম্বিৎ বা জ্ঞানময় বস্তুর পূর্ণজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানের প্রকাশে অন্বয় এবং ব্যতিরেকভাবে জ্ঞানময় বস্তুর যে প্রকাশ, তাহা বোধগম্য হয়। তখনই সাধক সচ্চিদের পূর্ণানুভূতির মধ্য দিয়া পূর্ণানন্দের আস্বাদন পাইয়া থাকেন। বেদ তাঁহাকে "রসো বৈঃ সঃ, রসো হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি", রূপে বর্ণন করিয়াছেন। "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" ইত্যাদি বেদান্ত-সূত্রও আনন্দময় বস্তু ভগবানে সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রমাণিত করিতেছেন। জগতে সেই সচ্চিদানন্দের গন্ধ দেখিতে পাইলেও তাহা মূল সচ্চিদানন্দের হেয় প্রতিফলন মাত্র। তজ্জন্য এখানকার সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দ তাৎকালিক, নশ্বর ও ভ্রান্ত।

নটবর—আচ্ছা মহারাজ! আবার আমি বেয়াদপি করিতেছি। আমার অপরাধ লইবেন না। কারণ আমি ছেলে মানুষ, আপনার তাত্ত্বিক মধুর উপদেশ ধারণ করিতে অক্ষম হইতেছি বলিয়া মধ্যে মধ্যে বিরক্ত করিতেছি।

পরিদৃশ্যমান জগতে আমাদের উপলব্ধির মধ্যে বস্তুর সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের যে উপলব্ধি করিতেছি, তাহা যে ভ্রান্ত, ইহা কি করিয়া বলিতে পারি? আপনার শ্রীগুরু-দেব তাঁহার প্রচার-লীলার মধ্যে কত বড় দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা মাদৃশ দুর্ভাগার দৃষ্টিগোচর না হইলেও আপনার উক্তির দ্বারা বিশেষ-ভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে পারি।

মহারাজ—ভ্রান্ত বলিবার তাৎপর্য্য, এই বস্তু লইয়াই ত' বিচার হইবে। মূলতঃ বস্তুই যদি অভাবযুক্ত হয় অর্থাৎ নশ্বর ও পরিবর্ত্তনশীল হয়, তাহা হইলে তাহার সংস্পর্শে যে জ্ঞান ও আনন্দ তাহা স্বতঃসিদ্ধ হইবে না। সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দ নিজ নিজ পরিচয় দিলেই ত' চলিবে না। পরিণামে যদি তাহাদের খুঁজিয়া না পাওয়া যায় তাহা হইলে সেই পরিচয়ের মূল্য কি? এ'সব বিষয় বিশেষ-ভাবে বলিতে গেলে অনেক কথা আসিয়া পড়ে। তথাপি সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

"যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং জ্ঞানং ভবতি", যাঁহাকে জানিলে সমস্ত জানা হইয়াযায়—অতএব তিনি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র জ্ঞানময়বস্তু, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, এই জ্ঞান ছাড়া যে অন্য জ্ঞানের প্রয়োজন নাই তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, (ভাঃ ১০ ১৪।৩)—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

আবার আনন্দ-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিতেছেন—"কুর্ব্বন্ দুঃখ-প্রতিকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী।" ঈশবিমুখ জীব দুঃখের প্রতিকারটাই সুখ বলিয়া মনে করে। কিন্তু বাস্তব সুখানুভূতি পূর্ব্ব-কথিত আনন্দময় বস্তুকে বাদ দিলে লভ্য নহে। সেইজন্য বলিয়াছেন—"তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।" এইজন্য পরাৎপর তত্ত্বকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়া বলা হইয়াছে। সেখানে নাম, রূপ, গুণ ও লীলার পূর্ণ অভিব্যক্তি। সেই সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহই অনাদির আদি।

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥"

(ভাগবত ২।৯।৩২)

এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, ইহা তিনি স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য বস্তুর সংযোগ খণ্ডন করিয়া 'এব'-কারদ্বারা তাঁহার বিজাতীয় কোন প্রাকৃত বস্তুই তৎকালে ছিল না, ইহা জানাইতেছেন। ভাবার্থ এই যে, শ্রীভগবান্ সৃষ্টির অগ্রে অর্থাৎ মহাপ্রলয়-কালেও বর্ত্তমান ছিলেন। এই বিশ্ব সৃষ্টির অগ্রে তাঁহাকে বাদ দিয়া ব্রহ্মা বা শঙ্কর কেহই ছিলেন না। বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষরূপী আত্মাই ছিলেন। "নারায়ণ পরম

পুরুষ, একমাত্র নারায়ণই ছিলেন। পুরুষরূপী শ্রীনারায়ণ ইচ্ছা করিলেন, অমনি নারায়ণ হইতে সর্ব্বভূতপতি ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন। নারায়ণই পরম ব্রহ্ম, নারায়ণই পরম তত্ত্ব। সেই পরমব্রহ্ম সত্য ; তিনি পুরুষ। একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা বা অন্য কেহই ছিলেন না।" —বহু শ্রুতি এবিষয়ে কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'আমি ছিলাম মাত্র' এই কথার দ্বারা অন্য বিষয় সংযোগ খণ্ডন করা হইল। কেন না 'অস্তি' ক্রিয়া সত্তা-বাচক হওয়ায় তৎকালে 'আমার বিদ্যমানতার অভাব কখনও ছিল না'—এই অর্থ বুঝায়। কোথাও কোথাও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মমাত্র ছিলেন, লক্ষিত হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—'সৎ' কার্য্য, 'অসৎ' কারণ এই উভয়ের পর বস্তুতে যে ব্রহ্ম তাহাও আমাব্যতীত অন্য বস্তু নহে। যদি বল, সৃষ্টির পর জগৎকেই জানা যায় কিন্তু আপনাকে ত' জানা যাইবে না? তদুত্তরে বলিতেছেন—পশ্চাৎ অর্থাৎ সৃষ্টির পরেও আমি। যিনি অবশিষ্ট থাকেন তাহাও পরমেশ্বর আমি। এই শ্লোকে 'অহং'-শব্দের তিনবার উক্তির দ্বারা আমারই নির্দ্ধারণ সূচিত হওয়ায় আমি অপ্রাকৃত রূপ-গুণাদি-বিশিষ্ট ও ত্রিকালসত্য, ইহা প্রমাণিত হইতেছে। এই সমস্ত বিশদভাবে বলিতে গেলে ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইবে। তথাপি অনাদির আদি ও সর্ব্ব কারণের কারণ, ইহা বুঝাইবার জন্য এতক্ষণ তোমাকে এই সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি যে সকল কারণের কারণ, ইহা মৌখিক মাত্র নয় বলিয়া তোমাকে গীতার কয়েকটী প্রমাণ দিতেছি।

"অহমাদিহি দেবানাং মহির্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥"
(গীঃ ১০।২)

"যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
(গীঃ ১০।৩)

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥"
(গীঃ ১০।৮)

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥"
(গীঃ ১০।২০)

নটবর—আপনার বিচারপূর্ণ কথা শুনিয়া ক্রমশঃই আনন্দ লাগিতেছে। এতক্ষণ আপনি যাহা বলিলেন তাহার মধ্যে আমার আবার সংশয় জাগিতেছে। আপনি এতক্ষণ নারায়ণের মাহাত্ম্যই বলিলেন। ইহাতে কৃষ্ণ হইতে নারায়ণের শ্রেষ্ঠত্বই বুঝিব কি ?

মহারাজ—শ্রীমদ্ভাগবত (১।৩।২৮) বলিতেছেন—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥"

এই শ্লোকে 'এতে'-শব্দে সমস্ত অবতারের কথা বর্ণন করিয়া তাঁহারা সকলেই যে পুরুষের অংশ কলা, তাহা জানাইলেন ; তৎপরে কৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্, তাহাই প্রমাণ করিতে গিয়া

'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' বলিলেন। কাব্য-প্রকাশালঙ্কারে দেখা যায়,—

"অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥"

ইহার অর্থ এই যে, অনুবাদ অর্থাৎ উদ্দেশ্য-বিষয় না বলিয়া বিধেয় বলা উচিত নহে। কেন না, যে বাক্যের আশ্রয় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই এমন কোন বস্তু কোথাও প্রতিষ্ঠা পাইতে পারে না। যেহেতু সেই বাক্যে 'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ' দোষ হয়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তোমার বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া আমি এখানে এই গ্রন্থরাজের কয়েকটী পয়ার উদ্ধৃত করিতেছি,—

"অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি, পশ্চাদ্বিধেয় ॥

বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত।
অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত ॥

যৈছে কহি, এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র—অনুবাদ, ইহার বিধেয়—পাণ্ডিত্য ॥

বিপ্র বলি' জানি, তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাৎ ॥

তৈছে ইহঁ অবতার সব তাঁর জ্ঞাত।
কার অবতার—এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥

'এতে'-শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সম্বাদ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাহার বিশেষ-জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত॥
অতএব কৃষ্ণ-শব্দ আগে অনুবাদ।
স্বয়ং ভগবত্তা পিছে বিধেয় সম্বাদ॥
কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা—ইহা হৈল সাধ্য।
স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য॥
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত, অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন॥
নারায়ণ-অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ—ঐছে করি তা ব্যাখান॥

কৃষ্ণ অংশী, অংশ নারায়ণ—ইহা প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মা স্তব করিতেছেন (ভাঃ ১০।১৪।১৪),—

"নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥"

—তুমি যখন সর্ব্বদেহীর আত্মা তখন তুমি কি নারায়ণ নহ? 'নার'-শব্দের অর্থ জীবসমূহ, 'অয়ন'-শব্দের অর্থ আশ্রয়। জীব-সমূহের আশ্রয় যিনি, সেই পরমাত্মাই 'নারায়ণ'-শব্দবাচ্য। অতএব তুমি পরমাত্মা বলিয়া নিশ্চয়ই নারায়ণ। নারের অর্থাৎ জীবসমূহের বা তত্ত্বসমূহের প্রবর্ত্তক ঈশ্বরকেও নারায়ণ বলা যায়। তুমি সর্ব্বলোকসাক্ষী বলিয়া নারায়ণ। যিনি লোকসকলকে

জানেন বা সাক্ষাৎ দর্শন করেন তাঁহাকেও নারায়ণ বলা যায়। আবার নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত যে চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব এবং তাহা হইতে উৎপন্ন যে জল—এই দুইটীর আশ্রয় যিনি, সেই প্রসিদ্ধ নারায়ণ তোমারই অংশ অর্থাৎ মূর্ত্তি বিশেষ। তিনি তোমা হইতে ভিন্ন নহেন, তবে সেই নারায়ণের যে তাদৃশ পরিচ্ছন্নত্ব তাহা সত্য নহে, পরন্তু তোমার লীলাই, অথবা নারায়ণরূপ তোমার সেই মূর্ত্তিও সত্য, উহা মায়িক নহে।

ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলে কৃষ্ণ বলিলেন,—

"ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন॥"

তদুত্তরে ব্রহ্মা যাহা বলিতেছেন তাহা শ্রবণ কর। ইহা আমার ভাষায় না বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় তোমাকে বলিতেছি। ইহাতে তোমার পক্ষে বুঝিতে বিশেষ সুবিধা হইবে।

"ব্রহ্মা বলে, তুমি কিনা হও নারায়ণ।
তুমি নারায়ণ শুন তাহার কারণ॥

প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টে যত জীব রূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ॥

পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্ব্বাশ্রয়॥

'নার'-শব্দে কহে সর্ব্ব জীবের নিচয়।
'অয়ন'-শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়॥

অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু, শুন দ্বিতীয় কারণ ॥
জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার।
তাহা সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার ॥
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্ব-পিতা।
তোমার শক্তিতে তা'রা জগৎ-রক্ষিতা ॥
নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ ॥
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥
ইথে যত জীব তার ত্রিকালিক কর্ম্ম।
তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জান সব মর্ম্ম ॥
তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কার নাহি স্থিতি গতি ॥
নারের অয়ন যাতে কর দরশন।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥
কৃষ্ণ কহেন,—ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন।
জীব-হৃদি জলে বৈসে সেই নারায়ণ ॥
ব্রহ্মা কহে, জলে জীবে যেই নারায়ণ।
সে সব তোমার অংশ,—এ সত্য বচন ॥
কারণাব্ধি-গর্ভোদক-ক্ষীরোদকশায়ী।
মায়াদ্বারা সৃষ্টি করে তাতে সব মায়ী ॥

সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী।
ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষ-নামী॥
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টিজীব-অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী॥
এ সবার দর্শনে ত' আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দেবদেবীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ।

নটবর—আপনার যুক্তিপূর্ণ উপদেশাবলী হইতে কৃষ্ণচন্দ্র যে সমস্ত অবতারের অবতারী ও পরাৎপর তত্ত্ব, তাহা বুঝিলাম। এখন দেব-দেবীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কি সম্বন্ধ এবং যাঁহারা কৃষ্ণকে বাদ দিয়া দেবদেবীগণের আরাধনা করিতেছেন, তাঁহাদের আরাধনার ফলই বা কি—আমাকে বুঝাইয়া বলিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

মহারাজ—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

(গীঃ ৯।২৩)

গীতার এই শ্লোকের দ্বারা দেবদেবীর পূজা শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা ভগবানেরই পূজা হইয়া থাকে বটে ; কিন্তু তাহা অবিধিপূর্ব্বক। কারণ যেখানে ভগবানেরই শক্তি দেব-দেবীদিগকে পরাৎপর-তত্ত্ব-জ্ঞানে পূজা করিবার চেষ্টা, তাহা শুদ্ধ নহে, পরন্তু দোষযুক্ত। ভগবানের কার্য্য পরিচালনার জন্য কার্য্যকরী শক্তির বিভাগের দ্বারা দেবদেবীর পরিচয় হইয়াছে। গুণান্তর্গত জীবগণের কামনা বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য তাহাদের চাহিদা-মূলে সেই সেই চাহিদা পরিপূরণার্থে যাঁহারা কার্য্য করেন,—তাঁহারাই দেব ও দেবী ; এইজন্য 'আধিকারিক' বলিয়া তাঁহাদের আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিকারপ্রাপ্ত দেবদেবী হইতে যাঁহারা সর্ব্বার্থসিদ্ধির আশা পোষণ করিয়া তাঁহাদের অর্চ্চনাদি করিয়া থাকেন তাঁহারা ভ্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নহেন।

নটবর—এইমাত্র আপনি বলিলেন—দেবদেবীর পূজার দ্বারা কৃষ্ণেরই পূজা হইয়া থাকে। তাহা হইলে উহা অযৌক্তিক বা ভ্রান্ত কেন ? কলিকালে যাঁহার পূজা হইয়া থাকে তাঁহাকেই বা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না কেন, ইহা বুঝিতেছি না।

মহারাজ—বাবা, তুমি বোধ হয় আমার কথাগুলি মন দিয়া শ্রবণ কর না। এইজন্য বলে, সংস্কার বদলান খুব কঠিন। পূর্ব্বধারণা মজ্জাগত হওয়ায় তাত্ত্বিক অর্থ তোমার চিত্তে স্থান পাইতেছে না। শ্লোকার্থের একদেশ

লইয়া বুঝিতে গেলে বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা হইবে। এই শ্লোকের মধ্যে 'অবিধি-পূর্ব্বক' কথাটীকে একেবারেই ভুলিয়া গেলে? 'অবিধি'-শব্দের অর্থ কি? যাহা বিধি নয়, তাহাই 'অবিধি'। অতএব পূজা হইলেও প্রকৃত পূজা নহে। ইহাই অবিধি শব্দের দ্বারা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইতেছে। তবে কৃষ্ণকে ছাড়িয়া তাঁহাদের সত্তা নহে, এই বিচারে তাঁহার পূজার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কালের বিচার করিতে গেলে তফাৎ হইয়া পড়িবে। তোমার অবগতির জন্য গীতার এই শ্লোকটী বলিতেছি। মনযোগের সহিত শ্রবণ কর।

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥"
(গীতা ৯।২৫)

অর্থাৎ "দেবব্রতগণ [যাহারা দেবোদ্দেশে ব্রত করিয়া থাকে তাহারা] দেবগণকেই প্রাপ্ত হয়। পিতৃব্রত অর্থাৎ [শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া-পরায়ণ] পিতৃগণকে লাভ করে এবং ভূতযজ্ঞকারী [বলি-দানাদির দ্বারা] বিনায়ক-মাতৃগণাদির পূজাকারী ব্যক্তিগণ ভূতগণকেই প্রাপ্ত হয়। আর আমার যজনকারী ব্যক্তি, পরমা-নন্দস্বরূপ অক্ষয় আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন।" অতএব "যান্তিমদ্ যাজিনোঽপি মাম্"—ইহাই লক্ষিতব্য বিষয়।

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।

প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥
(ভাগবত ৪।৩১।১৪)

গাছের গোড়ায় জল দিলে শাখা প্রশাখার বল। প্রাণে আহার দিলে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ইত্যাদির বল। তেমনি অচ্যুত শ্রীভগবানের সেবা করিলেই সমস্ত দেবদেবীর সেবা হইয়া যাইবে।

"তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ"

—এই বাক্যের সার্থকতাসূত্রে তোমাকে একটী ঘটনা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

দুর্য্যোধনের প্রার্থনানুসারে দুর্ব্বাসা ঋষি দ্রৌপদীর ভোজনের পরে ষাট্‌হাজার শিষ্যসহ পাণ্ডবদের বনবাসকালে যুধিষ্ঠিরের অতিথি হইয়া স্নানে গেলেন। দুর্য্যোধনের দুর্ব্বাসাকে ঐ সময়ে পাঠাইবার হেতু ছিল এই, দ্রৌপদী যতক্ষণ ভোজন না করিবেন ততক্ষণ যত লোক আসুক না কেন তাহারা বিমুখ হইবে না, কিন্তু দ্রৌপদীর ভোজনের পরে কিছুই থাকিত না। সুতরাং দুর্য্যোধন ভাবিয়াছিলেন, দ্রৌপদীর ভোজন সমাপ্তির পর যদি দুর্ব্বাসা ঋষি পাণ্ডবদের আতিথ্য গ্রহণ করেন তাহা হইলে বিনাযুদ্ধে দুর্ব্বাসা ঋষির ক্রোধানলে শত্রু পাণ্ডবগণ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে এবং তাঁহার সর্ব্বতোভাবে জয় হইবে ; কিন্তু ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ নিয়তই ব্যস্ত। তাই দুর্ব্বাসা ঋষির

আগমনে বিপদ্‌গ্রস্ত পাণ্ডবগণ একান্তভাবে বিপদ্‌ভঞ্জন গোবিন্দকে স্মরণ করিলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান্ পাণ্ডবদের বিপদের কথা চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দ্রৌপদীকে বলিলেন, "আমি অত্যন্ত ক্ষুধায় কাতর, কিছু আহার দিন্।" দ্রৌপদী বলিলেন,—"ঠাকুর! এখন পরিহাসের সময় না। গোবিন্দগতি পাণ্ডবগণকে বর্ত্তমান বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন্।" গোবিন্দ কোন কথা না শুনিয়া রন্ধনের পাত্র হইতে এক কণিকা শাক গ্রহণ করতঃ 'তৃপ্তোঽস্মি'-শব্দ উচ্চারণ করিলেন। এই কথা বলামাত্রই ষষ্টি-সহস্র-ঋষিসহ দুর্ব্বাসার উদর পরিপূর্ণ হইয়া উদ্গার উঠিতে লাগিল। তাঁহারা পাণ্ডব-গণের আমন্ত্রণ রক্ষার ভয়ে স্নানাদি সমাপনান্তে সকলেই পলায়ন করিলেন। এখানে বেশ বোঝা যায় যে, এক কণিকা শাকে কোনদিন ষাট হাজার ঋষির উদরপূর্ত্তি হইতে পারে না। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের তুষ্টিতে যে জগতের তুষ্টি, ইহাই এখানে প্রমাণ করিলেন। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে মূলতত্ত্বের প্রতি সকল জীবের শ্রদ্ধাই আকর্ষিত হইবে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের ভজনের দ্বারা কাহারও সেবা বাকি থাকে না। একশত টাকার মধ্যে এক টাকা হইতে নিরানব্বই টাকার প্রতিটি সংখ্যা অনুস্যূত-ভাবে রহিয়াছে। ইহা ভালভাবে বুঝিবার জন্য ভগবান্ গীতায় (৭।৭) বলিতেছেন—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥"

অর্থাৎ "ধনঞ্জয়! আমা হইতে স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠকারণ আর কেহই নাই। সূত্রে গ্রথিত মণিসকলের ন্যায় এই নিখিল চরাচর বিশ্ব-সংসার আমাতেই গাঁথা আছে অর্থাৎ আমাকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে॥"

নটবর—আচ্ছা, তা' হ'লে দেবদেবীর পূজা লোকে করে কেন?

মহারাজ— ইহার উত্তর গীতা (৭।২০) প্রদান করিয়াছেন,—

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥

"যাহারা অত্যন্ত সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমোগুণী তাহারাই কামনার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যান্য দেবতার সেবা করে। সেই সেই কামনার দ্বারা অপহৃতজ্ঞান হইয়া এবং সেই সেই ক্ষুদ্র নিয়ম স্বীকারপূর্ব্বক নিজ প্রকৃতির বশীভূত হইয়া সেই সেই দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে; বিদ্যালাভের জন্য সরস্বতী, অর্থলাভের জন্য লক্ষ্মী, সিদ্ধি-লাভের জন্য গণেশ ইত্যাদি আমরা দেখিতে পাই। সেই সেই দেবতার যে অর্চ্চনাদি লোকে করিয়া থাকে, অন্তর্যামী আমি তত্তৎ-দেবতার ভক্তের সেই আরাধ্য মূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধা দৃঢ় করিয়া থাকি, সেই সেই ব্যক্তি দৃঢ়শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবতামূর্ত্তির আরাধনা করিলে অন্তর্যামী আমার বিধানানুসারে তাঁহাদের কামনানুরূপ বিষয়সকল তাহা হইতেই লাভ করে।" এইকথাগুলি আমার নহে, ইহাও গীতার (৭।২১-২২) কথা। যথা,—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

স তয়া শ্রদ্ধয়াযুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥

নটবর—চমৎকার কথা, সকল দেবতাই যদি ভগবানের মূর্ত্তি হয় এবং তাঁহাদের আরাধনাই যদি ভগবানের আরাধনা হয় ও তাঁহাদের কাম্য বিষয়ের ফলদাতা যদি ভগবান্ই তাহা হইলে ঈশ্বর আরাধনা ও দেবতা আরাধনার মধ্যে বৈষম্য কি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

মহারাজ—বহুভাবেই তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। জানিনা আমার চীৎকার সফল হইবে কিনা।

"অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥"
(গী ৭।২৩)

কামনানুসারে কামনা পরিতৃপ্তির ফল অন্তবৎ। অতএব যাহার আরাধনার ফল অন্তবৎ, সেই আরাধ্যবস্তুর আরাধনার দ্বারা মহান্ স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে কি? কিন্তু পরাৎপরতত্ত্ব কৃষ্ণচন্দ্রের আরাধনার ফলস্বরূপে তিনিই একমাত্র লভ্য। অতএব বুঝিয়া দেখ, কাহার আরাধনা করা জীবের পক্ষে শ্রেয়? শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর জীবের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ-সিদ্ধির হস্ত হইতে জীবকে উদ্ধার করিয়া জীবের একমাত্র সেব্য শ্রীকৃষ্ণের সেবাই যে জীবের একমাত্র কাম্য তিনি, তাহা নিজ আচরণের দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য

নটবর—এ পর্য্যন্ত আপনার শ্রীমুখবিগলিত শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রচারিত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিলাম, এখন তাঁহার প্রচার-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমার ন্যায় ভগবদ্বিমুখ জীবের পক্ষে যাহা যাহা শ্রবণযোগ্য, কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার জীবনীর সহিত তাহা বর্ণন করিলে প্রাণে শান্তি পাইব।

মহারাজ—বাবা, তাঁহার জীবনী বলিয়া কি শেষ করা যায়? তথাপি সংক্ষেপে তোমাকে কয়েকটী কথা বলিতেছি। তিনি মন্ত্র অপেক্ষা নামের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও (আদি ৭।৭৩) বলেন,—

"কৃষ্ণ মন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥"

কৃষ্ণ-মন্ত্র মনন-ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ করেন মাত্র; কৃষ্ণনাম কৃষ্ণ-পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন।

পাঞ্চরাত্রিক মার্গে অর্চ্চন ও ভাগবতমার্গে ভজনের কথাই তাঁহার প্রচার্য্যবিষয়। নামভজনই জীবের সাধ্য ও সাধন, উপায় ও উপেয়। অন্যান্য সাধন-পদ্ধতিতে উপায় ও উপেয় পৃথক্ কিন্তু ভাগবতমার্গে উপায় ও উপেয়ের ঐক্য প্রতিপাদনকল্পে শ্রীনাম-ভজনের বৈশিষ্ট্য স্থাপিত হইয়াছে।

"যেই নাম, সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি॥"

**"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"**

"কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥
নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার।
নাম বিনা কলিকালে গতি নাহি আর॥"

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

এই সকল প্রমাণ-বাক্যের দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত মুক্তকুলের উপাস্য শ্রীনাম-কীর্ত্তনেই জীবের একমাত্র কল্যাণ, ইহা জগদ্‌বাসীকে জানাইবার জন্য আমাদের শ্রীগুরু-পাদপদ্ম শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কীর্ত্তন-যজ্ঞের হোতারূপে জগতে প্রকটিত হইয়া সেই কীর্ত্তনাগ্নিতে আহুতি প্রদানের ইন্ধন-স্বরূপে আমাদের নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠমন্দির সমস্তই সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘারাম। প্রতি হৃদয়ে জীবন্তমঠ অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রতিষ্ঠাকল্পে কায়মনোবাক্যে হরি-ভজন করিবার প্রতীকস্বরূপ প্রচার করতঃ সমগ্র ভারতবর্ষে, এমন কি পাশ্চাত্য দেশসমূহে পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সর্ব্ব-মঙ্গলময় 'নাম' প্রচারপূর্ব্বক—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

এই বাক্যের সত্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। বদ্ধজীবগণের কায়, মন ও বাক্যকে দণ্ডিত করিয়া জগদ্-বিমুখ-মোহিনী মায়ার মোহ-শৃঙ্খল হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাহাদিগকে শ্রীচৈতন্য ও চৈতন্যানুচরগণের শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-বাণী-ধারায় স্নাতঃ শ্রীচৈতন্যবাণীর বাহক ত্রিদণ্ডিগণকে দ্বারে দ্বারে প্রেরণ, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পারমার্থিক পত্রিকা প্রবর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থ-প্রণয়ন ও প্রকাশ, প্রচারকার্য্যের জন্য মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, বিভিন্নস্থানে বিরাট্ আকারে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মোচন প্রভৃতি বহুবিধ উপায়ে সর্ব্বত্র ভক্তিসদাচার প্রচার করিয়াছেন তিনি ত্রিদণ্ডিকে 'জীবন্ত মৃদঙ্গ' এবং মুদ্রাযন্ত্রকে 'বৃহৎ মৃদঙ্গ' আখ্যা দিয়াছিলেন। মাদৃশ অজ্ঞ বিদ্যাবুদ্ধিহীন জনগণকে পরমার্থবিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সৎশিক্ষা-প্রদর্শণী ও ছায়াচিত্রের দ্বারা তত্ত্ববস্তু সরল ও সহজভাবে বোধগম্য করিবার প্রয়াস তাঁহার জীবনের একটী লক্ষিতব্য বিষয়। তাঁহার সকল প্রচারের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা পরিদৃষ্ট হয়। তিনি বলিতেন, শ্রীনাম শুদ্ধভাবে কীর্ত্তিত হইলে সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলাও শুদ্ধ-হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে।

শ্রীনাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তোমাকে আরও দুইটী শ্লোক বলিতেছি। প্রথম দুইটী শ্রীরূপগোস্বামিপাদের এবং তৃতীয়টী

শ্রীসনাতনগোস্বামিচরণের। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নাম নিশ্চয়ই শুনিয়া থাকিবে। তাঁহারা একসময়ে তদানীন্তন স্বাধীনবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী ছিলেন এবং মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক কঠোর বৈরাগ্যের সহিত শ্রীব্রজ-মণ্ডলের শ্রীবৃন্দাবনাদি বিভিন্ন বনে ভজন করিয়াছেন। লুপ্ত-তীর্থোদ্ধার শ্রীবিগ্রহসেবাপ্রকাশ, শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-প্রণয়ন ও ভক্তি-সদাচার প্রচার এই চারিটী কার্য্য শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদের দ্বারা করাইয়াছেন। সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারিতেছ, তাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ-পার্ষদ।

নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

হে হরিনাম! নিখিল বেদের শিরোভাগ-উপনিষদ্রূপ রত্ন-মালার প্রভানিকর দ্বারা তোমার পদকমলের শেষসীমা নিরন্তর নীরাজিত হইতেছে। হে শ্রীনাম, তুমি মুক্তকুলের (নিবৃত্ততর্ষ নারদশুকাদির)দ্বারা নিরন্তর উপাসিত হইতেছ। অতএব হে হরিনাম! আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি। এতৎপ্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য, নামাভাসে মুক্তি হয়, মুক্ত-ব্যক্তিই শুদ্ধনাম-গ্রহণে অধিকারী; দশবিধ অপরাধযুক্ত বা অপরাধশূন্য অথচ সম্বন্ধজ্ঞানহীন হইয়া 'নামাক্ষর' উচ্চারণ 'নাম' নহে। উহা 'নামাপরাধ' বা 'নামাভাস'। মুক্তকুলের সেবোন্মুখ-জিহ্বাতেই

শুদ্ধ-চিৎ-স্বরূপ 'শ্রীনাম' স্বয়ং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন। তাঁহারা অপরাধ-শূন্য হইয়া সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত নিরন্তর কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিদ্বারা শ্রীনামের উপাসনা করেন।

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না,—দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তাহা বদনে নৃত্য করে, তখন বহু বদন পাইবার জন্য রতি-বিস্তার অর্থাৎ আসক্তি বর্দ্ধন করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন অর্ব্বুদকর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়; যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥

যাহা হইতে নিজধর্ম্ম, ধ্যান ও পূজাদি চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, এইরূপ আনন্দরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এইনাম যে কোনরূপে গৃহীত হইলেই অর্থাৎ নামাভাস মাত্রেই প্রাণিগণের মুক্তিদান করিয়া থাকেন, এবং ইহাই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ, ইহা আমার জীবন এবং ইহা আমার ভূষণ।

নবম পরিচ্ছেদ

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্ত্যলীলা

তথাকথিত গুরুনামধারী মন্ত্র-ব্যবসায়ী পাঠক-সজ্জায় সজ্জিত জনগণের ভাগবত-ব্যাখ্যাদ্বারা জীবিকার্জ্জন ও স্ত্রী-পুত্রগণের ইন্দ্রিয়তোষণ, শ্রীবিগ্রহকে পণ্যদ্রব্যরূপে পরিণত করিয়া স্বেন্দ্রিয়-তর্পণ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম লইয়া ভজনের অবগুণ্ঠনে প্রাকৃত সহজিয়ার বাবাজী মাতাজীর নোংরামী, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পূত-রাসলীলাদি, যাহা সিদ্ধাবস্থায়মাত্র উপলব্ধির বিষয়, রস কীর্ত্তনের নামে তাহা অপক্ক অবস্থায় প্রাকৃত ভোগপর হৃদয়ে আলোচনা করিলে ভোগ-লোলুপতা বৃদ্ধি পাইবে মাত্র। ইহার ফলেই আউল-বাউলাদির উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং তাহা আত্মকল্যাণের বাধা-স্বরূপ এবং জগজ্জঞ্জালকর। এই কথা শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর নির্ভীক-কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার প্রচারের ভাব-ধারা তথাকথিত ধর্ম্মজগতের নিকট বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার সুতীব্র-জ্বালাময়ী বাণী ঐ সমস্ত অপস্বার্থপরিপূরণকারীর স্বার্থপূরণে বাধা সৃষ্টি করায় স্বার্থপূরণকল্পে সমস্ত সম্প্রদায় যৌথ মিলনাভিলাষ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট জানাইয়াছিলেন—"আপনার পাণ্ডিত্য অগাধ, আপনি যদি সমস্ত সম্প্রদায়কে অন্ততঃ মুখে মানিয়া লইয়া নিয়মকানুনটা শ্লথ করিয়া দেন তাহা হইলে আপনার প্রচুর শিষ্য হইবে। আমরাও আপনার পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিব।" তাহাদের এই প্রকার উক্তি শ্রীল

সরস্বতী ঠাকুরের নিকট কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। তিনি যেজন্য জগতে আসিয়াছিলেন—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই বাস্তব-সত্য কথা তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

নটবর—মহাপুরুষের জীবন চরিত্র মায়া-মোহান্ধ জীব-গণের যে পরম সম্পৎ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম-জগতের সূক্ষ্ম বিচার বুঝিবার যোগ্যতা একমাত্র আপনাদেরই আছে। ভারতবর্ষের জল, মাটী, আকাশ, বাতাস ধর্ম্মের কথা বলে। তজ্জন্য আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হইয়াও আমাদের নিজস্ব একটা মত প্রচার করিতে পশ্চাৎপদ হই না, ইহা যে কত বড় নৃশংসতার কার্য্য তাহা আমার বাল্যবন্ধু সদানন্দের অনুগ্রহে আপনার ন্যায় দুর্ল্লভ সঙ্গ লাভ করিয়া কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিলাম। আপনি এতক্ষণ মহাপুরুষের জীবনী-প্রসঙ্গে স্বল্প কথার মাধ্যমিক যে তাঁহার অবদানের কথা বলিলেন, আমার মনে হয় এই দান গ্রহণের যোগ্যপাত্র না হইলে বঞ্চিত হইতে হইবে সন্দেহ নাই। প্রশ্ন অনেক আসে, কিন্তু সময়ের অভাবহেতু আপনাকে অধিক বিরক্ত না করিয়া এই মহাপুরুষের অন্ত্যলীলা শুনিবার জন্য নিবেদন জানাইতেছি।

মহারাজ—বাবা, সে কথা বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা মানুষ বোঝে না। সদ্-গুরুর অভাব যে শিষ্যের পক্ষে কি প্রকার বেদনাদায়ক

ও জগতের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মহাপুরুষগণ জগতে আমাদের ন্যায় পতিত জীবকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া আমাদেরই ন্যায় অবস্থান করেন। কারণ তাঁহাদের যে স্তর সেই স্তরে থাকিলে বদ্ধজীব তাঁহাদিগকে বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না। তজ্জন্যই তাঁহারা প্রাকৃত লীলা অনুকরণে জগতে আসিয়া কার্য্য করিয়া যান। আমাদের গুরুদেব প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের দৈহিক কোন ব্যাধির পীড়ায় পীড়িত হইয়া দেহের অবসান ঘটে নাই। ব্যাধি হইলে শরীর কৃশ হয়। শরীরের কান্তি নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার সে সব কিছুই ছিল না। এজন্য শাস্ত্রে বলেন,—

"অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথাই॥"

লীলা সংগোপনের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার আশ্রিত জনগণকে ইহধাম ত্যাগের কথা প্রকাশ্যে জানাইয়াছিলেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী নিশান্তে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করেন। তিনি জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহার বাণীর মধ্য দিয়া তিনি এখনও আমাদের নিকট রহিয়াছেন। তাঁহার অমূল্য উপদেশ সাধন-পথের পাথেয় স্বরূপে লাভ করিলে অনায়াসে অবিদ্যা হইতে মুক্তিলাভ করতঃ সেব্যবস্তুর সেবাসান্নিধ্যে পৌঁছিতে পারিব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাবা আর অধিক বলিবার ক্ষমতা আমার নাই। বাক্য স্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। অদ্য এইখানেই সমাপ্ত করিতেছি।

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরসুন্দরের একটী শিক্ষা।

নটবর—[ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীল মহারাজের চরণে প্রণত হইয়া চোখের জলে তাঁহার চরণ বিধৌত করতঃ বলিতে লাগিল] মহারাজ! আমার কত জন্মের সৌভাগ্য যে এ হেন মহাপুরুষের জীবনী ও শিক্ষা আপনার শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিলাম, আপনাকে কয়দিন যাবৎ বহু বিরক্ত করিলাম। বালকজ্ঞানে আমার সমস্ত বেয়াদপি মার্জ্জনা করিয়া এই মহাপুরুষের চরণে যাহাতে আমার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা হয় এই আশীর্ব্বাদ করিবেন। অদ্য সদানন্দের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া দেখি যদি থাকা সুবিধা হয় তবে ভক্তচরিত্র শ্রবণের আবার বাসনা রহিল। [এই বলিয়া নটবর সদানন্দের নিকট চলিয়া গেল]।

সদানন্দ—কি ভাই নটবর! তুমি যে আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিবারই সময় পাইতেছ না। এই কয়দিন মহারাজের সঙ্গ করিয়া কি বুঝিলে? আমি প্রত্যহই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, তুমি মনোযোগের সহিত শ্রীল মহারাজের উপদেশামৃত পান করিতেছ। তজ্জন্য আর তোমাকে বিরক্ত করি নাই।

নটবর—ভাই সদানন্দ! তোমার আর আমি কি প্রশংসা করিব। তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু, তোমার অনুগ্রহে আমার জীবনের পটভূমি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এখন দেখিতেছি, জীবনের প্রথমাংশ বৃথায় অতিবাহিত হইয়াছে। এইরূপ মহাপুরুষের সঙ্গ আরও পূর্ব্ব হইতে পাইলে পাশবিক প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ হইতে পারিতাম। আমি যতই শুনিতেছি, ততই শ্রবণের আশা বর্দ্ধিত হইতেছে। মহারাজকে কত বিরক্ত করিয়াছি। বালসুলভ চপলতা ও অজ্ঞতার জন্য কত বেয়াদপি করিয়াছি। কিন্তু অদোষদরশি পতিতপাবন তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি দেখি নাই। পরন্তু আমাকে তাঁহার আরাধ্যবস্তুর পাদপদ্মে নিষ্ঠার্জ্জনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন। সাধু বলিতে যে তিক্ত ধারণা ছিল তাহা তোমার কৃপায় আজ বদলাইয়া গেল। বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে যে এইপ্রকার তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি আছেন, ইহা আমার ধারণা ছিল না। বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিতে ছোটলোকের ধর্ম্ম, বাবাজী-মাতাজীর অনাচার, ব্যভিচার, তিলক ফোঁটা কাটিয়া ভিক্ষা করা—ইহাই আমার ধারণা ছিল। তুমি যে আমার কি উপকার করিয়াছ তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার যোগ্যতা আমার নাই। বন্ধু যদি থাকিতে হয় তুমিই একমাত্র বন্ধু। কেবল বন্ধু নও, গুরুর ন্যায়ও

আমার উপকার করিয়াছ। আমার বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু তুমিই।

সদানন্দ—ছি, ছি, নটবর! ঐ কথা বলিয়া আমাকে লজ্জা দিও না। আমি নিমিত্ত মাত্র। মহাপুরুষের সঙ্গ-প্রভাবে তুমি যদি কিছু উপকৃত হইয়া থাক, এ দান তাঁহাদের। কারণ দান করিবার সম্পদ্ লইয়া তাঁহারা বসিয়া আছেন। এই দানের মর্য্যাদা যদি রক্ষা করিতে চাও তাহা হইলে কেবল শ্রবণ করিলেই চলিবে না। শ্রবণীয় বিষয় নিজের জীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্য হার্দ্দিক চেষ্টা করিতে হইবে।

নটবর—আচ্ছা ভাই সদানন্দ! তুমি ত' আমার বাবাকে জান,—তিনি কি প্রকার লোক। ধর্ম্ম-বিশ্বাস তাঁহার মোটেই নাই। আমি আজ কতদিন হইল এখানে চলিয়া আসিয়াছি। তিনি যদি জানিতে পারেন তাহা হইলে বাড়ীতে একটা হুলুস্থূল কাণ্ড পড়িয়া যাইবে। এখন কি করা কর্ত্তব্য বল? আমার দুইদিকে টান পড়িয়াছে। একদিকে লেখাপড়া, অন্য দিকে মহারাজের হরিকথা-শ্রবণ। এখন কিন্তু ছুটী পাইলে আর বাড়ী যাইব না স্থির করিয়াছি। এখানে আসিয়া মহারাজের নিকট উপদেশ শ্রবণ করিব।

সদানন্দ—আমার মনে হয় তুমি আগামীকল্য মহারাজের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া যাও। তারপর সময়মত আসিয়া উপদেশ শ্রবণ করিও।

নটবর—[তৎপর দিন প্রাতে মহারাজের নিকট আসিয়া প্রণাম করতঃ বলিল] মহারাজ ! অন্তরের ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া আপনার শ্রীচরণ হইতে বিদায় লইতে হইতেছে। আমার গৃহ ভজনের অনুকূল নহে। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিলেও যেন সমস্তকে উপেক্ষা করিয়া আপনার শ্রীচরণ-প্রান্তে আসিয়া আবার মহামূল্য উপদেশ শ্রবণ করিতে পারি।

মহারাজ—বাবা ! অন্তরের আর্ত্তি থাকিলে প্রতিকূল অবস্থা অনুকূল হইতে বেশী সময় লাগে না। শ্রীগৌরহরি ও তাঁহার জনগণের কৃপা-কটাক্ষের মধ্যে যখন পড়িয়াছ, তাঁহাদের শ্রদ্ধা করিবার প্রবৃত্তি যখন তোমার আসিয়াছে, তখন হইতেই তোমার সমস্ত বাধা অপসারিত হইয়াছে জানিবে। এখন শিক্ষাস্থানে গমন কর। এইসব বিষয় লইয়া কাহারও সহিত বিবাদ করিও না। অবশ্য শ্রীগৌরসুন্দরের কথা কীর্ত্তনে কার্পণ্য করিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা হইতেছে,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

(শিক্ষাষ্টক, ৩য় শ্লোক)

এই শ্লোককে অবলম্বন করিয়া সকলের চিত্তকে জয় করিতে হইবে, শ্রীগৌরসুন্দরের সেবককে ছাড়িয়া দিতে আমাদেরও কষ্ট বোধ হয়। সময় আসিলে গৌরসুন্দরের জিনিষ গৌরসুন্দরের নিকটে আসিবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভগবদ্ভক্তের স্বার্থ জীবের কল্যাণকে লক্ষ্য করিয়া

এ দিকে নটবরের পিতা কলিকাতার ঠিকানায় নটবরকে পত্র দিয়া উত্তর না পাওয়ায় অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। নটবরের মায়ের অতিরিক্ত ব্যস্ততার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কলিকাতায় আসিতে হইল। কলিকাতায় আসিয়া খবর পাইলেন, নটবর আজ দিন পনের হইল শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে গিয়াছে। তাহার জন্য স্কুলের মাষ্টাররাও ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। নটবরের সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় সুটকেশ হস্তে নটবর বাসায় প্রবেশ করিয়া তাহার পিতাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সুটকেশটী রাখিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, নটবরের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই কোথায় গিয়েছিলি? তোর কোন সংবাদ না পেয়ে তোর মা

অত্যন্ত ব্যস্ত হওয়ায় আমাকে বাধ্য হইয়া কলিকাতায় আসিতে হইল।

নটবর—নবদ্বীপে আমার এক বন্ধুর নিকটে গিয়াছিলাম।

ঐ পিতা—ধর্ম্মস্থানে গিয়া আবার মিথ্যা কথা বলে নাকি! কোথায় গিয়াছিলি তা' কি আমি জানি না। সব খবর রাখি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থোপার্জ্জন ক'রে, তুই যা'তে মানুষ হ'য়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে জগতে থাক্‌তে পারিস্ তজ্জন্য চেষ্টা কর্‌ছি; কিন্তু তার ফল কিনা এই অল্প বয়সে ধর্ম্মচর্চ্চা ক'রে জীবন কাটান।

নটবর—ধর্ম্মচর্চ্চা করিলে কি কোন ক্ষতি হয়? আমার ত' মনে হয় যে, লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি ধর্ম্মচর্চ্চা করা হয় তাহা হইলে জীবন সদ্ভাবে গঠিত হয়। আমি কলিকাতায় থাকিয়া বেশ লক্ষ্য করিতেছি, বর্ত্তমান যুগের ছাত্রদের জীবন কত কদর্য্য, এই কদর্য্য জীবন সংশোধিত করিবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গে ধর্ম্মালোচনা। যাক্, আমি ছেলে মানুষ, আপনার সহিত এ সব বিষয় আলোচনা করা সাজে না। আপনি কৃপাপূর্ব্বক বাড়ী গিয়া মাকে খবর দিবেন, আমি ভাল আছি।

নটবরের পিতা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ। স্ত্রীকে বলিলেন, "আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে। ছেলেটা এতদিন পিতামাতার কথানুসারে কার্য্য করিত,

পড়াশুনায়ও মন ছিল। এখন দেখিতেছি উল্টা উল্টা কথা বলিতেছে।

নটবরের মাতা—তুমি কি বলিতেছ, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, আমার এমন ছেলে যে কখনও খারাপ হইতে পারে না এ' বিশ্বাস আমার আছে।

ঐ পিতা—আরে খারাপ মানে কি আমি বলিতেছি যে সে চরিত্রহীন হইয়াছে? এই বয়সে তাহার মন গিয়াছে, ধর্ম্মের দিকে। ইহাতে কি আর পড়াশুনা হইবে?

ঐ মাতা—ওমা! ধর্ম্মে মন গিয়াছে ইহাতে কি হইল। ধর্ম্মে মন গেলে ত' ছেলেদের স্বভাব চরিত্র ভাল থাক্‌বে।

ঐ পিতা—তোমার সহিত আমার এইজন্যই মেলে না। তুমিও ঠাকুর দেবতা লইয়াই গেলে। আমি নটবরের পিসার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা যাহা করিবার করিব।

নটবরের পিশামশায় অত্যন্ত কুটচক্রীলোক, প্রাতঃকালে ভগ্নীপতির বাড়ীতে নটবরের পিতা গোবর্দ্ধনবাবু উপস্থিত হইলেন। গোবর্দ্ধনবাবুকে হঠাৎ দেখিয়া নটবরের পিসা রাধানাথবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—"এ কি তুমি যে?"

গোবর্দ্ধনবাবু—ভাই ভয়ানক বিপদে পড়িয়া আসিয়াছি। ছেলেটীকে মানুষ করিবার জন্য কলিকাতায় রাখিলাম কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

রাধানাথ—আমি জানি, কলিকাতা অতি খারাপ স্থান, সেখানে থাকিয়া চরিত্র ঠিক রাখা কঠিন, তুমি যখন কলিকাতায়

রাখিলে তখন আমার আপত্তি ছিল। কিন্তু তুমি ভুল বুঝিবে বলিয়া আমি কিছু বলি নাই।

গোবর্দ্ধন—না, না, চরিত্রের দিক দিয়া তাহার কোন অসুবিধা হয় নি, তবে ধর্ম্মেতে মতি গিয়াছে। পড়াশুনা ছাড়িয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুর মঠে গিয়া সন্ন্যাসীদের সহিত ধর্ম্মালোচনায় সময় কাটাইতেছে। ইহাতে তাহার ভবিষ্যতে কি হইতে পারে! সেইজন্য তোমার নিকট আসিয়াছি, তুমি যদি তাহার মতিটা কোনরকমে ফিরাইতে পার।

রাধানাথ—ও, ধর্ম্মে মতি গিয়াছে, ছেলেমানুষ, বুদ্ধিই বা কতটা। তুই ধমকেই আমি ঠিক করিয়া দিব। জান না, সে আমাকে যমের মত ভয় করে। তবে একটা কথা এই যে, বাবাজীদের পাল্লায় পড়িয়াছে সেইটাই চিন্তার বিষয়। বাবাজীদের কথার এমনই জাল যে, সে জালে পড়্‌লে রক্ষা করা কঠিন। যাক্, তুমি চিন্তা করিও না। আমি আগামীকল্য কলিকাতা যাইব। নটবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাহা করিবার হয় করিব।

নটবরের পিতা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। রাধানাথ বাবু সকালের ট্রেণে আসিয়া নটবরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

রাধানাথ—কিরে নটবর! কেমন আছিস্? আজকাল নাকি তুই ধর্ম্মে মন দিয়াছিস্ শুনিলাম, তোর বাবা ভগবানেতে বিমুখ, ও'র জীবনটাকে কোন প্রকারেই ফিরাইতে

পারিলাম না। তোর প্রতি তোর বাবার খুব খারাপ ধারণা হইয়াছে। আমি তাহার নিকট হইতে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া অন্তরে খুবই খুসী হইলাম। সেইজন্য তোর বাবার অজ্ঞাতসারেই তোর নিকটে আমি চলিয়া আসিয়াছি। আমারও ত' বাবা বয়স শেষ হইয়া আসিতেছে। অতএব সাধুসঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করা খুবই প্রয়োজন। আচ্ছা, তুই যাহার নিকট সদুপদেশ গ্রহণ করিস্ তথায় আমাকে লইয়া যাইতে কোন বাধা আছে কি ?

নটবর—পিসা মশায়। আপনার নিকট হইতে এই প্রকার কথা শ্রবণ করিব, ইহা আমি আশা করিতে পারি নাই, দুই চারি দিন অপেক্ষা করুন, গরমের ছুটী পড়িলেই আপনাকে লইয়া শ্রীমায়াপুর যাইব। দেখিবেন, সেই মহাপুরুষের উপদেশ কত হৃদয়গ্রাহী ও শান্তিপ্রদ। আপনাকে আমি খুবই ভয় করিতাম, ইহা আপনি জানেন; কিন্তু এখন সাহস করিয়া বলিতেছি—আপনি আমার সহায় হউন। আমার বুদ্ধি কম, প্রশ্নাদি ঠিক মত করিতে পারি না। আপনি বিদ্বান্ ও বিবেচক। অতএব আপনি সেই সব মহাপুরুষের নিকট প্রশ্নাদি করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। আমিও আপনার পশ্চাতে থাকিয়া উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া ধন্য হইতে পারিব।

রাধানাথ—[মনে মনে ভাবিলেন, বাবাজীরা ছেলেটার মাথাটা একবারেই খেয়েছে। যাক্ এখন ইহার মতে মত দিয়া

বাবাজীদের ধরিতে হইবে। এই ভাবিয়া বলিলেন]
আচ্ছা বাবা! তাহাই হইবে।

নটবরের ছুটি হইল। সে সানন্দে তাহার পিসা মহাশয়ের সহিত শ্রীধাম মায়াপুরে উপস্থিত হইল। সেদিন মঠে এক উৎসব ছিল। তজ্জন্য বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনের ব্যবস্থামত মহারাজগণ ব্রহ্মচারীদের সহিত আসনে উপবিষ্ট আছেন। মহারাজের আদেশক্রমে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল,—

গুরুদেব! দয়াময়!
প্রাণের যাতনা জানাবো কি তোমা
হ'য়েছে জীবন যন্ত্রণাময় ॥ ১ ॥
শ্রীকৃষ্ণে ভজিতে নাহি চাহে মতি
বিষয়-ভোগেতে প্রবলা আসক্তি
বিষয়ের আশা নাহি ছাড়ে মন
বিষয়েতে সদা ধায় ॥ ২ ॥
কৃষ্ণদাস্য ভুলি' মায়ারে ভজিনু,
আপন স্বরূপ কভু না চিন্তিনু,
বিরূপে স্বরূপ ভাবি' মূঢ় মন
মায়াতে আকৃষ্ট হয় ॥ ৩ ॥
দুষ্ট-সঙ্গ ফল না বুঝিনু হায়
সাধু কাছে যেতে চিত্ত নাহি চায়
অসতের সঙ্গে থাকিয়া সতত
চিত্ত হ'ল বজ্রপ্রায় ॥ ৪ ॥

কনক-কামিনী-লাভ-পূজা-আশা
চাহে মোর চিত্ত আর প্রতিষ্ঠাশা
কিরূপে শোধিত হ'বে মোর চিত
এই চিন্তা সদা হয় ॥ ৫ ॥

তব কৃপাকণ আমার সম্বল,
তব কৃপা বিনা নাহি অন্য বল,
কৃপা কর প্রভো দিয়া চিদ্‌বল,
দাস তোমা প্রণময় ॥ ৬ ॥

সাধুসঙ্গে থাকি' ছয় বেগ দমি'
শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবি যেন আমি ;
হেন মতি যাচে তব দাসাধম
বন্দি তব রাঙ্গা পায় ॥ ৭ ॥

ওহে গুরুদেব ! তব শ্রীচরণ
সেবি যেন আমি জনম জনম ।
এই আশীর্ব্বাদ যাচি' অভাজন
তব পদে স্থান চায় ॥ ৮ ॥

নটবরের সহিত তাহার পিসা মহাশয় ঐ সভায় একপার্শ্বে 'হংসমধ্যে বকো যথা'-রূপে বসিয়া থাকিলেন। প্রশ্ন করিবার মত সাহস তাঁহার একেবারেই হইল না। নটবর মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"পিসা মশায় ! কি রকম দেখিতে-ছেন !" তদুত্তরে রাধানাথ বাবু বলিলেন,—"না বাবা, স্থান খুব

ভাল। তবে তুমি ছেলে মানুষ কিনা। এইসব বিষয়ে কিছু বুঝিতে পারিবে না। ইহা বয়সকে অপেক্ষা করে।

কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে মহারাজগণ একে একে হরিকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। হরিকথা বলিবার পর বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে হরিধ্বনির মধ্যে প্রসাদ-সম্মান-কার্য্য সমাপন করিয়া স্ব-স্ব ভজন-কুটীরে চলিয়া গেলেন। সেদিন আর নটবরের পিসা কোন প্রশ্ন করিতে পারিলেন না। তৎপরদিন প্রাতে কেবল নটবরকে সঙ্গে লইয়া মহারাজের নিকটে আসিয়া প্রণত হইলেন।

মহারাজ—নটবর! গরমের ছুটিতে এবার যে বাড়ী গেলে না?

নটবর—আজ্ঞে, বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছা না হওয়ায় আপনার চরণ-প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি, আপনার মধুর উপদেশ লাভের জন্য।

মহারাজ—তোমার সঙ্গে যে ভদ্রলোকটীকে দেখিতেছি, ইনি কে?

নটবর—আজ্ঞে, ইনি আমার পিসে মশায়।

মহারাজ—বেশ, আপনার নাম কি?

রাধানাথ—আমার নাম রাধানাথ।

মহারাজ—এখানে আসার উদ্দেশ্য?

রাধানাথ—উদ্দেশ্য অনেক। প্রথম কথা—আপনারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কোথায় নিঃস্বার্থভাবে শ্রীহরি—আরাধনা করিবেন, তাহা না করিয়া এই ছেলেধরার ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন কেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। শিশুমতি

সরল বালকের ভিতরে ধর্ম্মের মধ্য দিয়া বৈরাগ্য উৎপাদন করতঃ পিতামাতার মনে দুঃখ দেওয়া কি আপনাদের কর্ত্তব্য? নটবর আজ মাস তিনেক হইল বাড়ী হইতে আসিয়াছে, বাড়ীতে যায় না, পত্রাদিও দেয় না। আপনাদের এখানে আসে, ধর্ম্মালোচনা করে। বলুন ত' আপনাদের উদ্দেশ্য কি? অকালে ছেলেদের জীবন নষ্ট করিতে চান? কোথায় লেখাপড়া শিখিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে, পিতামাতার সেবা করিবে, তাহা না করিয়া কাপুরুষ দুর্ব্বলের মত—জাত হারাইলে যে ধর্ম্মগ্রহণ করে, সেই ধর্ম্মের মধ্যে গিয়া জীবনটাকে নষ্ট করিবে।

রাধানাথ বাবুর ঐ কথা শুনিয়া নটবর মনে মনে ভাবিতে লাগিল—সর্ব্বনাশ! কি কালসাপকে এখানে আনিলাম। এই লোকটী ত' মহা কপট দেখিতেছি, আমার নিকট খুব প্রশংসা করিয়া বর্ত্তমানে মহারাজের নিকট যে উক্তি করিতেছে এ ত' মহা-অপরাধকর। নটবর ইহা মনে ভাবিয়া উভয় সমস্যাতে পড়িল। পিসা মহাশয়ের ভয়ে কিছু বলিতে পারিতেছে না। আবার না বলিলেও হয় ত' মহারাজ ভাবিবেন, নটবরটাই বোধ হয় এই প্রকার দুষ্টলোককে আনিয়া আমাদের জব্দ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নটবরের চোখে জল আসিয়া পড়িল। মহারাজ নটবরের অবস্থা বুঝিয়া বলিতে লাগিলেন—

মহারাজ—দেখুন রাধানাথবাবু! আপনি ঠিক বলিয়াছেন, আপনার কথাগুলি আমাকে বেশ আনন্দ দিতেছে।

জগতে ছেলেধরা কার্য্যই সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। এই কার্য্য নিঃস্বার্থ-ত্যাগী ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। নিঃস্বার্থ ত্যাগি-গণের একমাত্র স্বার্থ, জগৎপিতা কৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্ম হইতে বিমুখ সন্তানগণকে ধরিয়া ভগবৎপাদপদ্মে প্রেরণ করা। এই কার্য্যের জন্যই মঠ-মন্দিরের প্রয়োজন।

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥"

**"ত্বমেব পিতা চ মাতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব॥"**

জগৎপিতার সুখে নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারিলে জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে, নচেৎ যে জীবনের মূল্য আপনি দিতেছেন আপনার কথানুসারে তাহা বাস্তবিক মাটিই হইবে। এই ছেলেধরা ব্যবসায় যদি সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে কৃষ্ণ-বিমুখিনী মায়ার দৌরাত্ম্য কমিয়া যাইবে। আপনার বক্তব্যের সারাংশ গ্রহণ করিলে গীতার (২।৪১)—

**"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥"**

—এই বাক্যানুসারে কৃষ্ণবিমুখতারূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইতে জীবকে রক্ষা করতঃ ভগবানে ঐকান্তিক বুদ্ধির ব্যবসায় ব্যবসায়াত্মিকবুদ্ধি ভক্তগণ আরম্ভ করিয়াছেন। এই বাক্য মিথ্যা নয়, জগতের লোকের ব্যবসায়ে স্বার্থ রহিয়াছে; কিন্তু **ভগবদ্ভক্তের স্বার্থ**

জীবের কল্যাণকে লক্ষ্য করিয়া। এই বিচারে যদি আপনি ভক্তদের ব্যবসায়ী বলেন, স্বার্থপর বলেন ও ছেলেধরা বলেন তাহা হইলে আমাদের দুঃখ নাই এবং কোন আপত্তিও নাই।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই,—বৈরাগ্যের রেখাপাত শিশুমতি বালকগণের মধ্য দিয়াই সম্ভব, এ বিষয়ে আমি এখানে বিশেষভাবে কিছুই বলিতে চাই না ; তবে যদি কৃষ্ণের ইচ্ছা হয়, সময়ান্তরে ভক্তচরিত্রে এই সমস্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। বৈরাগ্য জোরের জিনিষ নয়, সৌভাগ্য থাকিলে ইতর বস্তুতে বিরাগের চেষ্টা ও ভগবানে রতি আসে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছি, মায়ার সঙ্গপ্রভাবে জীবের কাপুরুষতা ও দুর্ব্বলতা আসিয়া থাকে।

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥"

(গীতা ১৫।৬)

যেখানে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, সেই নিত্য গৃহের দিকে যাওয়ার প্রবৃত্তির অভাব-নিবন্ধন জীব এই অনিত্য গৃহকে গৃহ বলিয়া আশ্রয় করিয়া থাকে এবং অনিত্য দেহ-সম্বন্ধের আপাতঃ আকর্ষণে কর্ত্তব্যের তৌলদণ্ডে সুখ-দুঃখের ওজন তথা-কথিত ভোগিকুলেরই প্রয়োজনীয় বস্তু।

"সকল জন্মেতে পিতা মাতা সবে পায়।
গুরু-কৃষ্ণ নাহি মিলে, ভজহ হিয়ায় ॥"

এই পিতামাতার সেবা তাৎকালিক। নিত্য পিতামাতার সেবাদ্বারা বাস্তব সুখ সম্পাদিত হইয়া থাকে। জাতির গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে ভগবান্‌কে লাভ করা কঠিন। যখন জাতির গণ্ডীর অতীত হইতে পারা যাইবে, তখনই ঈশ্বর-আরাধনা সম্ভব। তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সব্‌কে করত বিচার।
হরি নাহি ভজে তো চারোঁ চামার॥"

এই বাক্যানুসারে জাত হারাইলেই ধর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার আসে। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, জাত হারাইবেন—কি রাখিবেন।

রাধানাথ—তাহা হইলে আপনি কি বলিতে চান, ছেলেটী পিতা মাতা সমস্ত কিছু ত্যাগ করিয়া আপনাদের দলে ভিড়িয়া পড়ুক। যাহারা এতদিন লালন পালন করিয়া এত বড়টী করিয়া দিল, তাহাদের প্রতি কোন কর্ত্তব্যই নাই। তাহারা আপন হইল না, আপন হইল কি না ভিক্ষান্ন-জীবী বৈরাগীর দল! বেশ মজার কথা।

মহারাজ—ছেলে আপনাদের নিকট থাকুক, কি আমাদের নিকট চলিয়া আসুক—এইরূপ কোন কথাই আমি বলিতেছি না। থাকা বা আসাটা আপনার ও আমার উপর নির্ভর করে না। উহা, যে আসিবে বা থাকিবে, তাহার কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন,—

"জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে।" পিতামাতা জন্ম দেন, কিন্তু কর্ম্ম দেন না। আপন পর বোঝা কঠিন। ইহ জগতে আপন-বোধ তাৎকালিক দেখা যাইতেছে। দৈহিক সম্বন্ধের যে পরিচয় তাহা অস্থায়ী। কিন্তু আত্মসম্বন্ধে আপনত্বের দাবী আপনাদের আমাদের সকলেরই রহিয়াছে। সেই সম্বন্ধ-সূত্রেই যে নটবর আমাদের, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। মানুষের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যেরও পরিচয় আসে। দৈহিক সম্বন্ধের অস্মিতার মধ্যে যে কর্ত্তব্যের পরিচয়, তাহা আত্মসম্বন্ধে বদলাইয়া যায়। ইহ জগতে যতক্ষণ 'আমার কিছু আছে' বলিয়া বোধ আছে ততক্ষণ কেহই ভিক্ষান্নজীবী নহেন। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্র,—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্॥"

এই শ্লোক আলোচনা করিলে দেখিতে পাই—পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্ত বস্তুই ভগবানের। তাহা হইলে ভগবদাশ্রিত জনগণ ভগবানের প্রসাদ বা করুণা-ভিক্ষার্থী হইয়া জীবনযাপন করেন; এই বিচারে তাঁহারা যে ভিক্ষান্নজীবী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। এই ভিক্ষান্নজীবী হইবার জন্যই অর্থাৎ ভগবৎ-প্রসাদ-লাভের নিমিত্তই তাঁহারা সকলকে আহ্বান করিতেছেন।

রাধানাথ—কর্ম্মটর্ম্ম মশাই আমি মানি না। আপনারা কি কম চালাক? কর্ম্মের দোহাই দিয়া ভারতবর্ষের ধর্ম্মপ্রবণ

জাতিকে ভয় দেখাইয়া, তাহাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া হরিনামের ছলনায় বেশ মালপো পরমান্ন ভোগ করিতেছেন। এসব ধাপ্পাবাজি আমার জানা আছে।

মহারাজ—আপনার মানা বা না মানার উপর কর্ম্ম ও কর্ম্মফল অপেক্ষা করে না। যদি কেহ অগ্নির দাহিকা শক্তিকে অস্বীকার করিয়া গায়ের জোরে আগুনে হাত দেয় তাহা হইলে কি অগ্নি তাহার ক্রিয়াফল প্রদান করিতে কার্পণ্য করিবে? বিষধর ও বিষহীন সর্পের আকারগত ঐক্য থাকিলেও বিষধর সর্পের আঘাতে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে জীবন চলিয়া যাইতে পারে। অতএব—

"কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁ'র দাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ॥"

আকাশ হইতে যখন বজ্রপতন হয়, বজ্রকে মানি আর না মানি ভীতির সঞ্চারহেতু সংস্কারবশতঃ 'সীতারাম', 'সীতারাম' বলিয়া ফেলি। সুতরাং স্বীকার করিবার সময় আসিলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। আপনার হয় ত' এখনও সময় হয় নাই, তাই স্বীকার করিতে চান না। সময় আসিলে অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

বড় লোকের আশ্রয়ে থাকিলে তাহার ভোগসম্পদের প্রাচুর্য্য থাকায় তদাশ্রিত জনগণের সত্যই ভোগের কোন অভাব হয় না। বড়লোকের বাড়ীতে কতই ভেট আসে। আশ্রিত জনগণের

আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও প্রভুর তরফ হইতে সেবকগণের দুষ্প্রাপ্য বস্তুও সহজলভ্য হইয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া কাহারও যদি হিংসা বা মাৎসর্য্যের উদয় হয় তাহা হইলে সেবকের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই হয় না।

"যস্মিন্ প্রাপ্তে সর্ব্বমিদং প্রাপ্তং ভবতি"

—এই বাক্যানুসারে যাঁহারা ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহারা সত্যই পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইতেছেন। কারণ নিজের মাথা ত' নাই। নিজের মাথা যে ভগবৎপাদপদ্মে অর্পিত। এখন বুঝিয়া দেখুন, ভগবদাশ্রিত জনগণই বাস্তবিক চতুর।

"যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।"

আপনারা যে কেন বোকা থাকিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভোগ, ত্যাগ ও ভক্তি

রাধানাথ—তাহা হইলে কি আপনি বলিতে চান, সকলে সংসার ছাড়িয়া বৈরাগীর দলে ঢুকিয়া পড়িবে? কর্ম্ম আমি স্বীকার করি। তাই বলিয়া 'ভাগ্যে কি আছে না আছে' ইহা ভাবিয়া সংসার-সুখ হইতে বঞ্চিত হইব কেন? সব জিনিষের একটা সময় আছে। ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই—

একথা আমি বলিতেছি না। তাই বলিয়া বাল্যকাল হইতেই অকাল পক্ব হইলে কি লাভ হইবে? আপনাদের কর্ত্তব্য, সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম করিবার জন্য উপদেশ করা। কোথায়, সে রকম কোন কথা ত' আপনার উপদেশের মধ্যে পাইতেছি না। কেবল সমস্ত কথার মধ্যেই দেখা যাইতেছে—সংসার কিছুই নয়। সংসারটা যদি কিছুই না হয়, তবে ভগবান্ সৃষ্টি করিলেন কেন?

মহারাজ—না, আমি সংসারে থাকিতেও বলিতেছি না, আর সংসার ছাড়িতেও বলিতেছি না। শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত জনগণ ভোগ ও ত্যাগের কোনটারই দাম দেন না। সংসারসুখ-ভোগেই যদি কাহারও মতি হয় তাহা হইলে ত্যাগের কোনও কথা আসে না; সংসারের রোচমানা প্রবৃত্তি যাহার আছে তাহাকে সংসার ছাড়িবার উপদেশ দিলেও সে তাহা পালন করিতে পারিবে না। আর যদি কাহারও সংসারে নিবৃত্তি আসে তাহা হইলে বৈরাগীর দলে ঢুকিতে হইবে বৈ কি? নিবৃত্তিতে রুচিপর ব্যক্তি যে তখন বৈরাগীদিগকে ভালবাসিবেন আপনি তা বেশ বোঝেন। আপনাকে যদি কেহ ভালবাসে আপনি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন কি? সেইরূপ বৈরাগী-দের যদি কেহ ভালবাসে তাহা হইলে বৈরাগীরা তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন না।

'কর্ম্মকে স্বীকার করি' কেবল মুখে বলিলেই চলিবে না। কর্ম্মকে স্বীকার করিলেই ত' ভাগ্যকে স্বীকার করিতে হইল। কর্ম্মের দ্বারাই ত' ভাগ্য তৈয়ারী হয়। ভাগ্য বলিতে, যাহাকে আমরা অদৃষ্ট বুঝি; আবার অদৃষ্টই আমাদের কর্ম্মের প্রেরণা-দায়ক। মায়ামোহময় সংসারের আপাতসুখ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণ যদি অদৃষ্টে থাকে, তাহা হইলে সেই সংসারসুখ হইতে বঞ্চিত হইবার ভয় নাই। কেন না, কৃষ্ণবিমুখতা-বৃত্তিই ত' জীবের সংসার। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন,—

"কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হৈয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ-মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥"

কৃষ্ণবিমুখিনী মায়ার কবলে কবলিত বহির্ম্মুখ জীবগণের ভোগপর উক্তিই যে তাহাদের রুচিকর হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কেহ কেহ বিষয়-পাগলা, কেহ কেহ ঘর-পাগলা, আবার কেহ কেহ সৌভাগ্যক্রমে নামে পাগল, সেবায় পাগল, ভজনে পাগল। কথায় বলে—'পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়।' অতএব বিষয়-পাগল ব্যক্তির পক্ষে সমস্তই সম্ভব। ভগবৎপাগল হইবার যদি কাহারও সৌভাগ্য থাকে তাহা হইলে সেখানে কালাকালের কোন কথা আসে না। বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে যেটা অকাল, সেটা তাঁহাদের পক্ষে সুকাল। প্রয়োজনবোধ

যখনই আসিবে তখনই তাহার কাল, প্রয়োজনবোধ না আসিলে সমস্তই অকাল।

সংসার কিছু নয়, একথা আমরা বলি না ; কিছু নয় বলিলে মিথ্যা বলা হয়। আমরা বলি—সংসারটা নশ্বর, নশ্বর বস্তুকে নিত্যবস্তু বলিয়া তাহার পিছনে ধাবিত হইলে অশান্তি পাওয়া যাইবে। এইজন্য ভগবদ্বিমুখ জীবগণকে সংসারাসক্তি হইতে রক্ষা করতঃ ঈশ্বরপাদপদ্মে আনিবার জন্য সংসারের হেয়তা প্রদর্শন করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভক্তিরই আশ্রয় করি।

ভগবান্ কোন্‌টা করিবেন, কোন্‌টা না করিবেন, তাহা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। তিনি স্বেচ্ছাময়, পুরুষোত্তম, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তাঁহার ইচ্ছাধীন। জগন্নাথের সহিত জগতের আলো ও অন্ধকারের মত সম্বন্ধ। যেমন অন্ধকারের আশ্রয়ে থাকিলে আমাদের দর্শনে বাধা আসে, সেইরূপ মায়ার আশ্রয়ে জীবের 'চিৎ' দর্শন আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। আলোস্বরূপ ভগবানের দর্শন লাভ হইলে অন্ধকার অর্থাৎ মায়া ও এই বঞ্চনাপর সংসার দূরে অপসারিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তাঁহার জনগণের শিক্ষার মধ্যে বিষয়-ত্যাগের প্রাধান্যের পরিবর্ত্তে বিষয়ের দ্বারা শ্রীহরির সেবা করিবার নির্দ্দেশই রহিয়াছে। অতএব হরিসেবা-পর সংসার ত্যাগ করিবার কোন কথাই এখানে আসে না। যেখানে সেবার নামে ভোগের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে, সেইপ্রকার

ভোগ হইতে দূরে সরিয়া যাইবার জন্য মহাজনগণ উপদেশ দিয়া থাকেন।

রাধানাথ—আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনি যে সমস্ত কথা বলিতেছেন তাহা চিন্তা করিলে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইতেছে না। তথাপি ছেলেটীর দিকে তাকাইয়া মনে হইতেছে, বিলম্বে যদি ঈশ্বর আরাধনায় মন দেয় তাহাতে ক্ষতি কি ?

মহারাজ—ক্ষতিবৃদ্ধি ভজন করা ও না করার কাছে। ভজনের প্রবৃত্তি থাকিলে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। সময় নষ্ট করিলে ঠকিতে হইবে। কারণ জীবনের কোন স্থিরতা নাই। ভজন করিবই না, ইহাই যদি স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে পারমার্থিক ক্ষতির জন্যই বদ্ধপরিকর রহিলাম। অবশ্য মায়ামোহে ইহা বোধগম্য হয় না।

মহারাজের ধৈর্য্যশক্তি, সহিষ্ণুতা ও কীর্ত্তনাগ্রহ দেখিয়া রাধানাথের চিত্ত ক্রমে ক্রমে দ্রবীভূত হইতে লাগিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, সত্যই ত' ইঁহারা সাধু। কেন না আমি সাধুর সহিত যে প্রকার আলাপ করিতে হয় সেইরূপ আলাপ তাঁহার সহিত না করিয়া কত কটুবাক্য-বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে তিনি বিচলিত না হইয়া সমানে এতক্ষণ আমাকে হাসিমুখে উত্তর প্রদান করিয়া যাইতেছেন। ইহা সাধারণ মনুষ্যেতে সম্ভব নয়। নটবরের ভাগ্যের প্রশংসাও করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন,—"আমার এই

অপরাধের খণ্ডন কি প্রকারে হইবে?" কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি রাধানাথ বাবু! বসিয়া থাকিলেন যে, আর যদি কোন প্রশ্ন থাকে করিতে পারেন।" তখন রাধানাথ বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে মহারাজের চরণে প্রণত হইয়া কহিলেন,—"আমি তীব্র বাক্যবাণে আপনাকে বহুবার বিদ্ধ করিয়াছি। আপনি কাতর না হইয়া মাদৃশ অভিমানী ও দাম্ভিকের দম্ভ ও অভিমান চূর্ণ করিবার জন্য যে সমস্ত অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে আমার অজ্ঞানতা অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে। আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করিয়া কৃপা করুন, যেন এই শেষ বয়সে আপনার উপদেশামৃত বিষয়রূপ বিষের জ্বালা হইতে আমাকে রক্ষা করে।

মহারাজ—[রাধানাথকে পা জড়াইয়া ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন] আপনি দুঃখ করিবেন না। অজ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত উক্তির সম্ভাবনা থাকে। সাধুসঙ্গ হইলে সঙ্গের প্রভাবে জ্ঞানের উন্মেষে অনুশোচনা আসিয়া উপস্থিত হয়। অজ্ঞ বালক-বালিকার অপরাধ কখনও পিতামাতা গ্রহণ করেন না। তেমনি ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তগণকে জানিবেন, আজ বেলা হইয়াছে। স্নানাদি-সমাপন ও প্রসাদ-সম্মান করা যাক্। আবার বৈকালে ভগবদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে।

[নটবর মহারাজকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ-সম্মানান্তে বাসায় চলিয়া গেল।]

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সাধুসঙ্গের প্রভাব

রাধানাথ বাবু বিশ্রামকালে নটবরকে বলিতে লাগিলেন—"ওরে নটা! তুই ত' আমাকে জানিস্, আমি বরাবরই নাস্তিক-প্রকৃতির লোক। তার উপর তোর বাবা তোর সম্বন্ধে যখন নানারূপ কথা বলিয়া আমাকে উত্তেজিত করিল, তখনই ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম, বাবাজীদের আচ্ছা করিয়া জব্দ করিয়া যাইব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, গতকল্য মহারাজের সহিত আলাপ-আলোচনায় আমার চিত্তের মধ্যে এমন একটা ভাব আসিয়াছে যাহাতে পূর্ব্ব ক্রোধ ও বিচার নষ্ট হইয়া যাইতেছে। মহারাজকে দেখিলেই শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হইয়া আসিতেছে। এখন এস্থান ছাড়িয়া যাইবার জন্য সহসা কোন প্রবৃত্তিই হইতেছে না।

নটবর—পিসে মশায়! আপনাকে যে আমি সহায়করূপে পাইব—ইহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই। ভগবানের অশেষ কৃপা, তাই তিনি আপনার চিত্তকেও পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেন। আপনি যখন মহারাজের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথা আলাপ করিতেছিলেন তখন আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছিলাম ও ক্রোধের উদয় হইতেছিল। অন্য কেহ হইলে হয় ত' কোন অঘটন ঘটিয়া যাইত। কারণ শাস্ত্রে আছে, মহতের নিন্দা শুনিতে নাই। যাক্ আপনি

এক কাজ করুন, অদ্য মহারাজের নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী চলিয়া যান। বাবা মা'কে শান্ত করিয়া ফিরিয়া আসুন। উভয়ে মিলিয়া আবার মহারাজের শ্রীমুখের উপদেশ শ্রবণ করিব। বাবা ও মাকে এই পথের পথিক করিতেই হইবে। তবে তাহা সময় সাপেক্ষ।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় সেদিন উভয়েরই বিশ্রাম হইল না। কেবল সেই সময়কে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন,—কখন আবার গিয়া মহারাজের সহিত হরিকথা আলোচনা করিতে পারিবেন। ঠিক সময়মত উভয়ে মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে আসিয়া প্রণত হইলেন। তখন বহু ভক্ত মহারাজের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। নটবর ও তাহার পিসামশায়কে আসিতে দেখিয়া সকল ভক্তগণ তাঁহাদিগকে যত্ন করিয়া বসাইলেন।

মহারাজ ভক্তগণকে নটবর ও রাধানাথবাবুর পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিলেন—"ইঁহারা গৌরসুন্দরের কথা শুনিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। আপনাদের শুভদৃষ্টি হইলে ইঁহারা গৌরসুন্দরের সেবায় লাগিতে পারেন।"

সমস্ত ভক্তগণ গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"আপনার যখন কৃপাদৃষ্টি ইঁহাদের উপর পড়িয়াছে তখন গৌরসুন্দরের কৃপা হইতে কি আর বাকী আছে?"

নটবর সাশ্রুনয়নে মহারাজের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বলিতে লাগিল—"মহারাজ! আপনি অদোষদরশী, পতিত-পাবন। আমার পিসেমশায় আপনার নিকট যে বেয়াদপি

করিয়াছেন তজ্জন্য আপনার চরণে আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আমি আলোচনাকালে অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছিলাম। মর্য্যাদা-লঙ্ঘনভয়ে আমি কিছু বলিতে পারি নাই। পিসে মশায়ের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া বুঝিলাম, অতি স্বল্পক্ষণের আলাপ-আলোচনার মধ্যে আপনার কৃপা তাঁহার প্রতি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তিনিও অত্যন্ত দুঃখিত, এখন আপনার কৃপাপ্রার্থী হইয়াই আসিয়াছেন।

মহারাজ—বাবা, গৌরাঙ্গের জনগণ 'তৃণাদপি সুনীচ'-ধর্ম্মে দীক্ষিত। তাঁহারা কাহারও সহসা অপরাধ গ্রহণ করেন না। তোমার পিসা মহাশয়ের কোন অপরাধ নাই। কারণ তিনি তোমাকে নিমিত্ত করিয়া এখানে আসিয়াছিলেন। তোমার সম্বন্ধে যে ভ্রম তাঁহার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা গৌরসুন্দরের কৃপায় অপনোদিত হইয়া অনুশোচনা আসিয়াছে। সুতরাং এখন অপরাধের কোন কথা আসিতে পারে না।

রাধানাথ—আপনার কৃপাশীর্ব্বাদই আমার সম্বল, আপনার উপদেশাবলীদ্বারা আমার চিত্ত স্নিগ্ধ ও শান্ত হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারি। নটবরের পিতা-মাতার চিত্তও যাহাতে এই দিকে আকৃষ্ট হয় তজ্জন্য আপনার কৃপা প্রয়োজন। ইহার পিতামাতা অত্যন্ত

চিন্তিত ও চিন্তিতা আছেন। আমাকে বাধ্য হইয়া অদ্য বাড়ী যাইতে হইবে। যত সত্বর পারি ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিব ও আপনার মধুর উপদেশ শ্রবণ করিব।

মহারাজ—হ্যাঁ, আপনার আরও কিছুদিন এখানে থাকিলেই ভাল হইত, তবে পরিস্থিতি যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে একবার বাড়ী যাওয়া ভাল। গৌরসুন্দরের ইচ্ছা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইয়া যাইতে পারে। শ্রীগৌরসুন্দরের নিকটে আপনার কল্যাণ প্রার্থনা করি।

নটবর—পিসে মশায়ের বাড়ী যাওয়া একান্ত আবশ্যক। আমার কি করা কর্ত্তব্য, আপনি আদেশ করিলে আমি সেই মত কার্য্য করিব। আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াই জীবনে সমস্ত কার্য্য করিব ঠিক করিয়াছি।

মহারাজ—আমার মনে হয়, তোমারও একবার বাড়ীতে যাওয়া ভাল। কিছুদিন বাড়ীতে গিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে পর আবার এখানে আসিতে পার। তোমার পিসে মশায় কি বলেন ?

তদুত্তরে রাধানাথবাবু বলিলেন,—"এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে আর লজ্জা দিবেন না ও অপরাধী করিবেন না। নটবর আপনার শরণাগত। আপনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই সে পালন করিবে।

[উভয়ে মহারাজকে প্রণাম করিয়া দেশে রওনা হইল।]

গোবর্দ্ধনবাবু নটবরসহ ভগ্নীপতিকে আসিতে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন—বোধ হয় ছেলেটার বুদ্ধি ভাল হইয়াছে। আসার সঙ্গে সঙ্গে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া স্নানাহার ও বিশ্রামের পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ছেলেটার বুদ্ধি ভাল হইয়াছে ত'?" রাধানাথবাবু কি উত্তর করিবেন, ইহাই কেবল ভাবিতে লাগিলেন। কারণ তিনিও যে ঐ ফাঁদে পড়িয়াছেন। নটবর কোন কথাই বলিল না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল।

রাধানাথবাবু—তোমাদের বংশের বহু ভাগ্য ছিল, তাই আজ নটা এইপ্রকার সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। তোমার কথাতে উত্তেজিত হইয়া নটাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে গিয়াছিলাম। তাঁহাদের জীবনের আদর্শ, ভজনানুরাগ ও সহিষ্ণুতা দেখিবার মত। বাস্তবিক আমরা সংসারে থাকিয়া চিত্তকে এমন পাষাণ করিয়া ফেলিয়াছি, ভগবানে ও তাঁহার ভক্তে অনুরাগের লেশমাত্র নাই। আজ নটার সঙ্গে তাঁহাদের পাদপদ্ম-দর্শনে আমারই চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। নটাকে ফিরাণ ত' দূরের কথা, আমাকে শীঘ্রমধ্যে তাঁহাদের দাস করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া আসিয়াছি। সংসার আর ভাল লাগিতেছে না। মনে হয়, তাঁহাদের চরণতলে সব সময় পড়িয়া থাকি। আমরা সংসারী লোক, আত্মীয়-পরিজন লইয়া থাকি। ব্যবহারিকতা ও

লৌকিকতা আমাদের মজ্জাগত স্বভাব। আমার মনে হয়, লৌকিক ব্যবহারও তাঁহাদের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে। সেখানকার পরিবেশ এত মধুর, মনে হয় যেন মায়ার সমস্ত প্রকারের দুঃখ-কষ্ট-তাপ সেখানে গেলে দূরীভূত হইয়া যায়। সর্ব্ব সময় হরিগুণ-গানে মঠ মুখরিত। কি সন্ন্যাসীর, কি ব্রহ্মচারীর, এমন কি, তাঁহাদের আশ্রিত গৃহস্থদেরও ললাটে তিলক, গলায় তুলসীমালা এবং মুখে হরিনাম। কাহারও সহিত কাহারও হিংসা, দ্বেষ, ক্রুরতা ও মৎসরতা নাই। সকলের চিত্ত একসুরে বাজিতেছে। তুমি নটাকে তথায় যাওয়ার জন্য কোনপ্রকার গালাগালি করিও না। আমার স্বভাব তোমার জানা আছে। আমাকে নাস্তিক বলিয়া সকলেই জানেন। আমি জীবনে সত্যই কোন দিন ভগবানের নাম গ্রহণ করি নাই। সাধুদিগকে দেখিলে নিন্দা করিতাম। আমা হেন ব্যক্তিরও সমস্ত বিচার তাঁহাদের সংস্পর্শে গিয়া তাঁহাদের আদর্শের নিকটে পরাভূত হইয়াছে। দেখ—তুমিও ভগবদ্বিশ্বাসী নও। নটার মায়ের এদিকে খানিক রুচি আছে। আমার মনে হয়, জীবন শেষ হইয়া আসিল। এখন সাধুসঙ্গে শ্রীহরি-আরাধনাই করা প্রয়োজন, তাহা হইলে এই মনুষ্যজীবন সার্থক হইবে। আমি দেখিতেছি, তোমার নটাই এখন প্রকৃত সন্তানের কাজ করিতেছে। তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমিও আজ জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়াছি।

গোবর্দ্ধনবাবু—বেশ হইয়াছে। আমার মনে হয় মায়াপুরের সাধুরা কোন যাদুবিদ্যা জানেন। তাহা না হইলে

তোমার মত একটা ধুরন্ধর লোককে একেবারে কূপকাৎ করিয়া ফেলিল। এই কয়দিন গিয়া একেবারে বদলাইয়া গিয়াছ! আচ্ছা, তুমি কি বলিতে চাও, সংসার টংসার ছাড়িয়া সবাই নবদ্বীপে গিয়া আখড়া বাঁধি, কেমন?

রাধানাথ—না ভাই, তাঁহাদের কথায় ত' এ রকম কোন উপদেশ পাই না যে সকলকেই সংসার ছাড়িয়া ত্যাগী হইতে হইবে? তাঁহাদের শ্রীচরণাশ্রিত কত গৃহস্থ ভক্তকেও সেখানে দেখিলাম। তাঁহারা সংসারও করিতেছেন আবার শ্রীহরিনামও করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—যেখানেই থাক না কেন, সেখানে থাকিয়া শ্রীহরিনাম কর। আমা হেন ব্যক্তির যদি স্বল্প দিনে এই প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে তাঁহাদের শক্তির অনুমান কর। সমস্তটাই আমাদের প্রয়োজন, এই বোধ লইয়া আমরা সংসার করি। কিন্তু ভগবৎ-প্রয়োজনবোধটা আমাদের একদমই নাই। "গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥" —ইহাই তাঁহাদের কথা। ভাই, আর কতদিন সংসার লইয়া থাকিবে? এখন পরকালের চিন্তা করাই ভাল। সংসার ত' করিয়া দেখিলে, আমিও দেখিলাম যে কত সুখ আছে। সংসার-সম্বন্ধে আমাদের যে কিছু বুঝিতে বাকী আছে তাহাও নয়। তবে মায়ার এমনি মোহ যে, বুঝিয়াও বুঝি না। দুঃখ-কষ্ট পাইলেও

সেই দুঃখকষ্টকেই আবার বরণ করি। ইহা দুর্দ্দৈব ছাড়া কি বলা যাইতে পারে? তুমি বুদ্ধিমান্, অবুঝ নও, তাৎকালিক স্বার্থের দিক্‌টা বাদ দিয়া যদি নিত্য স্বার্থের দিকে চিন্তা কর তাহা হইলে দেখিবে,—আমরা যে পথ বাছিয়া লইয়াছি, তাহা ভোগের পথ, তজ্জন্য দুঃখই আমাদের প্রাপ্য, শান্তি বিন্দুমাত্র কপালে নাই। সেবার পথই একমাত্র কল্যাণের পথ এবং তাহাতেই শান্তি। সময় করিয়া তুমি একবার আমাদের সহিত শ্রীধাম মায়াপুরে চল, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা।

নটবরের মাতা রান্না করিতে করিতে তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। হঠাৎ আসিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দেখ জামাইবাবু! নটবর সাধুসঙ্গে হরিকথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়াই কর্ত্তা একেবারে রেগে খুন। নটাকে যা' তা' ক'রে গালাগালি, তারপর তোমাকে ক্ষিপ্ত ক'রে সাধুদের কাছে পাঠিয়ে তাঁহার শান্তি। আমার কিন্তু তোমাকে সাধুদের কাছে পাঠান'র মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কারণ আমি নটাকে জানি, সে আমাদের বিনানুমতিতে হঠাৎ কিছু একটা করিয়া ফেলিবে না। তখনি বলিলাম, ধর্ম্মালোচনা ত' খারাপ নয়, অতি ভাল জিনিষ; তুমি এত রাগ করিতেছ কেন? মেয়েদের ত' ওঁরা মানুষ বলে জ্ঞান করেন না, ওঁদের ধারণা—মেয়েরা খাট্‌বে, খা'বে, পর্‌বে। তা'রা আবার কথা বল্‌তে জানে নাকি? তাই অনেক সময় আমাদের বাধ্য হ'য়ে চুপ করে থাক্‌তে হয়। তুমি যে সমস্ত কথা বলিলে, সে ত' বাস্তবিক কথা।

আমাদের কেবল 'সংসার' 'সংসার' করে জীবনটা চলে গেল। সেখানে গিয়ে যে কি জবাব দেবো তা' ভেবেই পাই নে। তোমার কথা শু'নে আমারও বড় ইচ্ছে হচ্ছে যে, সেই সাধু মহাপুরুষের কাছে গিয়ে দুটো কথা শুনি। যাক্, এ সব কথা নিয়ে বিশেষ আলোচনা এখন থাক্। তোমার ও নটার এখনও খাওয়া দাওয়া হয় নাই। স্নান ক'রে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম কর, তারপর সমস্ত আলোচনা করা যাইবে।"

নটবরকে লইয়া তাহার পিসা মহাশয় স্নানান্তে আহারে বসিলেন। পরিবেশন করিতে করিতে নটবরের মা নটবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হ্যাঁ রে নটা! এই রকম সাধুসঙ্গ কি করে পেলি বল্‌ত?"

নটবর উত্তর করিল,—"মা তুমি ত' জান, সাধুর প্রতি আমার একেবারে বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু আজ তাঁহাদের করুণায় তাঁহাদিগকে লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের মহত্ত্ব মুখে বলিয়া শেষ করা যাইবে না। সেখানে ভোজনের পদ্ধতিটাও দেখিবার মত। সেখানে ভোজনের মধ্যেও ভগবৎপ্রেরণা আনাইয়া দেয়। আমি বলিলে হয় ত' বাবা মনে করিবেন, অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি; কিন্তু পিসে মশায় ত' অতিরঞ্জিত করিয়া বলিবেন না। আমাকে ভালই বল, আর খারাপই বল, আমি তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

নটবরের মাতা স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন,—"তাঁ'দের সঙ্গ ছেড়ে দেওয়ার কথা কি আমি তোকে বল্‌ছি! তো'র বাবার

কথায় তুই রাগ ও দুঃখ করিস্ কেন? তাঁ'র স্বভাব ত' তোর জানা আছে। তিনি একটু একগুঁয়ে প্রকৃতির লোক। তবে আমার মনে হচ্ছে, তোর পিসে মশায়ের কাছে কথাবার্ত্তা শুনে তাঁ'র মন একটু দ্রব হ'য়েছে।"

খাওয়া দাওয়ার পর নটবর ও তাহার পিসা মহাশয় যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন তখন নটবরের মা নটবরের বাবাকে বলিতে লাগিলেন—"আমাদের জীবনটা কি একভাবেই যাইবে? ছেলেটা ত' কোন খারাপ পথে যায় নাই। লম্পট, বদমায়েস না হইয়া সাধুসঙ্গ করিতেছে। চল না একবার আমরাও যাই। ঐ টুকু ছেলে মানুষের যদি ভগবানে রুচি আসে, তা হ'লে আমাদেরও কি কোন কর্ত্তব্য নাই?"

গোবর্দ্ধনবাবু ধীর-স্থির-চিত্তে উত্তর করিলেন—"নটার মা, তুমি যাহা বলিতেছ তাহাতে আমার অমত নাই। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ নটার চলিয়া যাওয়ার পর আমার চিত্ত অত্যন্ত অশান্ত হইয়াছিল। আমাদের জীবনের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে সেই কয়টা দিন ভাবিবার অবসর হইয়াছিল। এখন নটার পিসার নিকট হইতে সাধুদের প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাদের নিকট একবার যাইবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে। একটা শুভদিন ধার্য্য করিয়া সেখানে যাওয়াই শ্রেয় বলিয়া মনে করি। ছেলেটা যখন সেখানে যাতায়াত করিতেছে সেখানে গিয়া আমাদেরও স্থানটী দেখিয়া আসা প্রয়োজন। সদানন্দের সঙ্গপ্রভাবে নটবরের জীবনের পরিবর্ত্তন ঘটিল।"

নটবরের মা তাহাতে কিছু বিচলিতা হইয়া বলিলেন,—"তুমি কি সদানন্দের দোষ দিতেছ? সদানন্দ ছেলেমানুষ। কিন্তু খুব ভাল। চরিত্রের দিক দিয়া তাহার তুলনা হয় না। গ্রামে তাহার কত সুখ্যাতি! বাল্যকাল হইতে সাধুসঙ্গে জীবন কাটাইতেছে। সদানন্দের সঙ্গটাই নটবরের পক্ষে খুবই কল্যাণপ্রদ হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়।"

গোবর্দ্ধন বাবু স্মিতমুখে উত্তর করিলেন,—"না না, আমি তাহার নিন্দা করিতেছি না, এখন তাহার প্রশংসাই করিতেছি। তবে প্রথমটা আমার রাগ হইতেছিল। জান,—মানুষ যতক্ষণ না বোঝে, ততক্ষণ অনেক কিছু বলে ও করে। আমি যখন বুঝিতে পারিব আমার ধারণাও তখন বদলাইয়া যাইবে।

নটবর ও তাহার পিসা মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইলে নটবরের মা ও বাবা নটবরের সহিত যুক্তি করিয়া ফাল্গুনী পূর্ণিমা-উপলক্ষে নবদ্বীপে যাওয়া স্থির করিলেন। কারণ তাহাতে দোল পূর্ণিমাও দেখা যাইবে এবং কিছুদিন থাকিয়া মহারাজের নিকট উপদেশ শ্রবণ করা যাইবে। ধার্য্য দিনে তাঁহারা শ্রীধাম মায়াপুর রওনা হইলেন। শ্রীমায়াপুরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কত সাধু-সন্ন্যাসীদের আগমন হইয়াছে। হরিকীর্ত্তন, পাঠ-বক্তৃতার বিরাম নাই। এই সমস্ত দেখিয়া তাহাদের মনে অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল। কারণ জীবনে তাঁহারা এই প্রকার উৎসব দেখেন নাই। উৎসবাদি সমাপ্ত হইয়া গেলে প্রত্যেকে স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নটবর ইতোমধ্যে গোপনে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ

করিয়া তাহার পিতামাতার আগমন সংবাদ জানাইয়া বলিল,—"মহারাজ! আমার বাবা, মা, পিসেমশায়—সকলেই শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমায় আসিয়াছেন। নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা, পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়া তাঁহারা খুব সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। এখন আপনার কৃপায় তাঁহাদের বাসনা জাগিয়াছে যে আপনার নিকট শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিবেন। আপনার আদেশ পাইলে তাঁহাদেরও আপনার শ্রীচরণে লইয়া আসিব।"

মহারাজ উত্তর করিলেন,—"আজ মঠসম্বন্ধে কতকগুলি কার্য্য রহিয়াছে। তজ্জন্য আর সুবিধা হইবে না। আগামীকল্য প্রাতে আনিবে। আমার সাধ্যমত তাঁহাদের সেবা করিবার চেষ্টা করিব। পরিক্রমায় বহু লোকের সমাবেশের মধ্যে হয় ত' তাঁহাদের খুব কষ্ট হইয়াছে। তবে তুমি যখন আছ তজ্জন্য আমি নিশ্চিন্ত। এখন ত' আর ভীড় নাই। আজ মহাপ্রভুর জন্ম-স্থানের সমস্ত স্থান দর্শন করাও।"

মহারাজের পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া নটবর তাহার পিতামাতার নিকট গেল এবং দ্বিপ্রহরে বিশ্রামান্তে যোগপীঠ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান) স্থিত বঙ্গের সর্ব্বোচ্চ শ্রীমন্দির, খোকা নিমাইর মন্দির, শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির, শ্রীশ্রীবাসাঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীভক্তিবিজয় ভবন, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সমাধি-মন্দির, শ্রীচৈতন্যমঠের ২৯চূড়াযুক্ত মন্দির, শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির, শ্রীল মুরারি-গুপ্তের শ্রীপাট, শ্রীধর-অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি, তদুপরি একশত

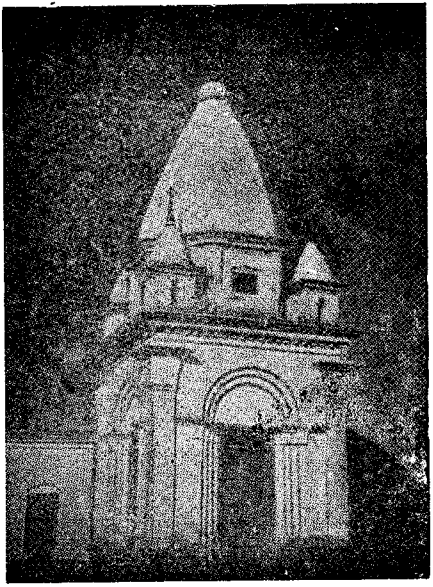

শ্রীঅদ্বৈত-ভবন,

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

ভক্ত চাঁদ কাজীর সমাধিস্থ ৪৫০ বৎসরের উর্দ্ধের

সুপ্রাচীন গোলোক চম্পকবৃক্ষ।

বৎসরের গোলোক চাঁপা ফুলের গাছ দর্শন করিয়া যখন তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন, তখন শ্রীচৈতন্যমঠে আরতি হইতেছিল। আরতি দর্শনান্তে পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া প্রসাদ সম্মানের পর তাঁহারা বিশ্রাম করিতে গেলেন।

নটবরের পিতামাতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভূমি দর্শনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে বলিতে লাগিলেন,—"দেখ, এইরূপ শান্তিপূর্ণ-স্থানও জগতের মধ্যে আছে, আমরা জানিতাম না।" প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া নিজ নিজ কার্য্য সমাপনান্তে শ্রীচৈতন্যমঠে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় নটবরের পিতামাতার সহিত সদানন্দের সাক্ষাৎ হইয়া গেল। কয়দিন যাবৎ সদানন্দ নটবরের পিতামাতাকে ভয়ে এড়াইয়া চলিতেছিল। তাহার কারণ, তাঁহারা নটবরের জন্য তাহাকে হয় ত' গালাগালি করিবেন। কিন্তু নটবরের পিতামাতা সদানন্দকে বলিলেন,—"বাবা! তুমি আমাদের দেশের উজ্জ্বল রত্নবিশেষ। আজ নটবর তোমাকে পাইয়া ধন্য হইয়াছে। সঙ্গ বহু জোটে, কিন্তু সাধুসঙ্গ পাওয়া কঠিন। আজ আমরা ইচ্ছা করিয়াছি, মহারাজের কিছু উপদেশ শ্রবণ করিব, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।"

সদানন্দ নটবরের বাবা ও মাকে প্রণাম করিয়া নম্রভাবে বলিল,—"আপনারা গুরুজন। আপনাদের আশীর্ব্বাদই আমাদের সম্বল। আপনাদিগকে এখানে আসিতে দেখিয়া আমি খুবই আনন্দিত হইয়াছি। আপনি যখন আদেশ করিতেছেন, চলুন।"

অতঃপর সকলে একত্রে মহারাজের চরণকমলে উপস্থিত হইলেন। ইহা পূর্ব্ব হইতে স্থির ছিল, তাই মহারাজের ব্রহ্মচারিগণ আসন পাতিয়া রাখিয়াছিল। সকলে আসিয়া শ্রীপাদ মহারাজের পাদপদ্মে একে একে প্রণত হইলে সদানন্দ মহারাজের সহিত প্রত্যেকের পরিচয় করিয়া দিল।

"আপনারা ধন্য, কারণ শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। নটবর ও সদানন্দের সম্বন্ধসূত্রে আপনারা আমাদেরই জন। আপনাদের কি সেবা করিতে পারি জানাইলে, যদিও আমরা কাঙ্গাল, তথাপি সাধ্যমত সেবা করিবার চেষ্টা করিব। আপনার সন্তান নটবর অতি সৎ ছেলে। ভাগ্য থাকিলে সৎ সন্তান লাভ হয়। পরিক্রমার ভেজালে হয় ত' আপনাদের খুব কষ্ট হইয়াছে। আমরা সকলের আদর যত্ন ঠিকমত লইতে পারি না। আশা করি আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া লইবেন।" —এইরূপ বলিয়া মহারাজ সকলকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। নটবরের মাতা স্ত্রীলোকদের আসনে বসিলেন।

সদানন্দ নটবরের পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"মেশোমশায়! আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে, মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

গোবর্দ্ধন বাবু উত্তর করিলেন,—"বাবা, এই সব মহাপুরুষের নিকট প্রশ্ন করিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন। আমরা অশিক্ষিত ও ছোটজাতকে মহাপ্রভুর ভক্ত বলিয়া বুঝিতাম। এখন এখানে আসিয়া দেখিতেছি, মহাপ্রভুর প্রকৃত সেবকগণ প্রত্যেকেই মহান্

বিদ্বান্। তজ্জন্য ইহাদের নিকট প্রশ্ন করিবার শক্তি আমাদের নাই। তবে শ্রবণের বাসনা রহিয়াছে। তুমি আমার হইয়া প্রশ্ন কর, আমরা শ্রবণ করি।"

মহারাজ তখন সদানন্দকে বলিলেন,—"বেশ ত' সদানন্দ! তোমার মেসোমশায় যখন তোমাকে প্রশ্ন করিতে বলিতেছেন, তুমিই প্রশ্ন কর। শ্রবণ হইলে অনেক প্রশ্ন আসে। তুমি কয়েকবৎসর যাবৎ শ্রবণ করিতেছ, অতএব তোমার নিকট হইতে প্রশ্ন আসিলে উহাদের পক্ষে সুবিধা হইবে।"

সদানন্দ মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ঈশ্বর-আরাধনা বাল্যকাল হইতে না করিয়া যদি বৃদ্ধকালে করা যায়, তাহা হইলে ক্ষতি কি? বাল্যকালে বোধশক্তি কম থাকে, তখন ত' এ সমস্ত বিষয় ধরা কঠিন।"

মহারাজ প্রশ্নে অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"বেশ প্রশ্ন করিয়াছ। তোমার প্রশ্নের জবাবের পূর্ব্বে একটী কীর্ত্তন হউক্। তৎপর আমি তোমার প্রশ্নের জবাব দিতেছি।"

মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে খোল-করতাল-সহযোগে নিম্ন কীর্ত্তনটী হইল।

"কৃষ্ণকে ভুলিয়া আমি গর্ভেতে আসিনু।
কতদিনে সংসারেতে জনম লভিনু॥
পশু-পক্ষী-কীট-আদি চৌরাশী জনম।
লভি' শেষে হইলাম মানুষ এখন॥"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

প্রহ্লাদ-চরিত্র

কীর্ত্তনান্তে মহারাজ বলিতে লাগিলেন,—"তোমার প্রশ্নের উত্তরে মনে হয়, প্রহ্লাদ মহারাজের জীবনী ও শিক্ষা আলোচনা করিলে প্রস্তাবটীর সম্যক্ মীমাংসা হইয়া যাইবে। নটবরেরও ইচ্ছা ছিল ভক্তচরিত্রের মধ্য দিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিবে।"

নটবর—আজ্ঞে, প্রহ্লাদ-চরিত্র ও তাঁহার শিক্ষা শ্রবণে আমার বিশেষ আগ্রহ হইতেছে।

সদানন্দ—অতি উত্তম কথা। সকলেই যখন ভক্তচরিত্রের মধ্য দিয়া শিক্ষা-গ্রহণে আগ্রহান্বিত, তখন আপনি কৃপা করিয়া বলুন।

মহারাজ—[প্রহ্লাদ চরিত্র আরম্ভ করিলেন।] অসুর গুরু শুক্রাচার্য্যের দুইটী পুত্র ছিল—একটীর নাম ষণ্ড ও অপরটীর নাম অমর্ক। অসুররাজ হিরণ্যকশিপু তৎপুত্র প্রহ্লাদকে ষণ্ড ও অমর্কের নিকট সাম-দানাদি রাজনীতি শিক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। প্রহ্লাদকে 'নয়-কোবিদ'-শব্দের দ্বারা নীতিজ্ঞ বলা হইয়াছে। সেই নীতিজ্ঞ প্রহ্লাদ গুরুর নিকট হইতে শিক্ষণীয় বিষয় যথারীতি শ্রবণ ও অভ্যাস করিতেন। কিন্তু ঐ শিক্ষার মধ্যে স্ব-পর জ্ঞান থাকায় এইরূপ মিথ্যা ও প্রতারণা-পর শিক্ষাকে সা বলিয়া মনে করিতেন না।

সদানন্দ—আমার এখানে প্রশ্ন আসিতেছে। তিনি গুরুর শিক্ষাকে সাধু বলিয়া মনে করিলেন না কেন? যদি অসাধু বলিয়াই মনে করিলেন, তবে শ্রবণ ও পঠনের বাহ্য চেষ্টা প্রদর্শন-পূর্ব্বক কপটতাকে আশ্রয় করিলেন না কি?

মহারাজ—ভক্তগণ চতুর। কপটচূড়ামণি কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যাঁহারা, তাঁহাদের কপটতাই একচেটিয়া সম্পত্তি। তবে আমাদের কাপট্যবৃত্তি ভগবৎপাদপদ্ম হইতে বঞ্চিত করে, আর তাঁহাদের কাপট্যবৃত্তি কৃষ্ণসেবাতে উন্মুখ করে। হঠাৎ একটা গোলযোগের সৃষ্টি না করিয়া ক্রমপন্থাতে হরিবিমুখ অসুরপিতা ও তাঁহার সঙ্গিগণের আত্মকল্যাণের জন্য ঐরূপ শিক্ষাকে সৎ বলিয়া মনে না করিলেও প্রাথমিক মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। ঐ শিক্ষার মধ্যে 'আমি' ও 'আমার' এই অসদ্‌জ্ঞানের ভিত্তি থাকায় তাহাকে সৎ বলিয়া মনে করেন নাই। গীতাতে (২।১৬) সৎ ও অসৎ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

অসতে অভাব আছে, সতে অভাব নাই। দেহ ও মনকে আশ্রয় করিয়া যে শিক্ষা জগতে প্রচারিত হইতেছে তাহা অসৎ, যেহেতু দেহ-মনের নশ্বরত্ব-সম্বন্ধে গীতা (৭।৪) বলিতেছেন,—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥"

—এই বাক্যে দেহ ও মনকে জড়া প্রকৃতির মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। পূর্ব্বে ছিল না, মধ্যে দেখা যাইতেছে ও পরে দেখা যাইবে না—ইহাই অসৎ। পূর্ব্বে ছিল, এখন আছে ও পরে থাকিবে—ইহাই সৎ।

"সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥"

(গীতা ১৭।২৬-২৭)

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥"

(গীতা ৭।৫)

—এই সকল বাক্যানুসারে আত্মা ও পরমাত্মার সহিত যে সম্বন্ধপর ক্রিয়াসমূহ, তাহাই সৎ। অসৎকে বুঝাইবার জন্য সাধারণ উদাহরণ দিতেছি। একটী সুগন্ধি গোলাপের রূপ-গুণ-ক্রিয়া আমার আজ আদরণীয় হইলেও কাল আর হইবে না। কারণ বস্তুতে বিকার দেখা দিয়াছে। একটী লোকের বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত যদি ফটো তুলিয়া রাখা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, তাহার ক্রমশঃই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই জন্য জন্মশীল বস্তুমাত্রই অসৎ। "জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, পরিণমতে, অপক্ষিয়তে ও নশ্যতি" এই ষড়্‌বিধ বিকারযুক্ত বস্তুমাত্রই অসৎ। সেই জন্য তৎসম্বন্ধীয় বস্তু-বিষয়ের শিক্ষা যে অসৎ হইবে, ইহাতে

সন্দেহ কি ? অনিত্য বস্তু আত্মসম্বন্ধ-রহিত, দেহসম্বন্ধযুক্ত। স্ব-পর মিথ্যা জ্ঞানের বহুমানন করিতে না পারায় শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ ঐরূপ শিক্ষাকে সাধু বলেন নাই। যেহেতু সেই শিক্ষা 'ওঁ তৎ সৎ' —সদ্‌বস্তু ভগবানের সম্বন্ধশূন্য, তজ্জন্য তাহা প্রহ্লাদের নিকটে আদরণীয় হয় নাই। অসুর গুরুর শিক্ষা পরিণামে জগজ্জঞ্জালকর। উহাতে হিংসা, দ্বেষ ও দ্বন্দ্বই ফলস্বরূপে লাভ হইয়া থাকে। পরে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বস্তুর সহিত স্ব অর্থাৎ আত্মার নিত্যসম্বন্ধের সহায়ক-সূত্রে যে শিক্ষা, তাহাই সৎশিক্ষা। প্রহ্লাদ মহারাজ সেইরূপ শিক্ষার গ্রাহক বলিয়া অসৎ-শিক্ষা ও অসৎ শিক্ষকগণের স্তাবক হইতে পারেন নাই।

সদানন্দ—বেশ, এতটুকু বালকের জ্ঞান ত' কম নয়! আচ্ছা, তারপর কি হইল বলুন।

মহারাজ—কিছুদিন পড়াশুনার পর একদিন দৈত্যরাজ পুত্রকে আদরপূর্ব্বক ক্রোড়ে বসাইয়া এতদিন কি প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছে, জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল ত' বাবা, এতদিন তুমি যাহা শিখিয়াছ তন্মধ্যে কোন্‌টীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কর?" তদুত্তরে প্রহ্লাদ প্রথমেই পিতাকে 'অসুরশ্রেষ্ঠ' সম্বোধন করিয়া বলিলেন, —'অহং' 'মম' এই প্রকার অভিনিবেশযুক্ত-বুদ্ধি-সম্পন্ন বদ্ধজীবের অসৎসঙ্গপ্রধান অন্ধকূপসদৃশ ও আত্মনাশকর গৃহকে ত্যাগ করিয়া সত্য সত্য বুদ্ধিমান্ জীবগণের পক্ষে

বনে গিয়া হরিকে আশ্রয় করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলিয়া মনে করি।

সদানন্দ—কিছু পূর্ব্বে আপনি বলিলেন,—প্রহ্লাদকে নীতিবিদ্ বলা হইয়াছে। বাবাকে 'বাবা' না বলিয়া শ্রেষ্ঠ অসুর বলিয়া সম্বোধন করা কি নীতিবিদের লক্ষণ? ইহা কি অন্যায় নয়?

মহারাজ—হ্যাঁ, নীতির মধ্যে থাকিয়া নীতিকে না মানিলে অন্যায় নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। কিন্তু পরমার্থ-নীতিদ্বারা জড়-নীতিকে পদদলিত করিয়া পারমার্থিকগণ চলিয়া থাকেন। সর্ব্বপ্রথমে অসুর কাহাকে বলে, ইহা বোঝা দরকার। এ'সম্বন্ধে গীতা (১৬।৬-৭) বলিয়াছেন,—

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥"
"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥"

অন্যত্রও দেখা যায়, "বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্ বিপর্য্যয়ঃ।" যাঁহারা ভগবদাশ্রিত তাঁহাদের দৈব-প্রকৃতি এবং তদ্-বিপরীত অর্থাৎ ভগবদ্বিমুখ জনগণকে অসুর-প্রকৃতি বলা হইয়াছে। 'অসুর-প্রকৃতি' লোকেরা ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি, অধর্ম্ম-নিবৃত্তি জানে না। সেই সকল আসুরিক প্রবৃত্তির লোকের মধ্যে হিরণ্যকশিপুর স্থান সকলের উপরেই বলিয়া তাহাকে 'অসুরশ্রেষ্ঠ' বলিয়াছেন। প্রহ্লাদের স্থান ভগবৎপাদপদ্মে থাকার জন্য জন্মের

দ্বারা যে পিতার প্রকৃত পিতৃত্ব নহে, তাহা জানাইয়াছেন। পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্যের আর একটা দিক্ রহিয়াছে, সেটা হরি-উন্মুখতা; তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে বা করিলে তিনি অসুর পর্য্যায়ে গণিত হইবেন; ইহাই 'অসুরবর্য্য'-শব্দের দ্বারা আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন অর্থাৎ হরিবিমুখতারূপ প্রবৃত্তি হইতে যাহাতে উন্মুখ হইতে পারা যায়, তাহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। মূঢ় ভগবদ্বিমুখ অসুরগণই ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহাদের আসুরিক স্বভাব হইতে চ্যুত করা খুবই কঠিন। ভগবদ্বিমুখতাই অসুর-যোনি প্রাপ্তির কারণ। তাহার প্রমাণ বলিতেছি শ্রবণ কর,—

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥"

(গীতা ১৬।১৯-২৫)

সদানন্দ—অসুরশ্রেষ্ঠ কেন বলা হইয়াছে তাহা বুঝিলাম। অসদ্‌বস্তু-গ্রহণ-হেতু জীব সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন, ইহার কারণ কি?

মহারাজ—সৎ-অসৎ লইয়া পূর্ব্বে বিশদভাবে আলোচনা হইয়াছে। যাহা চিরস্থায়ী নয় তাহাই অসৎ। এরূপ বস্তু গ্রহণ করায় জীব সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন। কারণ বস্তু যে নশ্বর ইহা আমাদের জানা আছে বলিয়া উদ্বেগ বা ভয়ের কথা

আসিতেছে। পাছে নষ্ট হইয়া যায় এই ধারণাই আমাদের উদ্বেগের কারণ।

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

(ভাগবত ১১।২।৩৭)

ভগবান্ অর্থাৎ সদ্বস্তুকে বাদ দিয়া দ্বিতীয় বস্তু অসতে অভিনিবেশ থাকার জন্য আমাদের উদ্বেগ অথবা ভয়ের কারণ হইতেছে। এইজন্য বিপরীত স্মৃতির কথা বলিতেছেন।

সদানন্দ—এই গৃহকে অন্ধকূপ আত্মনাশপর বলিলেন কেন?

মহারাজ—অন্ধকূপ বলিতে জলশূন্যকূপ, যেখানে অন্ধকারই সম্বল। এইরূপ কূপে যদি কেহ পতিত হয় তবে ইহা তাহার তৃষ্ণা-নিবারক না হইয়া দুঃখপ্রদ হইবে। তদ্বৎ অর্থাৎ সেইপ্রকার মোহরূপ অন্ধকারাবৃত গৃহই আমাদের বাস্তব দুঃখপ্রদ; কারণ, সেখানে আত্মপরিচয় ব্যাহত হওয়ায় আত্মনাশকর বলা হইয়াছে। এই দেহধারী জীবাত্মার পক্ষেই এই উক্তি। অবশ্য এই 'নাশ'-শব্দের যৌক্তিকতা দেখা যায় না। কারণ গীতায় (২।২৩-২৪)বলিয়াছেন,—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥"

অজ্ঞানতাই অন্ধকার; জীব নরতনু গ্রহণ করিয়া অজ্ঞান-মোহে জীবন অতিবাহিত করার জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ আত্মপাত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন অর্থাৎ আত্মার কৃত্য যে পরমাত্মার সেবা তাহা হইতে বঞ্চিত হওয়াই আত্মনাশকর, ইহাই উদ্দেশ্য। এইজন্য বনে গমন করিয়া শ্রীহরিকে আশ্রয় করাকেই সাধু বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই আত্মনাশ বা আত্মপাতের কারণ কি?

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।১৭)

এইরূপ শ্রেষ্ঠ জন্মে যাহা দুর্ল্লভ এবং ভগবৎসেবার উপযোগী, গুরু যেখানে কর্ণধার, ভগবৎ-কৃপা যেখানে বায়ু এই প্রকার অনুকূল অবস্থা লাভ করিয়াও যে মানুষ ভবসাগর উত্তীর্ণ হইল না 'সঃ আত্মহাঃ' অর্থাৎ সে আত্মঘাতী। এখন প্রহ্লাদ মহারাজের কথিত আত্মনাশ বা আত্মপাতের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন?

সদানন্দ—বেশ বুঝিলাম, তবে বনে গমন করিয়া যে শ্রীহরিকে আশ্রয়ের কথা বলিলেন,—ইহা ত' হাসির কথা। কারণ প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশকে রক্ষা করিতে গিয়া সকলেই যদি বনে চলিয়া যান তবে সেই বন

বিরাট্ সহরে পরিণত হইবে এবং বহু সংসারীর সমাবেশ হইবে।

মহারাজ—বন-শব্দে জঙ্গলকে উদ্দেশ করেন নাই। বন মানে নির্জ্জন স্থান অর্থাৎ কোলাহলশূন্য,। শাস্ত্র বলেন,—

"বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রাম রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥"

(ভাঃ ১১।২৫।২৫)

বন-শব্দে সাত্ত্বিক বাস। চিত্তে যে সমস্ত গুণের কোলাহল রহিয়াছে তাহাকে স্তব্ধীভূত করিয়া নির্গুণে অর্থাৎ গুণাতীত অবস্থায় জীবকে পৌঁছাইবার জন্য বনবাসের কথা বলিয়াছেন। চিত্তকে ভগবদ্-আশ্রয়ের নিকেতন করিয়া তুলিতে পারিলে বাস্তবিক বনবাস হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু গাহিয়াছেন,—

"আনের হৃদয় মন মোর মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি' মানি।
তাহে তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥"

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।"

সদানন্দ—প্রহ্লাদের মুখে হিরণ্যকশিপু এই প্রকার কথা শুনিয়া কি বিচার করিলেন?

মহারাজ—দৈত্যপতি প্রহ্লাদের মুখে তাহার বিরুদ্ধপর কথা

শুনিয়া ক্রোধ না করিয়া হাস্য করিলেন এবং মনে ভাবিলেন এই যে, প্রহ্লাদ যে বিষ্ণুভক্তির কথা বলিতেছে ইহা তাহার নিজের কথা নয়। কোন হরিভক্ত হইতেই তাহার বুদ্ধিটা এইরূপ হইয়াছে। তখন তিনি ষণ্ড ও অমর্ককে ডাকিয়া বলিলেন,—"ইহাকে সতর্কতার সহিত রক্ষা কর, যেন আর গোপনে কোন হরিভক্ত আসিয়া ইহার বুদ্ধি নষ্ট না করিতে পারে।"

সদানন্দ—তারপর কি হইল ?

মহারাজ—গুরুদ্বয় প্রহ্লাদকে ডাকিয়া নিকটে বসাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা প্রহ্লাদ! তোমার কল্যাণ হউক। আমাদের একটা জিজ্ঞাস্য আছে। তদুত্তরে সত্যকথা বলিও, মিথ্যাকথা বলিও না। আচ্ছা, তোমার এই প্রকার বুদ্ধি কোথা হইতে হইল? তোমার সহপাঠীদের ত' এই প্রকার বিপরীত বুদ্ধি হয় নাই, ইহা কি তোমার নিজকৃত, না কাহারও দ্বারা হইয়াছে ?"

সদানন্দ—বা! বেশ প্রশ্ন করিলেন ত'; আচ্ছা, প্রহ্লাদ কি বলিলেন ?

মহারাজ—প্রহ্লাদ বলিলেন,—"যাহার মায়াশক্তিদ্বারা চালিত হইয়া আমরা বিমূঢ় এবং আমি ও পর এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা চালিত, সেই মায়ার ঈশ্বর ভগবান্‌কে আমি প্রণাম করি। সেই ভগবান্ যখন মানুষের প্রতি অনুকূল হন তখন স্ব-পর এইপ্রকার পশুবুদ্ধি নষ্ট হইয়া থাকে।

সদানন্দ—প্রহ্লাদকে প্রশ্নটা সহজভাবেই করিয়াছিলেন। তিনি

যে প্রকার উক্তি করিতেছেন তাহাতে তাঁহার উত্তর কি হইতেছে বুঝিতে পারিতেছি না। 'পশুবুদ্ধি', 'মূঢ়' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কি গুরুকে আক্রমণ করা হইতেছে না ?

মহারাজ—প্রহ্লাদ মহারাজ বালক হইলেও ভগবৎকৃপাস্নিগ্ধ বলিয়া সংসার-সমুদ্রে পতিত জীবগণের দুর্দ্দৈবের কথা বলিতে গিয়া অসৎ আশ্রয়ে 'আমি আমার' বুদ্ধি যে পশুবুদ্ধি, ইহা কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন। ইহাই তাঁহার করুণা।

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥"

(হিতোপদেশঃ)

"শ্ববিড্ বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥"

(ভাগবত ২।৩।১৯)

এই সব বাক্যের দ্বারা পশু কাহাকে বলে তাহা ভালভাবে বুঝাইয়াছেন। এক কথায় তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া তাঁহাদের ভগবদ্বিমুখতারূপ আসুরিক-বৃত্তিপোষক পশুবুদ্ধিকে জানাইয়া দেওয়ার জন্য ক্রমপর্য্যায়ে বলিতেছেন। তাহারা বুঝিতে অপারগ হওয়ায় পুনরায় বলিতেছেন,—'দেখুন, এইরূপ স্ব-পর কুবুদ্ধির দ্বারা ভগবান্‌কে জানা যায় না। এমন কি

জ্ঞানমার্গীয় বেদতাৎপর্য্যবিৎ ও ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত যাঁহাকে জানিতে পারেন না, সেই ভগবান্‌ই আমাকে এই বুদ্ধি দিয়াছেন। ইহাতে আমার বাহাদুরী কিছুই নাই। লৌহ যেমন অয়স্কান্ত মণি-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া স্বভাবতঃই ভ্রমণ করে, সেইপ্রকার অশুভনাশকর ভগবানের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার নিকটে আমার চিত্ত ভ্রমণ করিতেছে। তাঁহার করুণা ছাড়া ইহা কিছুই নয়। সদ্‌বুদ্ধি-প্রদাতা ভগবান্‌কে জানিতে হইলে তাঁহার কৃপা-সাপেক্ষ। নিজের কোন কোন চেষ্টাই সেখানে কার্য্যকরী হইবে না।

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥
(ভাঃ ১০।১৪।২৯)

সদানন্দ—প্রহ্লাদ এই প্রকার বলিলে গুরুদ্বয় তাঁহার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিলেন?

মহারাজ—বেত্র আনয়নের জন্য আদেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এই প্রহ্লাদটা আমাদের অখ্যাতির কারণ।" তাঁহারা যে প্রহ্লাদকে কুলনন্দন বলিয়া আদর করিয়াছিলেন সেই প্রহ্লাদকে দৈত্যকুলের কয়লা বলিয়া বেত্র-

দ্বারা দণ্ড দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। ষণ্ডামর্ক বলিতে লাগিলেন,—"দৈত্যবংশ চন্দন-বন-সদৃশ। সেই চন্দন-বনে প্রহ্লাদটা কণ্টকস্বরূপ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই দৈত্যবনকে সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য কুঠার-স্বরূপ বিষ্ণুর সহকারী দণ্ড-সদৃশ এই প্রহ্লাদ।" এইরূপ বহু গালাগালি করিয়া পুনরায় ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-প্রতিপাদক শাস্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে ভাবিলেন—এইবারে প্রহ্লাদ নিশ্চই রাজনীতি-চতুষ্টয় শিক্ষা করিয়াছে। তখন প্রহ্লাদকে স্নানাদি করাইয়া দৈত্যপতির নিকটে লইয়া গেলেন। পিতার প্রতি পুত্রের যে প্রকার কর্ত্তব্য প্রহ্লাদ সেই আদর্শ অনুসরণে পিতাকে প্রণাম করিলেন। হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া শিরশ্চুম্বন করতঃ অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া প্রসন্ন-বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা প্রহ্লাদ! তুমি এতদিন গুরুর নিকটে যাহা শিখিয়াছ তন্মধ্যে যাহা উত্তম তাহাই বল।" হিরণ্যকশিপুর বিচারে প্রহ্লাদের গুরু ষণ্ডামর্ক কিন্তু প্রহ্লাদের বিচারে তাঁহার গুরু শ্রীনারদ গোস্বামী। তিনি নারদের নিকট হইতে যাহা শিক্ষা করিয়াছেন তখন তাহাই বলিতে লাগিলেন।

সদানন্দ—প্রহ্লাদ ত' পঞ্চমবর্ষীয় বালক। তিনি নারদের নিকট হইতে কখনই বা শিক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং এই প্রকার জ্ঞানই বা তাঁহার পক্ষে কি প্রকারে সম্ভব হইবে?

মহারাজ—বাবা, হিরণ্যকশিপু যখন তপস্যায় গিয়াছিলেন, ইন্দ্র সেই অবসরে কয়াধূর গর্ভে ভাবী শত্রু হিরণ্যকশিপুর

পুত্র প্রহ্লাদের অবস্থান ভাবিয়া প্রহ্লাদের মাতাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রীনারদ গোস্বামী তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি ইন্দ্রের নিকট হইতে কয়াধূকে উদ্ধার করিয়া হিরণ্যকশিপু না আসা পর্য্যন্ত তাহাকে আশ্রমে রাখিয়াছিলেন এবং উপদেশাদি প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্ত নারদের কৃপায় গর্ভস্থ শিশু প্রহ্লাদ মহারাজ ঐ সমস্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন।

সদানন্দ—হিরণ্যকশিপুর প্রশ্নের উত্তরে প্রহ্লাদ কি বলিলেন?

মহারাজ—তাহার উত্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ বলিলেন,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

সদানন্দ—শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া বলুন।

মহারাজ—প্রহ্লাদ মহারাজ বলিলেন,—আমার পরমার্থের গুরু-পাদপদ্ম হইতে সাক্ষাৎ ভগবদ্ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়াছি, ভগবানে সমর্পিতাত্ম ও অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া ভগবানের কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবধা ভক্তির অনুষ্ঠানই উত্তম অধ্যয়ন বা শিক্ষা জানিয়াছি। প্রহ্লাদ মহা-রাজের শিক্ষাকে অনুসরণ করিয়া জড়ভোগপর বিষয়-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির স্বাভাবিক রুচি পরিত্যাগপূর্ব্বক

ভগবদুদ্দেশ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বিহিত হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। এসব বিষয় বলিতে গেলে বহু কথাই বলিতে হয়। তাহাতে অনেকের ধৈর্য্য থাকা সম্ভব নয় এবং সময়ও সাপেক্ষ।

সদানন্দ—প্রহ্লাদ বালক হইলেও তাঁহার উপদেশাবলী খুবই চিত্তাকর্ষক। বিশেষতঃ আপনার শ্রীমুখ হইতে উপদেশাবলীর সহিত তত্ত্ববিচার-সম্পন্ন বাক্য-শ্রবণে চিত্ত আরও উল্লসিত হইতেছে। যতই শুনিতেছি ততই শ্রবণের আশা বর্দ্ধিত হইতেছে। এবার প্রহ্লাদের উত্তরে হিরণ্যকশিপু কি বলিলেন, তাহাই বলুন।

মহারাজ—আর বলিবেন কি? শত্রুর যদি কেহ প্রশংসা করে তাহাতে সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব কি? তাঁহার উক্তিতে ক্রোধে অধীর হইয়া গুরুপুত্রদ্বয়কে বলিতে লাগিলেন—'ওহে ব্রহ্মণাধমদ্বয়! দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ! তোমাদের এইপ্রকার সাহস কবে হইতে হইল যে আমাকে অবমাননা করিয়া শত্রুপক্ষ স্বীকার করিয়াছ? তাহা না হইলে এই বালককে অসার বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা দিতে কি? তদুত্তরে গুরুপুত্রগণ কম্পিত কলেবরে বলিলেন,—"হে রাজন্! আপনি আমাদের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিবেন না। যে বিষ্ণুভক্তির কথা শ্রবণ করিতেছেন, উহা আমরা শিক্ষা দেই নাই এবং অন্য কাহারও নিকট শিক্ষা পায় নাই, ইহা প্রহ্লাদের স্বভাবসিদ্ধ। "গুরু-

পুত্রের নিকট এইরূপ শ্রবণ করিয়া হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিলেন,—"ওরে অভদ্র, ওরে কুলনাশক! গুরু যদি তোকে এই শিক্ষা না দিয়া থাকে তবে তোর এই প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি কোথা হইতে আসিল?"

সদানন্দ—তদুত্তরে প্রহ্লাদ কি বলিলেন?

মহারাজ—গৃহই যাহাদের সর্ব্বস্ব এবং যাহারা অসংযত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ঘোর অন্ধকার নরকে প্রবেশ করিতেছে তাহারা চর্ব্বিতবিষয়-সুখ-দুঃখ বার বার চর্ব্বণ করে। এই প্রকার বিষয়-মদান্ধ অসুরভাবসম্পন্ন জনগণের বুদ্ধি কখনও গুরুনামধারী অসৎব্যক্তির উপদেশে কিংবা নিজচেষ্টায়, অথবা পরস্পরের সংযোগক্রমে কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইতে পারে না। যাহাদের চিত্ত বিষয়ভোগে দূষিত এবং কামনালোলুপ গুরুনামধারী ব্যক্তিকে গুরুত্বে বরণ করে, তাহারা পরমার্থের চরম ফল প্রেমলুব্ধ জনগণের একমাত্র গতি ভগবান্ বিষ্ণুর মহিমা জানিতেই পারে না। যেমন এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না, উভয়েই গর্ত্তে পতিত হয় সেইরূপ ভগবৎসেবা-বিমুখ ব্যক্তিও কেবল বেদের কাম্য কর্ম্মকাণ্ডাত্মক দীর্ঘ রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন অভিমানশূন্য, পরমহংস বৈষ্ণব-সাধুগণের পদধূলিতে যে কাল পর্য্যন্ত অভিষিক্ত না হন সে কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের এই দূষিত মতি ভগবানের পাদপদ্মকে স্পর্শ করিতে

পারে না। বৈষ্ণবপদরজে অভিষিক্ত না হইলে অনর্থ বা বাসনা হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। সেই কল্যাণময় ভগবৎপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে সমস্ত অনর্থ অপসারিত হইয়া যায়।

সদানন্দ—বড় চমৎকার কথা, কিন্তু ইহার মধ্যে দু'একটী প্রশ্ন আমার আছে। গৃহব্রত বলিতে কি বুঝিব ?

মহারাজ—গৃহ হইয়াছে যাহার ব্রত। ইহাই সহজ অর্থ। আরও সহজভাবে বলিতে গেলে, গৃহাসক্তিই যাহাদের সম্বল, তাহারাই গৃহব্রত।

সদানন্দ—তাহা হইলে কি বুঝিব যে, গৃহেতে আসক্তি থাকিলেই মানুষ গৃহব্রত হইয়া যাইবে।

মহারাজ—না না, গৃহ বলিতে তুমি কেবল ইট-মাটির ঘর বিশেষ বুঝিতেছ কেন ? গৃহকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—গৃহ, গৃহিণী এবং এই দেহ, এই তিনটীই যাহাদের চরম আসক্তির বিষয়, তাহারাই গৃহব্রত।

সদানন্দ—তাহা হইলে গৃহস্থ কাহারা ?

মহারাজ—গৃহের মধ্যে স্থিত ব্যক্তিই গৃহস্থ। গৃহিণী গ্রহণ করিয়াছেন এবং দেহের মধ্যে যিনি অবস্থান করিতেছেন ইহারা সকলেই গৃহস্থ। কিন্তু দেহের মধ্যে যিনি অবস্থান করেন সেই জীবাত্মা যখন পরমাত্মার সেবায় তাঁহার গৃহকে পূর্ণভাবে নিযুক্ত করেন তিনিই প্রকৃত গৃহস্থ। গৃহব্রত ব্যক্তিগণই আবহমান কাল চর্ব্বিত বিষয় চর্ব্বণ করিয়া আসিতেছে ইহা গতানুগতিক ন্যায় মাত্র।

এইজন্য তাহারা অজিতেন্দ্রিয়। জিতচিত্ত হইয়া পরমাত্মার সেবাই যে জীবের একমাত্র কৃত্য ইহাই বলিতেছেন।

সদানন্দ—বুঝিলাম, এখন গুরু-সম্বন্ধে শুনিবার বাসনা হইতেছে। বর্ত্তমান জগতে যে গুরুকরণ প্রথা চলিতেছে তাহা প্রহ্লাদ মহারাজের কথানুসারে এক অন্ধকে অপর অন্ধের পথ দেখাইবার মতই হইয়াছে।

মহারাজ—বর্ত্তমান জগতে যে গুরুগিরি চলিতেছে ইহা ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই নয়। আত্মকল্যাণের কোন কথাই তাহাতে নাই। গুরুর দুই প্রকার লক্ষণ। গৌণলক্ষণে তিনি শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ, মুখ্যলক্ষণে ভগবদ্‌দ্রষ্টা। তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং শিষ্যের যাবতীয় সংশয় ছেদনে সমর্থ। গুরু শব্দের অর্থ করিতে গিয়া কোন মহাজন বলিয়াছেন—

'গু'-শব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্। 'রু'-শব্দস্তন্নিরোধকঃ॥
অন্ধকার-নিরোধিত্বাৎ। "গুরু"-রিত্যভিধীয়তে॥

তুলসীদাস বলিয়াছেন—

"সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে যব্ জ্ঞান করে উপদেশ।
কয়লাকো ময়লা ছোড়ে যব্ আগ করে প্রবেশ॥

"গুরুর প্রণাম মন্ত্র—

ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"আচারবান্ পুরুষো বেদ সত্যম্।" এই প্রকার লক্ষণযুক্ত সদ্‌গুরুর নিকট হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তি ভগবান্‌কে জানিতে পারেন।

সদানন্দ—দীক্ষা কাহাকে বলে ?

মহারাজ—"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

দীব্য জ্ঞান লাভই দীক্ষা। দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে আনুষঙ্গিক-ভাবে সমস্ত পাপের নাশ হইয়া থাকে।

সদানন্দ—দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে দীক্ষা প্রদাতার লক্ষণ-সম্বন্ধে জ্ঞাত হইলাম। এখন জিজ্ঞাস্য এই,—গুরু সন্ন্যাসী হইবেন, না ব্রাহ্মণ হইবেন ? সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ব্যতীত যদি শূদ্র কুলোদ্ভূত ব্যক্তিতে ঐ সমস্ত লক্ষণ দেখা যায় তাহা হইলে কি তাঁহাকে গুরু করা যাইবে না ?

মহারাজ—বাবা, গুরুকরণের কারণটা আগে অনুসন্ধান করিতে হইবে। গুরুকরণটা যদি লৌকিক ও ব্যবহারিক ক্রিয়া মাত্র হয় তাহা হইলে বিচারের কোন আবশ্যকতা নাই। আত্মকল্যাণই যদি গুরুকরণের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে গুরুর গুরুত্বকে বিচার না করিয়া গুরুকরণ করিলে বঞ্চিত হইবে। বর্ণ বা আশ্রমের মর্য্যাদার মধ্যে গুরুর গুরুত্ব নাই। ভজন ও তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যেই গুরুর গুরুত্ব। সোজা কথায়, টাকা যাহার আছে তিনি টাকা দিতে

পারেন। বিদ্যা যাহার আছে তিনি বিদ্যা দিতে পারেন। তেমনি ভগবান্‌কে যিনি জানেন তিনিই ভগবান্‌কে দিতে পারেন। তত্ত্ব-দ্রষ্টা ভগবৎ-দ্রষ্টা জনই শ্রীগুরুদেব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উক্তি—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

সদানন্দ—তাহা হইলে গুরু হওয়া ত' সোজা কথা নয়? এইরূপ গুরুকে কি প্রকারে পাওয়া যাইবে? আমাদের বিচার করিবার কতটুকু ক্ষমতা থাকে যে, আমরা তাঁহাকে বিচার করিয়া লইব?

মহারাজ—গীতায় (১০।১০) পড়িয়াছি

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

সততযুক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভজন করিলেই ভগবান্ পথপ্রদর্শকরূপে তাঁহাকে পাইবার উপায়-স্বরূপ গুরুপাদপদ্মে প্রেরণ করিবেন। পিপাসা যদি ঠিক আসে তাহা হইলে জল আমার নিকটে আসিবে, নচেৎ জলের নিকটে আমি যাইব।

সদানন্দ—গুরু তাহা হইলে কয় প্রকার আছেন?

মহারাজ—সাধারণতঃ গুরু চারি প্রকার—চৈত্তগুরু, শিক্ষাগুরু বর্ত্মপ্রদর্শকগুরু ও দীক্ষা গুরু। ভগবান্ অন্তর্য্যামী চৈত্ত-গুরুরূপে হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া শিক্ষাগুরু ও বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুর মাধ্যমিক দীক্ষাগুরুর নিকটে প্রেরণ করেন। দীক্ষা-

গুরুই একাধারে শিক্ষাগুরু ও মন্ত্রপ্রদাতাগুরু। কিন্তু দীক্ষা গুরু এক, শিক্ষাগুরু বহু হইতে পারেন।

সদানন্দ—গুরুসম্বন্ধে বুঝিলাম। শিষ্যেরও কি কোন অধিকার আছে?

মহারাজ—হ্যাঁ আছে বৈ কি? কেবল শিষ্য হইলেই ত' চলিবে না, জমি তৈয়ারী না করিয়া বীজ বপন করিলে যেমন বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয় না, তেমনি আমাদের চিত্তে ভগবৎপাদপদ্ম প্রাপ্তির ঐকান্তিক বাসনা না আসিলে গুরুমন্ত্র কার্য্যকরী হইবে কেন? অবশ্য সে বাসনা পূর্ব্বে আমার চিত্তকে ইতর বাসনা হইতে মুক্ত করিবার হার্দ্দিক চেষ্টা করিবে। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটী বৃত্তি লইয়া গুরুর নিকটে গমন করিলে তত্ত্ব-জ্ঞানের অধিকার লাভ করা যায়। শরণাগতিই শিষ্যের প্রাথমিক লক্ষণ। শরণাগতি যতটা ঐকান্তিকী হইবে ততটা বস্তু নিকটস্থ হইবে। অতএব শিষ্যের পক্ষেও বিচার্য্য বিষয় রহিয়াছে।

সদানন্দ—অনর্থ কাহাকে বলে?

মহারাজ—অনর্থ চারিপ্রকার—স্বরূপভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ।

সদানন্দ—এই চারিটী বুঝাইয়া বলুন।

মহারাজ—এই চারিটীর প্রত্যেকটী চার চার ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। স্বরূপভ্রমঃ—স্ব-স্বরূপভ্রম, পর-স্বরূপভ্রম, সাধ্য-সাধন-স্বরূপ-ভ্রম, বিরোধিস্বরূপ-ভ্রম।

অসত্তৃষ্ণা—পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, ত্রিবর্গৈষণা ও মোক্ষৈষণা অথবা ঐহিক-সুখভোগবাসনা, পারত্রিক-সুখবাসনা, যোগবিভূতি-বাসনা ও মোক্ষবাসনা।

হৃদয়-দৌর্ব্বল্য—তুচ্ছাসক্তি, কুটীনাটী, মাৎসর্য্য, ও স্ব-প্রতিষ্ঠতা অর্থাৎ লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাশা।

অপরাধ—নামাপরাধ, ধামাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ ও সেবাপ-রাধ। ইহা সংক্ষেপে তোমাকে বলিলাম। বিস্তৃতভাবে বলিতে গেলে বহুকথা আসিয়া পড়িবে।

সদানন্দ—এখন বেশ বুঝিলাম, ভগবদ্বিষয়া মতি ভক্তকৃপা-ব্যতীত সম্ভব নহে। আচ্ছা, তারপরে প্রহ্লাদের উক্তিতে হিরণ্যকশিপুর কি অবস্থা হইল তাহা বর্ণন করুন্।

মহারাজ—প্রহ্লাদের কথাতে হিরণ্যকশিপু ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া গেলেন। এত আদরের সহিত যাহাকে ক্রোড়ে বসাইয়াছিলেন তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং বিষ্ণুসেবার দ্বারা পিতামাতার প্রতি অবজ্ঞা করা প্রহ্লা-দের বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় ভাবিয়া অনুচরবর্গকে প্রহ্লাদকে হত্যা করিবার আদেশ করিলেন। তখন দৈত্যা-নুচরগণ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত, হস্তিপদতলে নিক্ষেপ, বিষপ্রদান, পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে, জলে ও অগ্নিতে নিক্ষেপ প্রভৃতি বহু প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াও তাঁহাকে বধ করিতে না পারায় দৈত্যরাজ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

সদানন্দ—এতপ্রকার অত্যাচারের পরেও প্রহ্লাদের প্রাণ কি করিয়া রক্ষা পাইল ?

মহারাজ—তিনি যে সমর্পিতাত্ম। তাঁহার অর্পণের মধ্যে কোন প্রকার কপটতা ছিল না।

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥" (গীতা)

"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥"

(ভাঃ ১০।২।৩৩)

—এই বাক্যানুসারে সমস্ত বিঘ্নই তথায় পরাভূত হইয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপে বলা যাইতে পারে, অম্বরীষের প্রতি দুর্ব্বাসার কৃত্যা ভগবানের তেজঃ সুদর্শনের দ্বারা হতপ্রভ হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত ভক্ত যবনকুলোদ্ভূত হরিদাস ঠাকুরের বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত ঈশ্বরেচ্ছায় নিষ্ফল হইয়াছিল। ঠাকুর নিবেদিতাত্ম বলিয়া নির্ভীককণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—

"খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম ॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

এই প্রকার প্রহ্লাদের হরিনিষ্ঠা তাঁহাকে সর্ব্ব বিপৎ হইতে উদ্ধার করিয়াছে, যাহার জন্য হিরণ্যকশিপু বলিতে বাধ্য হইলেন,—"আমি এই সামান্য বালকের প্রতি কতপ্রকার অত্যা-

চার করিয়াছি, কিন্তু অসাধারণ তেজ-প্রভাবে সে মুক্ত হইয়া যাইতেছে। কুকুরের লেজ যেমন নিজ বক্রতা পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ এই বালকও হরির আরাধনা পরিত্যাগ করিতেছে না; ইহার অসাধারণ-শক্তি।" এইরূপ চিন্তা করিয়া হিরণ্যকশিপু ভীতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সদানন্দ—তারপর কি হইল ?

মহারাজ—গুরুপুত্রদ্বয় হিরণ্যকশিপুকে বলিতে লাগিলেন—

'সামান্য বালক হইতে আপনার কোন ভয়ের কারণ দেখি না। আপনার ভ্রু-ভঙ্গীতে সমস্ত লোকপাল ভীত হয় এবং আপনি ত্রিলোকজয়ী। যে পর্য্যন্ত গুরুদেব শুক্রাচার্য্য আগমন না করেন, সে পর্য্যন্ত ইহাকে আবদ্ধ রাখিয়া রাজকার্য্য-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা ভাল'। এই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে পুনঃ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শিক্ষা দিলে কি হইবে, সে শিক্ষাও ব্যর্থ হইল। ঐ শিক্ষাকেও প্রহ্লাদ সাধু বলিয়া মনে করিলেন না। অবসরকালে অদূষিতধী অসুর বালকগণের ভগবদ্ভক্ত প্রাহ্লদের সঙ্গক্রমে সুকৃতির সঞ্চয় হওয়ায় তাঁহারা খেলাধূলা পরিত্যাগ করিয়া প্রহ্লাদের শ্রীমুখ-বিগলিত উপদেশামৃত পান করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বলিলেন,—

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥" (ভাঃ ৭।৬।১)

বাল্যকাল হইতেই শ্রীহরির আরাধনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কেন না, ভগবান্ একমাত্র উপাস্য। বাল্যে ভজন না করিয়া যৌবনে করিব, যৌবনে না করিয়া বৃদ্ধকালে করিব—এই প্রকার উক্তি সমীচীন নহে। কারণ এই মনুষ্যজন্ম দুর্ল্লভ।

সদানন্দ—দুর্ল্লভ কেন বলিলেন ?

মহারাজ—বহুজন্মের পর মনুষ্যজন্ম লাভ হইয়াছে বলিয়া দুর্ল্লভ।

তাহার প্রমাণ,—

"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষণম্।
ত্রিশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্ল্লক্ষাণি মানুষাঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ)

চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর এই মনুষ্যজন্ম লাভ হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন,—

"তার মধ্যে 'স্থাবর' 'জঙ্গম'—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মচারী মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ॥
কোটি-জ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটি-মুক্ত-মধ্যে 'দুর্ল্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত॥

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধি-কামী, সকলি 'অশান্ত'॥"

অতএব মনুষ্যজীবন দুর্লভ বলিয়া শাস্ত্র প্রমাণ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইয়াছেন যে, ইহা অনিত্য—আজ আছে কাল নাই। ইহা অনিত্য হইলেও অর্থপ্রদ। অর্থপ্রদ অর্থাৎ প্রয়োজন-সিদ্ধিকারক। পরমপ্রয়োজন-স্বরূপ যে ভগবান্, তাঁহাকে এই জীবনেই লাভ করা যায়। মাটী নরম থাকিলে কুমোর সেই মাটী হইতে হাঁড়ি, কলসী, গ্লাস যাহা ইচ্ছা গড়াইতে পারে, সেই প্রকার বাল্যাবস্থায় বিষয়ের রেখাপাত না করায় চিত্তের কোমলতা-হেতু বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরারাধনা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু তিনি সকলের প্রিয় আত্মা, ঈশ্বর ও বান্ধব।

সদানন্দ—প্রহ্লাদ মহারাজের কথায় বাল্যকাল হইতে সৎসঙ্গে ঈশ্বরের আরাধনা করা ভাল বুঝিলাম বটে, তথাপি আমাদের বিষয়-সুখের একটা স্বতঃসিদ্ধ কামনা রহিয়াছে। এত অল্প বয়স হইতে সেই সুখ-বঞ্চিত হওয়া কি ঠিক হইবে?

মহারাজ—প্রহ্লাদ পঞ্চম বর্ষীয় বালক হইলেও তাঁহার জ্ঞানের অভাব নাই। তোমার কথিত সুখ-ভোগের জন্য এই মনুষ্যজীবন নহে। তাহা হইলে ইহা পশুসাম্যে গণিত হইবে। মানুষ যে আপাত সুখকে সুখ বলিয়া মনে করে সেই সুখই ত' আমাদের বন্ধনের কারণ। এই সুখকে গীতাশাস্ত্র তিন প্রকারে ভাগ করিয়াছেন,—

"সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥"
(গী ১৮।৩৬-৩৯)

আমরা আপাতসুখের প্রয়াসী, সুখের পশ্চাতে যে দুঃখ রহিয়াছে সে দুঃখকে বরণ করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু যেখানে আপাতঃ দুঃখ ফলকালে নিত্যসুখ তাহার জন্য চেষ্টা আমাদের নাই। তজ্জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ বলিতেছেন—এই অনিত্যসুখের প্রয়াসের দ্বারা অমূল্য জীবনকে নষ্ট না করিয়া ভগবানের আরাধনা করাই শ্রেয়ঃ। সাংসারিক সুখের চাহিদা থাকিলেও সেই সুখের মধ্যে বাস্তব কল্যাণের কোন কথা নাই। যাঁহাকে লাভ করিলে সমস্ত কিছুই লাভ হইয়া যায় এবং দুঃখের চিরতরে অবসান হয় তিনিই জীবের নিত্য আরাধ্য শ্রীভগবান্। গীতা (৬।২২) বলিতেছেন,—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা জাগতিক দুঃখকে ভয় করেন না। কারণ তাঁহারা জানেন,—

"যদি কৃষ্ণ পদে চিত্তং ভক্তিস্তব পদপঙ্কজে।
বিষমে দুর্গমে বাপি কা চিন্তা মরণে রণে॥"
"যেই জন কৃষ্ণপদে সঁপিয়াছে প্রাণ।
সে পদকমল যাঁর সদা ধ্যান জ্ঞান॥
কি ভয় কি ভয় তাঁর দুর্গমে গহনে।
কি ভয় কি ভয় তাঁর রণে বা মরণে॥"

এই জন্য শরীর শক্তিহীন হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরারাধনা করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ জীবনের হিসাব দিতে গিয়া বলিতেছেন—মানুষের পরমায়ু শতবর্ষ; অজিতেন্দ্রিয়ের পক্ষে তাহার অর্দ্ধেক। সেই অর্দ্ধেক পরমায়ুর অর্দ্ধাংশ নিদ্রাতে, বাল্যে দশ বৎসর, কৌমারে দশ বৎসর, জরা-গ্রস্ত অবস্থায় বিশ বৎসর এবং সুখের আশায় দুঃখজনক কাম ও বলবান্ মোহে দশ বৎসর অতীত হইয়া যায়। গৃহাসক্তি এত প্রবল হয় যে, বাস্তব-কর্ত্তব্য-বিস্মৃত-জীবনই তাহাদের সম্পদ হইয়া দাঁড়ায়। তাহাদের মোহপাশ ছিন্ন করা কঠিন।

সদানন্দ—আচ্ছা, কামই কি আমাদের এই অমূল্য জীবনের কর্ত্তব্য পথের বাধক?

মহারাজ—কামই ত' আবরণ; ইহা তোমার বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া গীতার কয়েকটী শ্লোক বলিতেছি,—

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্॥"

(গীতা ৩।৩৭-৪১)

অতএব এই কামনা হইতে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কল্যাণ-লাভ সম্ভবপর নহে। দেখ না, মানুষ এই কামনা পরিতৃপ্তির জন্য কত প্রকার ক্লেশই না স্বীকার করে। এমন কি, অতি প্রিয় প্রাণকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া দেয়। ইহার প্রমাণের অভাব নাই। অর্থ না হইলে কোন কিছুই হয় না। সেই অর্থোপার্জ্জনে চোর, সৈনিক ও বণিকের চেষ্টাকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—কামনা-পরিতৃপ্তির সহায়ক-স্বরূপে এই অর্থ-প্রয়াসে তাঁহারা তাহাদের জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছে। এই তুচ্ছ জ্ঞান করিবার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে—কাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

সদানন্দ—সংসার-ভোগে যে ক্লেশ রহিয়াছে তাহা দেখিয়া শুনিয়া মানুষ তাহাতে রত হয় কেন?

মহারাজ—তোমাকে একটী উদাহরণ দিয়া বলিতেছি। মনে কর একজন ব্যক্তি সংসার-জ্বালায় অত্যন্ত জ্বলিয়া-পুড়িয়া

মরিতেছে। তাহাকে বেলা ৯টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত অফিসের কার্য্য করিতে হয়। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমলব্ধ অর্থে সংসার ত' চলেই না, উপরন্তু অভাব অনটনের মধ্যে কাহারও সন্তোষ বিধান না করিতে পারায় প্রাত্যহিক কলহের মধ্যে দিনগুলি কাটিতে থাকে। তথাপি—

"মম মাতা মম পিতা মম চ গৃহিণী গৃহম্।
এবম্বিধ-মমত্বং যঃ স মোহঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

এই 'আমি' 'আমার' মোহ কাটিয়া উঠিতে না পারায় অফিস হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে এদিকে দুঃখকষ্টের কষাঘাত, আর এক দিকে 'আমি' 'আমার' মোহ, উভয়দ্বন্দ্বের মধ্যে সারাদিনের শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে এইরূপ বিচার করিতে থাকেন—"হায়রে! এই পোড়া সংসারের জন্য জীবনে কতই না কষ্ট করিলাম, তথাপি নিজে সুখী হইতে পারিলাম না এবং অন্যকেও সুখী করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে আমার সংসারসম্বন্ধে যদি এইরূপ ধারণা থাকিত তাহা হইলে আর এই দুঃখপূর্ণ সংসারে প্রবেশ করিতাম না।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখনই তাঁহার গৃহের নিকটে আসিলেন, তাঁহার শিশুগণের অস্ফুট বাক্যালাপ এবং স্নেহশীলা প্রাণপ্রিয়ার নির্জ্জন-সঙ্গ ও হাসিমাখা আলাপ মনে উদিত হইল, তখনই তাহা ঐ শ্রান্ত ক্লান্ত ক্লিষ্টের সর্ব্বপ্রকারের দুঃখকষ্টকে ধৌত করিয়া দিল। তাহাদের বাক্যালাপ ও সঙ্গ নির্জ্জীব প্রাণকে সজীব করিয়া তোলে এবং পুনরায় সেই দুঃখকষ্টময় গৃহকর্ম্মে প্রবলভাবে প্রবৃত্ত করিয়া দেয়; তৎসঙ্গে সে আত্মীয়, পরিজন, গৃহ, পরিচ্ছদ সমস্তকে স্মরণ

করিয়া তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে ও তাহাদের সঙ্গ-পরিত্যাগে অসমর্থ হয়। সে কোষকার কীটের মত বহির্গমনের আর দ্বার রাখে না। এখন প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ বুঝিয়া দেখ মানুষ এত কষ্ট সহ্য করিয়াও সংসারে পড়িয়া থাকে কেন।

সদানন্দ—বড় চমৎকার ব্যাখ্যা। আপনার শ্রীমুখ হইতে যেন অমৃত নির্গত হইতেছে। প্রশ্ন করিবার শক্তি আমাদের কতটুকু, তবে জানিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল। প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ শুনিবার আরও বাসনা হইতেছে। আপনি কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন করুন।

মহারাজ—প্রহ্লাদ মহারাজ বলিতেছেন,—ঐ প্রকার ভোগলিপ্সু বদ্ধজীব নিজতত্ত্বে অজ্ঞান থাকিয়া যাহা আত্মবস্তু নহে তাহাকে আত্মভাবে নিজকর্ত্তব্য আচরণে চরম দুঃখ লাভ করিলেও অত্যাসক্তিবশতঃ বিষয়ে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হন না। এইজন্য তাঁহারা অজিতেন্দ্রিয় ও অশান্তকাম। মায়া আমাদিগকে ক্রীড়ামৃগ বা বানরতুল্য করিয়া যেমনি নাচাইতেছে তেমনি নাচিতেছি। অতএব স্থাবর, জঙ্গম, ব্যষ্টি, সমষ্টি, ব্রহ্মা ও দেবতাগণের আশ্রয়—সকলের অন্তর্য্যামী ও ব্যাপক-স্বরূপ সেই পরমেশ্বর মায়াবদ্ধ জীবের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির গম্য না হইয়া আবরণের দ্বারা অগম্য হইয়াছেন। সুতরাং এই আবরণকে উন্মুক্ত করিয়া আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের বাস্তবরূপ দর্শন করিতে হইলে হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক দয়া ও মৈত্র্য-ভাবই

প্রয়োজন। ভগবান্ সন্তুষ্ট হইলে আমাদের অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। তাঁহার মধ্যে সমস্ত কিছুই রহিয়াছে, যেহেতু তিনি পূর্ণবস্তু ও পরমসত্য। প্রহ্লাদের এই অপূর্ব্ব উপদেশ শ্রবণ করিয়া দৈত্যবালকগণ বলিলেন,—"বেশ ভাই! তোমার কথা-গুলি বড় চমৎকার। তুমি এত সুন্দর কথা কোথায় শিখিলে বল ত'? ষণ্ডামর্ক গুরু ছাড়া ত' অন্য গুরু দেখি না। বিশেষতঃ অসুর-পুরীর মধ্যে অন্য কাহারও ত' সঙ্গ পাওয়া দুর্ল্লভ। আমরা তোমার নিকট হইতে কথা লইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিবার জন্য প্রশ্ন করি নাই। আমরা শুশ্রূষু বলিয়া যদি বিশ্বাস কর তাহা হইলে এই সংশয় দূর কর।"

সদানন্দ—দৈত্যবালকগণের প্রশ্নের উত্তরে প্রহ্লাদ কি বলিলেন?

মহারাজ—এ বিষয়ে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মাতৃগর্ভে থাকাকালে প্রহ্লাদ নারদ গোস্বামীর নিকট হইতে ভক্তিজনিত শুদ্ধজ্ঞান ও আত্মা-অনাত্ম-বিবেক উপদেশ লাভ করিয়া-ছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বলিলেন,—"মা স্ত্রী জাতি বলিয়া দীর্ঘদিনের জন্য তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঋষির অনুগ্রহে আমি এখনও ভুলি নাই। তোমরাও যদি সেই শ্রৌতবাণীতে শ্রদ্ধাযুক্ত হও তাহা হইলে তোমরাও সেই ঋষির অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবে। আমাদের এই দেহের ছয়টী বিকার দেখা যায়। কিন্তু আত্মা অবিকারী, উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত, অপক্ষয়শূন্য। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, সকলের আধার, স্বয়ংপ্রকাশ ও পূর্ণ।

এই সমস্ত লক্ষণের দ্বারা তত্ত্বদর্শিগণ দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ জানিয়া মোহজাত দেহাদিতে 'আমি' 'আমার' এই প্রকার জ্ঞান করেন না। পাথরের মধ্যে স্বর্ণ থাকে কিন্তু যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারাই প্রক্রিয়ার দ্বারা পাথর হইতে স্বর্ণ প্রাপ্ত হন। সেই প্রকার এই দেহরূপ-ক্ষেত্রে আত্মার অবস্থিতি। ভক্তিযোগদ্বারা তত্ত্বজ্ঞগণ এই দেহের মধ্যেই ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। তিনি সাক্ষিস্বরূপে সর্ব্বজীবহৃদয়ে বর্ত্তমান। স্থাবর-জঙ্গম উভয়ের মধ্যেই চেতনের অবস্থিতি আছে। দেহকে বাদ দিয়া অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা করিলে, তাঁহা হইতেই যে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয় ইহা নিম্নোক্ত শ্রুত্যুক্তি (তৈঃ ভৃগু, ১ অনু) দ্বারা অনুভব করা যায়, –

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি
জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।"

পরমপুরুষ পরমাত্মা আমাদের বুদ্ধিতে যে ত্রিবিধ বৃত্তি—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, ইহা অনুভব করিয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহাকে অধ্যক্ষ বা অন্তর্য্যামী শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

সদানন্দ—এই পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে জীবের যে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—ইহার মূল কারণ কি কর্ম্ম ?

মহারাজ—তা' বৈ কি। কর্ম্মছাড়া কি প্রকারে আত্মার দেহ-সম্বন্ধ হইতে পারে ?

সদানন্দ—কর্ম্মানুসারে দেহগতি জানিতে ইচ্ছা হয় !

মহারাজ—পুষ্পাদি সুগন্ধ ও অন্যান্য দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু বায়ুপ্রবাহে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে। সেই প্রকার বাসনার দ্বারা ক্রিয়ার বিভিন্নতা। জীবের তিন প্রকার বুদ্ধির আশ্রয়ে জীবের পরিচয় হয়—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুসুপ্তি। অতীত সদবুদ্ধির আশ্রয়ে পরমাত্মজ্ঞানের সম্ভাবনা। বাসনানুরূপ বুদ্ধি গুণ ও কর্ম্মানুসারে জীবকে সংসারে প্রবেশ করাইয়া থাকে। সেই মোহময় সংসার স্বপ্নের মত অজ্ঞানযুক্ত ও অনিত্য ; অতএব কর্ম্মপ্রবাহ-যুক্ত, গুণত্রয়জাত এই জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুসুপ্তি কর্ম্মবীজ নাশ করিতে সমর্থ হয় না। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই তাঁহা সম্ভব। সুতরাং সম্পূর্ণভাবে কর্ম্মবীজ নাশ করিতে ভক্তিই একমাত্র উপায়।

সদানন্দ—এই কর্ম্মপ্রবাহনাশক ভক্তিলাভের উপায় কি ?

মহারাজ—ভক্তিলাভের নিমিত্ত প্রথমেই গুরুপদাশ্রয় ও তাঁহার সেবা এবং তাঁহাকে সমস্ত বস্তু অর্পণ কর্ত্তব্য। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ, ভগবানের আরাধনা, ভগবৎকথাতে শ্রদ্ধা, তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মচিন্তা এবং তাঁহার মূর্ত্তিসমূহ দর্শন ও পূজা—এই সকল ক্রিয়ায় ভগবদ্ভক্তির অন্তরায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয় রিপু এবং বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধ-বেগ, জিহ্বাবেগ, উদর বেগ ও উপস্থবেগ এই ছয় বেগকে জয় করিয়া ভক্তিলাভের সৌভাগ্য হয়। তখন ভক্তের

ভগবান্ বাসুদেবে আসক্তি উপস্থিতি হয়; সেই আসক্তিহেতু লোকাপেক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীহরির গুণ-কীর্ত্তনে তাঁহারা মত্ত হন। কোন প্রকার বন্ধনই তখন তাঁহাদের থাকে না। তখন ভক্ত সচ্চিদানন্দময়তা প্রাপ্ত হন এবং ফলস্বরূপে প্রেমময় লীলা-পুরুষোত্তম ভগবানে প্রেমসেবাসুখ লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সেই জীবের পরমবন্ধু, যিনি সর্ব্বতোভাবে আপন হইয়া জীবের সহিত বসবাস করিতেছেন তাঁহাকে বাদ দিয়া জীব বিষয়-ভোগেতেই ব্যাকুল। এই নশ্বর জীবনে যাহাদিগকে আপন জ্ঞান করিতেছ তাহাদের দ্বারা জীবের শুভ হইতে পারে না, মানব ইহা বুঝিতে না পারিয়া দুর্ল্লভ মনুষ্যজীবন নষ্ট করিয়া থাকে। কর্ম্মপ্রচেষ্টাই জীবের দুঃখের কারণ। দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখ-প্রাপ্তি জীবের কাম্য থাকিলেও ঐ কামনাই তাহাদের চরম অশান্তি প্রদান করিয়া থাকে। তথাপি কুক্কুর-শৃগালাদির ভক্ষ্য এই নশ্বর দেহের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে পারে না। দেহ যখন অনিত্য তখন তৎসম্বন্ধিভূত পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, ধন, রাজ্য প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী। ইহা বলা বাহুল্যমাত্র।

সদানন্দ—তাহা হইলে কি আপনি বলিতে চান, প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশানুসারে ইন্দ্রিয়জ সুখকেও দুঃখই বলিব?

মহারাজ—হ্যাঁ, প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশকে যদি মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে অন্যান্য সুখ ত' দুঃখপ্রদ বটেই, এমন কি সর্ব্বাপেক্ষা সুখ যে স্ত্রী-সম্ভোগাদি তাহাও দুঃখপ্রদ। অন্যত্র বলিয়াছেন—"যন্মৈথুনাদি গৃহমেধি-

সুখং হি তুচ্ছং কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।”—(ভাঃ ৭।৯।৪৫)। দুঃখের প্রতিকার করিয়াই জীব চলিতেছে। সুখের কোন কথাই এখানে নাই। “কুর্ব্বন্ দুঃখপ্রতিকারং সুখবৎ মন্যতে গৃহী।” তোমাকে উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি,—যেমন একটী লোক মাথায় একটী ভারি বোঝা লইয়া যাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে বোঝার ভারে মাথার যন্ত্রণা হইতে লাগিলে মাথার বোঝা কাঁধে নামাইয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—“আঃ বাঁচিলাম” তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন—“তোমার কথা শুনিয়া আমার হাসি লাগিতেছে। তুমি বাঁচিলে বলিতেছ কেন?” তদুত্তরে সে বলিল—“আজ্ঞে, বোঝার ভারে আমার মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হইতেছিল। ঐ বোঝা কাঁধে নামাইতে কষ্টের লাঘব হইয়াছে।” তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন—“কোথায়, তোমার কষ্টের লাঘব ত' দেখিতেছি না। বোঝার ভার ত' তোমার শরীরের মধ্যেই রহিয়াছে। কেবল মাথার বোঝা কাঁধে নামিয়াছ মাত্র। কিন্তু বোঝা ঠিক শরীরেই রহিয়াছে। কেবল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আনিবার জন্য পূর্ব্ব দুঃখের লাঘবতাকেই সুখ বলিয়া মনে করিতেছ। কিন্তু বস্তুতঃ উহা সুখ নয়।” এ সম্বন্ধে তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সর্ব্বসুখময় শ্রীহরি সর্ব্বজীবের আত্মা ও সকলের প্রিয় ঈশ্বর। সর্ব্বপ্রকারের কামনাশূন্য হইয়া তাঁহার আরাধনা করিলেই বাস্তব সুখ লাভ করিতে পারিবে। কেবল মনুষ্য নহে, দেবতা-অসুর-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব সকলেরই সেই শ্রীহরির আরাধনা করা কর্ত্তব্য। প্রহ্লাদ মহারাজ সেই শ্রীভগবানে

ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারা পরমপুরুষার্থ-লাভের জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রহ্লাদ মহারাজের সর্ব্বশাস্ত্রসার এই সমস্ত অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিলে সমস্ত জড়-কাম দূরীভূত হইয়া তীব্র ভক্তিযোগ লাভ হইবে এবং সেই ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবদ্দর্শনে জীবের অনাদিবহির্ম্মুখতা দূর হইবে—ইহাই আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

সদানন্দ—প্রহ্লাদ মহারাজের নিরপেক্ষ উপদেশ বাস্তবিকই কল্যাণকর ; এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশক্রমে অসুর বালকগণও ঈশ্বরানুরাগী হইয়া পড়িলেন। হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদকে বধ করিবার সর্ব্বপ্রকারের প্রয়াস ব্যর্থ হইল। এমতাবস্থায় তিনি (হিরণ্যকশিপু) কি বিচার অবলম্বন করিলেন, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য প্রবল আগ্রহ হইতেছে।

মহারাজ—ভক্ত প্রহ্লাদের সঙ্গক্রমে দৈত্যবালকগণও শ্রীহরির পাদপদ্ম আশ্রয় করিতেছে দেখিয়া ষণ্ডামর্ক দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর নিকট সমূহ বৃত্তান্ত বলিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্ধ হইয়া কম্পিত-কলেবরে কটূক্তিদ্বারা প্রহ্লাদকে গালি দিতে লাগিলেন এবং প্রহ্লাদকে বধ করিতেই হইবে—এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন। পদাহত সর্পের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে তিনি বিনয়ী, নম্র, জিতচিত্ত প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিলেন,—"ওরে দুর্ব্বিনীত! মন্দবুদ্ধে! কুলাধম! তুই আমার আদেশ লঙ্ঘন করিতেছিস্, তজ্জন্য তো'কে

সদ্যই যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি। ওরে হতভাগ্য! আমার ভ্রূকুটীতে লোকপালগণের সহিত ত্রিভুবন কম্পিত হইয়া থাকে। বল দেখি, তুই কাহার বলে বলীয়ান্ হইয়া নির্ভয়ে আমার শাসনকে অতিক্রম করিতেছিস্?" তদুত্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ বলিলেন—"আজ আমি যাঁহার বলে বলীয়ান্, সেই বল যে কেবল আমার তাহা নহে। সে বলে আপনি, এমন কি, সকল বলবান্ ব্যক্তিই বলীয়ান্। স্থাবর জঙ্গম হইতে ব্রহ্মাদি দেবতা পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার বলে বশীভূত। সেই সর্ব্ববলাশ্রয়—পরমেশ্বর। তিনিই নিয়ন্তা, ইন্দ্রিয়-মন-দেহ সকলেরই আত্মস্বরূপ। তাঁহার শক্তির তুলনা হইতে পারে না। সকলের উপরেই তাঁহার স্থান। তিনি ত্রিগুণের অধীশ্বর। সেই শক্তিমান্ নিজ শক্তির দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধন করিয়া থাকেন। আপনার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, আপনি সর্ব্ববলাশ্রয় পরমেশ্বরের বলে বলীয়ান্ হইয়াও তাঁহার শক্তিকে অস্বীকার করিয়া নিজ প্রভুত্বের গর্ব্বে গর্ব্বিত। আপনি যদি বাস্তব কল্যাণ লাভ করিতে চা'ন, তাহা হইলে এই প্রকার আসুরিক স্বভাব পরিত্যাগ করুন। 'শত্রু' 'মিত্র' এইপ্রকার জ্ঞানের দ্বারা শান্তির অবকাশ নাই; সকলের প্রতি সমভাবই শান্তির একমাত্র কারণ। শত্রু বলিতে আমরা যাহাদিগকে বুঝি, তাহারা আমাদের শত্রু নহে। কেবল অবশীভূত ও বিপথগামী মনই আমাদের শত্রু। এই মনকে সংযত করিতে পারিলেই শ্রীভবাগনের ও তাঁহার শক্তির পরিচয় উপলব্ধ হইয়া থাকে। আপনার 'ত্রিলোক-জয়'-রূপ যে প্রভুত্বের উক্তি, ইহা

মূঢ়তা ব্যতীত আর কিছুই নয়। পূর্ব্বকালে এইরূপ গর্ব্বিত অভিমানীর পতনের ইতিহাস বিরল নহে। কামাদি ছয়টী শত্রু যাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া বসিয়া আছে, সেই রিপুষট্‌ককে জয় না করিয়া যাহারা 'সকলকে জয় করিয়াছি' বলিয়া মনে করে তাহাদের জয়োক্তি পাগলের প্রলাপ ব্যতীত আর কি? যাঁহারা জিতচিত্ত সাধু, তাঁহাদের কেহই শত্রু হইতে পারে না।"

সদানন্দ—কাম-ক্রোধাদি যে ছয়টী রিপুর কথা বলিলেন, ইহা একটু বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া বলুন।

মহারাজ—তোমাকে এ' সম্বন্ধে পূর্ব্বে সংক্ষেপে বলিয়াছি। সোজা কথায় বলিতে গেলে ভোগবাসনাই কাম। উহার স্থান ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। গীতা (৬।৪০) বলিতেছেন,—

"ইন্দ্রিয়ানি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয় জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥"

বিশদভাবে বলিতে গেলে বিষয়বাসনাই কাম। বিষয় পাঁচ ভাগে বিভক্ত—রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ। এই পাঁচটীর যেখানে পূর্ণ সমাবেশ হইয়াছে তাহা পুরুষের নিকট প্রকৃতি এবং প্রকৃতির নিকট পুরুষ। এই প্রকৃতি পুরুষের মিলন সুখই মায়ামুগ্ধজীবের মুখ্য কাম বা বাসনা। আর যাহা কিছু বাসনা পরিদৃষ্ট হয় তাহা গৌণ অথবা এই কামের পরিপোষক সূত্রে। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১৪।৩০) বলিতেছেন,—

"ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥"

এই কামনা পরিত্যাগ করা খুবই কঠিন। তজ্জন্য যযাতি তাঁহার ভোগের উপলব্ধি জগতের কল্যাণের জন্য দান করিয়া বলিয়াছেন,—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"
(ভাগবত ৯।১৯।১৪)

কামের দ্বারা কাম কখনও নিবৃত্ত হয় না। উহা বর্দ্ধিতই হইতে থাকে। শঙ্করাচার্য্যের উক্তিতেও পাওয়া যায়—

"অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তং বিহীনং জাতুং তুণ্ডম্।
করধৃত-কম্পিত-শোভিত-দণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্॥"

এই কামই আমাদের বন্ধনের মূলকারণ।

সদানন্দ—আচ্ছা, এই কাম কি প্রকারে উৎপত্তি হয়?

মহারাজ—তোমার প্রশ্নের উত্তরে গীতাশাস্ত্র (২।৬২-৬৩) কি বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষ পজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

সঙ্গের দ্বারা 'কাম' জন্মায়। কামের অতৃপ্তিতেই 'ক্রোধ'। এইরূপে গীতা পরপর উত্তমভাবে বুঝাইয়াছেন। লোভ বলিতে

লালসাকেই বুঝায়। "বিষয় ইন্দ্রিয়সংযোগাৎ মনঃ ক্ষুভ্যতি সর্ব্বদা।" পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের সহিত ভোগোন্মত্ত ইন্দ্রিয়ের যে সংযোগ, সেই সংযোগফলেই ভোগকর বিষয়কে বারংবার প্রাপ্তির যে ইচ্ছা বা বাসনা, তাহাই লালসা বা 'লোভ'। আর উক্ত বিষয়ের প্রতি যে মত্ততা তাহাই 'মদ'-শব্দবাচ্য। 'মোহ' বলিতে শাস্ত্রীয়ভাষায় তোমাকে বলিতেছি,—

"মম মাতা মম পিতা মম চ গৃহিণী গৃহম্।
এবম্বিধং মমত্বং যঃ স মোহঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

এই যে 'আমি', 'আমার' বোধ, ইহাই মোহ। মৎসরতা বলিতে 'পরসুখে অসহিষ্ণুতা' বুঝায়, যাহাকে আর এক ভাষায় বলিতে পারা যায়—"পরশ্রীকাতরতা।"

সদানন্দ—আপনার নিকট এই ছয় রিপুর অর্থ সুন্দরভাবে উপলব্ধি করিলাম। তারপর প্রহ্লাদের উত্তরে হিরণ্য-কশিপু কি বলিলেন, তাহা বলুন।

মহারাজ—প্রহ্লাদের উত্তরে তখন হিরণ্যকশিপু বলিলেন—"ওরে! তো'র বড় গর্ব্ব হইয়াছে, দেখিতেছি। নিজেকে জিত-চিত্ত বলিয়া আমার নিন্দা করিতেছিস্। মুমূর্ষু ব্যক্তিই এই প্রকার উক্তি করিয়া থাকে। আচ্ছা বল্ দেখি, আমি ছাড়া যদি আর একজন ঈশ্বর থাকে তাহা হইলে সে কোথায়?" তদুত্তরে প্রহ্লাদ বলিলেন,—"আমার হরি সর্ব্বত্রই থাকেন।" তখন হিরণ্যকশিপু বলিলেন,—

"ক্বাসৌ যদি সঃ সর্ব্বত্র, কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে ?"

"যদি তো'র হরি সর্ব্বত্রই থাকে তাহা হইলে এই স্তম্ভের মধ্যে তাহাকে দেখা যাইতেছে না কেন ?" প্রহ্লাদ মহারাজ বলিলেন,—"আমার হরি এই স্তম্ভের মধ্যেও আছেন।" তখন হিরণ্যকশিপু এক লম্ফে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে স্তম্ভের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। সেই মুষ্টির প্রহারে 'ভগবানের সর্ব্বত্র স্থিতি' এই ভক্তবাক্য সত্য-বিধান-কল্পে শ্রীভগবান্ ভীষণ শব্দের মধ্যে "ন মৃগঃ ন মানুষঃ" নরসিংহ-মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইলেন এবং অনায়াসে হিরণ্যকশিপুকে দ্বারদেশে স্বীয় উরুর উপর রাখিয়া নখের দ্বারা তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বধ করিয়া ফেলিলেন।

সদানন্দ—কি প্রকারে ভগবান্ ভক্তকে রক্ষা করেন, ইহা বেশ বুঝিলাম। হিরণ্যকশিপুবধের পর কি ঘটনা ঘটিল তাহা জানিতে বাসনা হইতেছে।

মহারাজ—ভক্তদ্রোহী হিরণ্যকশিপু বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও শ্রীনৃসিংহদেবের ক্রোধ প্রশমিত না হওয়ায় ব্রহ্মাদি দেবগণ, এমন কি শ্রীলক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস পাইলেন না। ভক্তবশ ভগবান্। তাই প্রহ্লাদই তাঁহার কোপ শান্ত করিতে পারিবেন বলিয়া ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে প্রেরিত হইলেন। সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন শ্রীনৃসিংহের প্রতি ভক্তিযুক্ত প্রহ্লাদ নির্ভয়ে তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। ভক্ত

প্রহ্লাদকে পতিত হইতে দেখিয়া শ্রীনৃসিংহদেব তাঁহার বরাভয়প্রদ হস্ত দুইটী প্রহ্লাদের মস্তকে প্রদান করিলেন। তাঁহার হস্তস্পর্শে ভগবজ্‌জ্ঞানের উদয় হইলে প্রহ্লাদ প্রেম-গদ্‌গদবচনে শ্রীনৃসিংহ-দেবের স্তব করিতে লাগিলেন। অবশ্য এই শ্রীনৃসিংহস্তব বিশদ-ভাবে বলা কঠিন। সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রহ্লাদ বলিলেন,—"হে হরি! আজ পর্য্যন্ত ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, ঋষিগণ ও সিদ্ধগণ আপনার গুণকীর্ত্তনে সমর্থ হন নাই। আর আমি ঘোর ভগবদ্বিমুখ অসুরকুলে জন্মলাভ করিয়া আপনার কি স্তব করিতে পারি, যাহাতে আপনি সন্তোষ লাভ করিবেন? তবে ইহা সত্যকথা জন্ম,ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী, তপস্যা, তেজ, প্রতাপ, শারীরিক বল, পৌরুষ, বুদ্ধি, এমন কি, অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারাও ভগবদারাধনা সম্ভব নহে। "ভক্ত্যা তুষ্যন্তি কেবলম্ ন চ গুণৈঃ ভক্তিপ্রিয়-মাধবম্"। অতএব ভক্তিই আপনার (শ্রীভগবানের) প্রাপক। গজেন্দ্র তাহার সাক্ষী।

"জ্ঞানং চ সত্যং চ দমঃ শমশ্চ
হ্যমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া
দানং চ যজ্ঞশ্চ তপঃ শ্রুতং চ
মহাব্রতা দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥"

ব্রাহ্মণ এই দ্বাদশগুণে ভূষিত হইয়াও যদি ভগবানের চরণ-বিমুখ হ'ন, তাহা হইলে তদপেক্ষা যাঁহার কায়, মন ও বাক্য ভগবানে অর্পিত, এরূপ চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত ব্যক্তি সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ; কেন না, তিনি সর্ব্বগুণাধার ভগবানের শ্রীচরণে শরণ লইয়াছেন,

তজ্জন্য তদ্দ্বারা নিজকুল পবিত্র হইয়াছে, কিন্তু ভগবদ্ভজনের অভাব-হেতু অতি গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ তাহা পারেন না।

সদানন্দ—মহারাজ! আপনাকে অনেক বিরক্ত করিতেছি। একটা প্রশ্নের উদয় হইতেছে। সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন ভগবানের অভাব কিছুই নাই। কিন্তু তিনি অন্যের পূজাকে অপেক্ষা করেন কেন? পূজা করিলে সন্তুষ্ট হইবেন, পূজা না করিলে সন্তুষ্ট হইবেন না, ইহাই বা কি প্রকার কথা?

মহারাজ—তোমার প্রশ্ন অতি উত্তম। উত্তর শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের কথাতেই রহিয়াছে।

"নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥"

(ভাঃ ৭।৯।১১)

ভগবান পূর্ণবস্তু; তাঁহার কোন অভাব নাই, যাঁহার জন্য আমাদের নিকট হইতে কিছু প্রাপ্ত হইয়া তিনি লাভবান্ হইবেন। তিনি যে পূজা গ্রহণ করেন, ইহা মাদৃশ অজ্ঞান জনগণের কল্যাণের জন্য। এই গ্রহণ করাটা তাঁহার দয়া। আমরা তাঁহার প্রতি যে পূজা ও সম্মান প্রদান করি, তাহা প্রতি-মুখশ্রী, অর্থাৎ আমি যদি অলকা-তিলকায় শোভিত হই, আমার প্রতিবিম্বও আপনা আপনি সজ্জিত হইয়া যাইবে। অতএব প্রতিবিম্বের

স্বার্থের দিকে তাকাইতে গেলে বিম্বকে যেমন সাজান দরকার, সেইপ্রকার আমাদের কল্যাণ লাভ করিতে হইলে ভগবানের সেবা করা দরকার। ইহাতে ভগবানের লাভ নয়, আমাদেরই লাভ।

সদানন্দ—বা চমৎকার! এত সংক্ষেপে এই প্রকার মীমাংসা আছে, ধারণা করিতে পারি নাই। আচ্ছা, তারপরে কি হইল বলুন।

মহারাজ—প্রহ্লাদ মহারাজ বলিলেন,—"ভগবান্ এই প্রকার করুণাময় বলিয়া আমি যদিও নীচ, তথাপি নির্ভয়ে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি-অনুসারে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিব। কারণ, ভগবানের গুণ কীর্ত্তন করিলে অবিদ্যা বা সংসার নষ্ট হইয়া যায়; জীব পরম পবিত্র হয়। কারণ আপনার যে লীলা উহা জগৎকল্যাণকর। হে প্রভো! আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, কারণ অসুর নিহত হইয়াছে। আপনি যে রূপে জগতে প্রকটিত হইয়াছেন, এই রূপ সর্ব্বভয়হারী—এ' বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আপনার এই অতি ভয়াবহ রূপ দেখিয়াও আমার কিন্তু ভয়ের উদ্রেক হইতেছে না। আমি নিজ কর্ম্মানুসারে আপনার পাদপদ্মবিমুখ হইয়া এই অসুরগণের মধ্যে সংসারচক্রে পড়িয়াছি এবং অতি ভয়াবহ সেই সংসারচক্রেই আমি ভীত হইতেছি। আমি কেবলই ভাবিতেছি, কবে আবার আপনার অশোক,

অভয় চরণপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় লাভ করিব। সকল জন্মেই প্রিয় ও অপ্রিয়ের সংযোগ ও বিয়োগ, কখনও শোক, কখনও দুঃখ, কখনও আনন্দ এই প্রকারে মোহিত হইয়া ত্রিতাপ-দগ্ধ জীবনে দুঃখের প্রতিকার করিয়া সুখপ্রাপ্তির জন্য অন্য দুঃখকে প্রাপ্ত হইলেও দেহাভিমানে মুগ্ধ আমি নিজস্বরূপ উপলব্ধি না করিয়া জন্মজন্মান্তরে ভ্রমণ করিতেছি। অতএব আপনার পদাশ্রয় ব্যতীত অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না। আপনার ভক্তগণের সঙ্গক্রমে আপনার গুণ কীর্ত্তনের দ্বারা আপনার পাদপদ্ম-বিমুখতা-রূপ দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইবার বাসনা করিতেছি। সেই দুঃখের প্রতিকার একমাত্র আপনার কৃপা এবং জীবের শরণাগতি। আপনার দ্বারা উপেক্ষিত জনগণের প্রতিকারের যে চেষ্টা, তাহা বিফল। সন্তানের রক্ষক পিতামাতা, পীড়ার রক্ষক ঔষধ, সমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তির রক্ষক নৌকা নহে। অতএব আপনার পাদপদ্মবিমুখ জনগণের মায়ার সংসর্গে যে দুঃখ, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে আপনার কৃপাই একমাত্র প্রয়োজন। আপনার কৃপাব্যতীত গুণময়ী মায়াকে কে অতিক্রম করিতে পারে? বাসনাই মায়ার গুণের কার্য্য। সেই বাসনা আমাদিগকে বদ্ধ করিয়াছে। লোকপালগণের কাম্য আয়ু, সম্পৎ, ঐশ্বর্য্য—তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ঐ সমস্ত কামনার কোন মূল্য নাই। আমার পিতা সমস্তই লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার ভ্রূকুটীতে সকলের কামনা হতপ্রভ হইয়া গিয়াছিল। অতএব ভোগের পরিণাম এবং ভোগোপকরণ বস্তুর

পরিণাম আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার ঐ সমস্ত বস্তুর চাহিদা নাই। অজ্ঞানে লোক মৃগতৃষ্ণিকাস্বরূপ শ্রবণসুখকর বিষয়সকল আর রোগের উদ্ভব-স্থান এই শরীরের অনিত্যতা জানিয়াও আপনার পাদপদ্ম ভজন করে না এবং এই সুখচেষ্টা যে কামাগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতে পারে না, তাহাও উপলব্ধি করে না। ঠাকুর! আপনার দয়ার অন্ত নাই। যে হস্ত-স্পর্শ ব্রহ্মা-শিবাদিরও দুর্ল্লভ, সেই হস্ত আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার মস্তকে অর্পণ করিয়াছেন। আমি অজ্ঞান, তাই আপনার তত্ত্ব বুঝিতে পারি না। আপনার সেবা করিলে কল্পতরুসম আপনার অনুগ্রহলাভে কোন কিছুরই অভাব থাকে না। তখন আপনার নিকট কোন উচ্চনীচ ভাব থাকে না—ইহা বুঝিতে পারি না। আপনার একান্ত ভক্ত আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম নারদ গোস্বামীর কৃপা ব্যতীত আমার ন্যায় হতভাগ্য জীবের কল্যাণের কোন প্রকারই সম্ভাবনা ছিল না। অতএব আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাই একমাত্র কাম্য। আপনি সেই ঋষিবাক্য সত্য করিবার জন্য পিতাকে বধ করিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। ইহার দ্বারা ভগবদ্ভক্ত-কৃপানুগামিনী যে আপনার কৃপা, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। আপনি অনাদির আদি। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ে আপনার অবস্থিতি সত্য। কার্য্য-কারণাত্মক বিচারে সমস্ত জগৎই আপনি, আবার জগৎ হইতেও আপনি ভিন্ন। যেহেতু কারণ কখনও কার্য্য হইতে পারে না, এইজন্য আপনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময়। আপনার সম্বন্ধ-জ্ঞান-শূন্য হইলে জীবেতে স্ব-পর-জ্ঞান

আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাই মায়া। সেই মায়াতে মোহিত হইয়াই জীব আপনা হইতেই যে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—ইহা উপলব্ধি করিতে পারে না। বীজ ও বৃক্ষের ন্যায় জগতের সহিত আপনার ওতপ্রোত সম্বন্ধ, আপনাতে বৈষম্যের গন্ধ নাই। কিন্তু জগৎ পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া তাহাতে বৈষম্য রহিয়াছে। আত্মযোনি ব্রহ্মা আপনার নাভিপদ্ম হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াও প্রথমতঃ আপনার সাক্ষাৎ অনুভূতি পান নাই, বিশুদ্ধভাবে তীব্র তপস্যা-দ্বারা আপনাকে অবগত হইয়াছিলেন; আমাদের আর কি কথা? আপনার শুদ্ধসত্ত্বময় স্বরূপের উপলব্ধি সাধনার দ্বারাই সম্ভব। আপনি বহু রূপেতেই জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, ইহা আমাদের বিচার ও তর্কের বাহিরে। আমার দূরিত, দুষ্ট, কামাতুর, হর্ষ-শোক-ভয়যুক্ত ও পরমার্থ-ধনের অভাবে পীড়িত চিত্তে আপনার গুণ-মহিমার স্থান নাই। এবম্বিধ ব্যক্তির পক্ষে আপনার গুণ-কীর্ত্তন অসম্ভব। কামাদি ষড়্‌রিপুর আকর্ষণে আকৃষ্ট মাদৃশ জীবের কল্যাণের অন্য কোন উপায় নাই; তথাপি আপনি অখিল-লোক-গুরু। আপনার অনুগ্রহ হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। মদ্‌গুরু শ্রীনারদ গোস্বামীর অনুগ্রহে আপনার কথামৃতে মগ্নচিত্ত হইয়া দুস্তরা বৈতরণী নদীকে আর ভয় করিতেছি না। কিন্তু আপনাহইতে বিমুখ ইন্দ্রিয়সুখারামীদের সঙ্গকে ভয় করিতেছি। কারণ তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিতেছি এবং তাহাদের জন্য শোক করিতেছি। নিজমুক্তির জন্য মুনিগণ নির্জ্জনে সাধনে ব্রতী হ'ন। তাঁহারা অন্যের কল্যাণের জন্য

চেষ্টিত নহেন। কিন্তু হে ঠাকুর! আপনার পাদপদ্মবিমুখ এই অসুরগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একা মুক্তিলাভ করিতে চাই না। কারণ, ইহারা না বুঝিলেও আপনি ব্যতীত ইহাদের রক্ষক আর কেহ নাই। স্ত্রীসম্ভোগাদি ইন্দ্রিয়-সুখ অতি দুঃখপ্রদ হইলেও কামুকগণ তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না, একমাত্র আপনার কৃপাস্নিগ্ধ ব্যক্তিগণই সেই বেগকে ধারণ করিতে সমর্থ হ'ন। অতএব বিচার করিয়া দেখিলে একমাত্র ভবদীয়-কৃপাই জীবের সাধন-সর্ব্বস্ব।

সদানন্দ—প্রহ্লাদ মহারাজ স্তবের মধ্য দিয়া যে সমস্ত উপদেশ বর্ণন করিলেন, তাহা বাস্তবিক বিচারপূর্ণ ও নিত্য-কল্যাণপ্রদ। প্রহ্লাদের স্তবে শ্রীনৃসিংহদেব কি বলিলেন?

মহারাজ—তদুত্তরে শ্রীনৃসিংহদেব বলিলেন,—"হে প্রহ্লাদ! তোমার মঙ্গল হউক। তোমার স্তবে আমি অতিশয় সন্তোষলাভ করিয়াছি। আমি বরদ, আমার নিকট বর গ্রহণ কর। আমাকে প্রসন্ন না করিলে আমার দর্শন দুর্ল্লভ জানিবে। আমার দর্শনে প্রাণিগণের শোক থাকে না।" শ্রীনৃসিংহদেব এই প্রকার বাক্যের দ্বারা প্রহ্লাদকে প্রলুব্ধ করিতে চাহিলেও, ভগবানে ঐকান্তিক-ভক্তি-হেতু তিনি প্রলুব্ধ হইলেন না। প্রহ্লাদ মহারাজ তদুত্তরে বলিলেন,—"স্বভাবতঃ বিষয়াসক্ত মাদৃশ জীবকে আপনি বরপ্রদানে লুব্ধ করিয়া বঞ্চিত করিবেন না, যেহেতু আমি আপনার শরণাগত। 'যস্ত আশিষ আশাস্তে

ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্॥' —(ভাঃ ৭।১০।৪)। যে আপনার সেবা করিয়া—কিছু ফুল নৈবেদ্য দিয়া আপনার নিকট ভোগোপকরণ প্রার্থনা করে, সে কখনও ভৃত্য বা সেবক নহে, সে বণিক্ মাত্র। কিন্তু হে প্রভো!—

যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্॥
(ভাগবত ৭।১০।৭)

আপনি বরদর্ষভ, তাহা আমি জানি। আমাকে আমার অভিলষিত বরপ্রদানে যদি ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে আপনার শ্রীচরণে আমার ইহাই প্রার্থনা যে, আমার হৃদয় কামনা-বাসনা-শূন্য হউক। আমি যেন আপনার অহৈতুকী সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকিতে পারি।" শ্রীনৃসিংহদেব আর কিছু বর চাহিতে বলিলে প্রহ্লাদ বলিলেন—"হে ভগবন্! আমার পিতা আপনার চরণে অপরাধী এবং আমি আপনার আশ্রিত বলিয়া তিনি আমার প্রতি বহু অত্যাচার করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহার যে পাপ ও অপরাধ হইয়াছে তাহা হইতে তিনি মুক্ত হউন।" তদুত্তরে শ্রীনৃসিংহদেব বলিলেন,—"আমার দ্বারা যে হত হইয়াছে, তাহার কি কল্যাণ হয় নাই? বিশেষতঃ যে বংশে তোমার ন্যায় ভগবদ্ভক্ত জন্মগ্রহণ করে, তাহার একবিংশতি পুরুষের উদ্ধার হইয়া যায়। অতএব হে কুলপাবন! তোমার আবির্ভাবে তিনি পবিত্র হইয়াছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" এই প্রকারে ভক্ত-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও প্রহ্লাদকে সন্তুষ্ট করিয়া

ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব অন্তর্হিত হইলেন। বাবা সদানন্দ! প্রহ্লাদ মহারাজের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলে আমরা যে-কোন অবস্থাতে থাকি না কেন, সেখান হইতেই ভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছিতে পারিব। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, সাধু-সঙ্গের অভাবে ভগবানের দিকে জীবের রুচি আসিতেছে না। ভক্তি-বিঘ্ন-বিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের পাদপদ্ম-স্মরণেই ভজনের সমস্ত বাধা অপসারিত হইয়া প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্তসঙ্গ লাভ করতঃ ঈশ্বর-ভজনে অনুরাগ আসিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রহ্লাদ মহারাজের পূতচরিত্র বর্ণনে আমি অযোগ্য হইলেও তোমার প্রশ্নের উত্তরে আত্মশোধনের জন্য নিজ-যোগ্যতা-অনুসারে কিছু কীর্ত্তন করিলাম। জানি না, আমার এই কীর্ত্তন তোমাদের কল্যাণে আসিবে কি না। আজ অনেক বেলা হইয়াছে, আলোচনা এইখানেই সমাপ্ত করা ভাল, যদি তোমাদের পুনঃ কোন বিষয় শুনিবার বাসনা থাকে, আগামী কল্য সাধ্যমত তোমাদের ইচ্ছা পূরণে চেষ্টা করিব।

সদানন্দ মহারাজের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বলিল,—"আজ আমার কি সৌভাগ্য! নটবর আসিয়াছিল বলিয়া আপনার শ্রীমুখ-বিগলিত কতই মধুর উপদেশ শ্রবণ করিলাম।" এবং সঙ্গে সঙ্গে নটবরকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ভাই! কি প্রকার উপদেশ শ্রবণ করিলে?" নটবর আনন্দে অধীর হইয়া বলিতে লাগিল,—"আমার ন্যায় হতভাগ্যের জীবনে যে এই প্রকার সুযোগ আসিবে ইহা স্বপ্নেও ধারণা করিতে পারি নাই। আমি

নিজেকে বাস্তবিকই কৃতার্থ মনে করিতেছি। এখন বাবা, মা, ও পিসে মহাশয়ের প্রতি অহৈতুকী কৃপা হইলেই আমি ধন্য হইব।" তখন নটবরের পিতা বলিতে লাগিলেন,—"বাবা নটবর! আজ তুমি ও সদানন্দ প্রকৃতই পুত্রের কার্য্য করিলে; আমরাও হিরণ্যকশিপু হইতে কিছু কম নই। আজ মহারাজের মধুর উপদেশ শ্রবণে আমার চিত্ত বিগলিত হইয়াছে। এখন আমার একমাত্র প্রার্থনা—শ্রীল মহারাজের কৃপা।" নটবরের পিসে মহাশয় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"বাবা! তোমার পিতার কথার সহিত আমিও একমত। এখন বুঝিতেছি, আমার ন্যায় পাপিষ্ঠ আর কেহ নাই। বৈষ্ণবচূড়ামণি মহারাজের কৃপা লাভ করিলে হয় ত' কোন দিন ধন্য হইতে পারিব।" নটবরের মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে মহারাজের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"বাবা! আমি স্ত্রীজাতি, পরাধীন জীবন, ভালমন্দ-জ্ঞানহীন, কেবল সংসারকেই এতদিন আঁকড়াইয়া পড়িয়াছিলাম, নিজের কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝিও নাই, বুঝিবার চেষ্টা করিবার সুযোগ সুবিধাও ছিল না। সদানন্দের সঙ্গ-প্রভাবে নটবরের বুদ্ধি ও চিত্ত আপনার পাদপদ্মে আকৃষ্ট হওয়ায় আজ আপনার দুর্ল্লভ সঙ্গলাভে সংসারের ঘৃণিত জীবনের কথা স্মরণ করিয়া জীবনে ধিক্কার আসিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আপনার পদাশ্রয়ে শ্রীহরি-আরাধনার ব্যাকুলতা আসিয়াছে। আমি স্ত্রীজাতি বলিয়া ঘৃণা না করিয়া আপনার শ্রীচরণে স্থান দিলে এই নারীজীবন ধন্য হইবে।"

মহারাজ তখন প্রশান্তবাক্যে সকলকে বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের গোরাচাঁদ ও গৌরের অনুগত জনগণ পতিতপাবন। পতিতকে উদ্ধার করাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র কার্য্য। আপনারা শ্রীগৌরসুন্দরের নিকটে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানান। তাঁহার করুণা হইলে তিনি আপনাদের আত্মসাৎ করিবেন, এখন প্রসাদ সম্মান করিয়া বিশ্রাম করুন।"

মহারাজের আদেশক্রমে সদানন্দ সকলকে লইয়া প্রসাদ সম্মান পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ধ্রুব-চরিত্র

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সদানন্দ, নটবর, নটবরের বাবা ও মা এবং পিসে মশায় মহারাজের নিকট হইতে শ্রুত প্রহ্লাদ মহারাজের জীবনী ও শিক্ষা পরস্পর আলোচনা করিলেন; তজ্জন্য শয্যাগ্রহণ করিতে বিলম্ব হইয়াছিল। যথাসময়ে ঘুমের নেশা না ছাড়ায় আরতির কাঁসর-ঘণ্টাধ্বনিতে সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সকলে বলাবলি করিতে লাগিলেন,—"হায়! আজ আর আরতি দর্শন হইল না। যাক্, এখন তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হওয়া যাক্। মহারাজ খুব ভোরেই হরিকথা বলিবার জন্য নাট্যমন্দিরে আসিয়া বসেন, বিলম্ব হইলে শ্রবণে বঞ্চিত হইতে হইবে। এই বলিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া সকলেই শ্রীচৈতন্যমঠের নাট্যমন্দিরে উপস্থিত হইয়া শ্রীল মহারাজের চরণে প্রণত হইলেন।

মহারাজ—তোমরা কিছু জলযোগ করিয়াছ কি? কাল কথা-বার্ত্তায় আমি জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে অনেক বেলা হইয়া গেল। কাল নিশ্চয়ই কষ্ট হইয়াছে। আজও হয় ত' কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে বেলা হইতে পারে।

নটবরের পিতা—আজ্ঞে না, আপনার শ্রীমুখ-বিগলিত যে উপদেশামৃত পান করিতেছি, তাহাতেই আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা সব চলিয়া গিয়াছে। খাওয়া দাওয়া জীবনে অনেক করিয়াছি। বাঁচিয়া থাকিলে খাওয়ার সুযোগ

হয় ত' অনেক আসিবে, কিন্তু আপনার ন্যায় মহাপুরুষের বাণী-শ্রবণের সুযোগ আমার ন্যায় মহাপাপীর ঘটিবে কি না সন্দেহ।

মহারাজ—আপনাদের হরিকথা-শ্রবণের পিপাসা প্রবলভাবে জন্মিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। শ্রবণের যে আস্বাদন পাইতেছেন, তাহার লক্ষণ এই—"যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানং স্বাদু স্বাদু পদে পদে।" শ্রবণে ক্রমশঃই আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হইবে। তথাপি কিছু প্রসাদ গ্রহণ করুন। (তৎক্ষণাৎ মহারাজের আদেশক্রমে একজন ব্রহ্মচারী কিছু বাল্যভোগের প্রসাদ আনিয়া তাঁহাদের সকলের হাতে দিলেন। তাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক প্রসাদ সম্মান করিয়া পুনরায় মহারাজের নিকট বসিলেন।)

নটবর—ভাই সদানন্দ! মহারাজের শ্রীমুখ হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের জীবনী ও শিক্ষা শ্রবণ করিয়া বাল্যকাল হইতে যে শ্রীহরির আরাধনা করা একান্ত কর্ত্তব্য তাহা বেশ বুঝিয়াছি আমার এখন প্রহ্লাদ মহারাজের ন্যায় 'ধ্রুব-চরিত্র' শ্রবণের আগ্রহ হইতেছে।

সদানন্দ—ঠিক বলিয়াছ। তোমার সহিত আমিও একমত। কারণ প্রহ্লাদও বালক, ধ্রুবও বালক। অতএব বালক ভক্তের চরিত্র শ্রবণ করা ভাল। এবারে তুমিই প্রশ্ন কর, আমরা শ্রবণ করি। সঙ্গে সঙ্গে নটবরের পিতা ও পিসেমশায় বলিয়া উঠিলেন,—"আমাদেরও মনে মনে ধ্রুব-চরিত্রের শিক্ষা-শ্রবণের একান্ত বাসনা হইতেছিল"

নটবর—মহারাজ! আমাদের সকলেরই ইচ্ছা, আপনার শ্রীমুখ হইতে প্রহ্লাদের ন্যায় ধ্রুব-চরিত্র শ্রবণ করিয়া ধন্য হই।

মহারাজ—বেশ প্রশ্নই করিয়াছ। প্রহ্লাদ বালক হইলেও কামনা বাসনা লইয়া শ্রীহরির আরাধনা করেন নাই। কিন্তু ধ্রুব প্রাপ্তির আশাতে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়াছিলেন। ধ্রুবচরিত্র প্রহ্লাদের ন্যায় বিস্তৃত না হইলেও আকর্ষণীয়, এ' বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

স্বায়ম্ভুব মনু ও তৎপত্নী শতরূপা হইতে দুইটী পুত্র সন্তান জন্মলাভ করেন। তাঁহাদের নাম প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। উত্তানপাদের সুনীতি ও সুরুচি-নাম্নী দুইটী পত্নী ছিল। উভয়ের মধ্যে কনিষ্ঠা সুরুচিকে রাজা অতিশয় ভালবাসিতেন, সুনীতি রাজার তত প্রিয়া ছিলেন না। এই সুনীতির পুত্রই ধ্রুব। একদিন সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া রাজা আদর করিতেছেন, এমন সময়ে ধ্রুব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং উত্তমকে রাজার ক্রোড়ে দেখিয়া তাহারও পিতার ক্রোড়ে বসিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু সুরুচির ভয়ে রাজা ধ্রুবকে আদর করিতে পারিলেন না। তখন সুরুচি গর্ব্বিতা ও ঈর্ষান্বিতা হইয়া ধ্রুবকে রাজার নিকটেই বলিতে লাগিলেন,—"ওরে বৎস ধ্রুব! তুমি যে রাজপুত্র এ' বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজপুত্র হইলেও আমার গর্ভে তোমার জন্ম হয় নাই; অতএব রাজার ক্রোড়ে বসিবার তোমার অধিকার কোথায়? আহা! তুমি বালক

কি না, তজ্জন্য আমার স্বপত্নীর উদরে তোমার জন্ম, ইহা তুমি জানিতে পার নাই। যদি জানিতে তাহা হইলে তোমার পক্ষে এই দুর্ল্লভ বিষয়ে প্রয়াস অসম্ভব হইত। তবে তোমার দুঃখে আমি বাস্তবিকই দুঃখিতা। তোমার অভিলাষ সিদ্ধির জন্য আমি পন্থা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হরির আরাধনা করিয়া যদি তাঁহার অনুগ্রহে আমার গর্ভে আসিতে পার, তাহা হইলে তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে।"

নটবর—সুরুচি বিমাতা হইলেও তাঁহার পক্ষে এইরূপ উক্তি কি প্রকারে সম্ভব হইল? কারণ তাঁহার গর্ভে আসিতে হইলে ধ্রুবকে মরিতে হইবে—এ' বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ধ্রুবের মৃত্যু-কামনাই কি সুরুচির উদ্দেশ্য?

মহারাজ—হিংসা জিনিষটা এই প্রকারই জানিবে। ধ্রুবের মৃত্যুতে ধ্রুবের জননীর ক্রন্দন সুরুচির নিকট সুখদায়ক; হিংসাত্মক ব্যক্তির পক্ষে ইহাই সম্ভব। তাহারা সর্ব্ব সময় "পরসুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী, পরদুঃখ সুখকর।" ধ্রুবচরিত্রের উৎকর্ষ-প্রতিপাদন-কল্পে সুরুচির হিংসাত্মক আচরণ ও উত্তানপাদ রাজার 'স্ত্রী-জিত' চিত্তের ক্রীড়ামৃগ-স্বরূপে ব্যবহার, আমাদের পক্ষে শিক্ষণীয় বিষয়। স্বার্থ-সিদ্ধিকল্পে মানুষের নিকটে যে অকরণীয় কিছুই থাকিতে পারে না, সুরুচির উক্তিই তাহার সাক্ষ্য।

নটবর—বিমাতার উক্তিতে ধ্রুবের কি প্রকার অবস্থা হইল?

মহারাজ—সুরুচির এই প্রকার হিংসাত্মক বাক্যবাণ ধ্রুবের কোমল হৃদয়কে বিদ্ধ করিল। বিমাতার এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া ও পিতার নীরবতা দেখিয়া তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত আঘাতপ্রাপ্ত হইল। এই আঘাত অসহনীয় হওয়ায় দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় ক্রোধে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্রন্দনরত অবস্থায় তিনি জননীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

নটবর—'স্ত্রী-জিত' কথাটী ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

মহারাজ—'স্ত্রী-জিত'-শব্দের অর্থ 'স্ত্রৈণ'। যে ব্যক্তি নিজের স্বাধীনতা স্ত্রীর নিকটে বলিদান দিয়াছে, তাহাকেই 'স্ত্রী-জিত' বলে।

নটবর—'স্ত্রীজিত'-শব্দের অর্থ বুঝিলাম। এখন ধ্রুব মায়ের নিকটে আসিলে পর তিনি কি বলিলেন ?

মহারাজ—ধ্রুবের জননী এই প্রকারে ক্রন্দনরত নিজ সন্তানকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং রোদনের কারণ অবগত হইয়া অত্যন্ত ব্যথিতা হইলেন। তিনি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অজ্ঞান বালকের প্রতি স্বপত্নীর কঠোর উক্তি তাঁহার চিত্তকে অত্যন্ত ব্যথিত করিল এবং নয়নদ্বয় হইতে অবিশ্রান্ত ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল। তাঁহার দুঃখের অন্ত নাই দেখিয়া ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে বলিলেন,—"রে বৎস! অন্যে তোমার অপকার

করিতে পারে, এরূপ মনে করিও না। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মই জীবের দুঃখের কারণ। দুঃখ দিলে দুঃখ পাইতে হয়। অতএব নিজকৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপে প্রাপ্ত দুঃখের জন্য অন্যকে দোষী করিলে দুঃখের অবসান হইবে না। তোমার বিমাতার বাক্যই সত্য, তোমার কর্ম্ম এত খারাপ ছিল যে আমার ন্যায় হতভাগিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া হতভাগিনীর স্তনদুগ্ধে বর্দ্ধিত হইয়াছ। আমাকে জননীরূপে লাভ যে তোমার দুর্ভাগ্যের পরিচয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

নটবর—ধ্রুবের মাতার উক্তিতে 'দুঃখ দিলে দুঃখ পাইতে হয়' ইহা ঠিক বুঝিলাম না।

মহারাজ—ইহা সাধারণ কথা ; আঘাত দিলে আঘাত পাইতেই হইবে। তুমি যদি কাহারও গালে চড় মার, তাহা হইলে সে কি তোমাকে প্রতি আঘাত দিবে না ?

নটবর—আচ্ছা, তারপর ধ্রুবের জননী কি বলিলেন ?

মহারাজ—ধ্রুবের জননী বলিলেন,—"বাবা ধ্রুব! তুমি যদি তোমার ভাইয়ের মত বাবার কোলে বসিতে চাও, তাহা হইলে মৎসরতা পরিত্যাগ কর। তোমার বিমাতা হইলেও তিনি তোমাকে জীবের একমাত্র আরাধ্য যে শ্রীহরি, তাঁহার আরাধনার কথা বলিয়াছেন ; তাহাতে জীবের রুচি না থাকিলেও সেই হরির আরাধনাই একমাত্র কর্ত্তব্য—ইহা অকপট সত্য কথা। সেই হরি সর্ব্বজনবন্দ্য, তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া ব্রহ্মা উৎকৃষ্ট

পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমার পিতামহ মনুও শ্রীহরির আরাধনা করিয়া অন্যের দুষ্প্রাপ্য ঐহিক, পারত্রিক এবং অপবর্গ সুখ লাভ করিয়াছিলেন। মুমুক্ষুগণও যাঁহার পাদপদ্ম-রূপ মার্গকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন, তুমি সেই ভক্তবৎসল শ্রীহরিকে ভক্তিপূতচিত্তে আরাধনা কর। জগতের পিতা-মাতার স্নেহের মধ্যে স্বার্থ রহিয়াছে। কিন্তু ভগবান্ স্নেহে মাতৃকোটি; তাঁহার বাৎসল্যের তুলনা নাই। তোমার অন্তরের অকপটভাব তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তোমার কেন, সকলেরই দুঃখ-মোচনে সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরিই সমর্থ।

নটবর—মা হইয়া কি প্রকারে ঈশ্বর-আরাধনার কথা পুত্রকে বলিলেন? ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। কারণ বর্ত্তমান জগতে দেখিতে পাওয়া যায়—সন্তান সন্ততি সাধু বা ভগবানের প্রতি একটু উন্মুখ হইলে পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন অতিশয় অসন্তুষ্ট হন এবং সন্তানের সেই মতি ফিরাইবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

মহারাজ—বাবা নটবর!

"সেই সে পরমবন্ধু, সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥"

প্রকৃত পিতামাতার কার্য্য সন্তানকে শ্রীহরিচরণে উন্মুখ করা। তুমি যে পিতামাতার কথা বলিলে তাঁহারা স্বেন্দ্রিয়-তর্পণপর হিরণ্যকশিপুর আদর্শে আসুরিকভাবে অনুপ্রাণিত। হরিবিমুখতাই

যে সমাজের মেরুদণ্ড, "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদ্ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" — এই প্রকার আপাত মনোরম ভোগপর বাক্য যাহাদের যথাসর্ব্বস্ব, তাহাদের হীন আদর্শের মধ্যে ধ্রুবের জননী আবদ্ধা নহেন। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"সকল জন্মেতে পিতামাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ-গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥"

ভোগপর অসৎসঙ্গের বেষ্টনীর মধ্যে পড়িয়া ভগবদ্বিমুখতার পরিপোষক সঙ্গের প্রাধান্যে আমরা যে শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রীতি ও মমতা প্রদর্শন করিতেছি তাহার মধ্যে কি প্রকার প্রতারণা রহিয়াছে তাহা স্বল্পভাগ্যে উপলব্ধির বিষয় হয় না। সৌভাগ্য থাকিলে ধ্রুবের ন্যায় জননী লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার আদর্শ গুরুস্থানীয় হইয়া হিংসা, দ্বেষ ও মৎসরতা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের 'নির্ম্মৎসরাণাং সতাং' * বাক্যানুসারে নির্ম্মৎসর জিতচিত্ত সাধুর ধর্ম্ম কেবলা ভক্তির আশ্রয়ে শ্রীহরির আরাধনাই একমাত্র জীবনের কাম্য, ইহা শিক্ষা দিতেছে। এই ভাগবত-ধর্ম্মই অভিলষিত-সিদ্ধি-প্রদানে সমর্থ। সুনীতি পুত্রের আপাত দুঃখ ও মর্ম্ম-বেদনাকে উপেক্ষা করিয়া মহাবদান্যতার পরিচয়

---

* ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ১।১।২)

প্রদান করতঃ নিত্য সুখময় বস্তু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যে হিতমন্ত্র ধ্রুবের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন, তাহাই তাহার (ধ্রুবের) জীবনের কোটী-কণ্টকাকীর্ণ সাধনের পথকে অতিক্রম করিতে পূর্ণভাবে সহায়তা করিয়াছিল। ভগবান্‌কে বাদ দিয়া আমরা যাহারই আশ্রয় গ্রহণ করি না কেন, সুখ ও শান্তি লাভ যে তাহাতে অসম্ভব, ইহা অবিসংবাদিত সত্য। তজ্জন্য ধ্রুবের মধ্য দিয়া ধ্রুবের জননী ভগবদ্বিমুখ জীবকুলকে শ্রীভগবানের পাদপদ্মাশ্রয়ের একমাত্র প্রয়োজনীয়তা এবং তাহা সর্ব্বদুঃখহারী ও অভীষ্ট-ফল-প্রদ, ইহা জানাইয়াছেন।

ধ্রুবের জননীর উপদেশ পঞ্চম বর্ষীয় বালকের নিকট মন্ত্রের ন্যায় কার্য্যকরী হইল। তিনি মাতৃদুঃখকে ধৈর্য্য-সহকারে বরণ করিয়া মাতার উপদেশে ঈশ্বরভজনোদ্দেশ্যে সংসার হইতে বহির্গত হইলেন। এ দিকে নারদ গোস্বামী ধ্রুবের গৃহত্যাগের কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ধ্রুবের নিকটে আসিয়া তাহার মস্তকে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"দেখ বালক! খেলাই যাহার বর্ত্তমান সম্পদ্, তাহার পক্ষে মান ও অপমানের কোন কথাই আসে না। এই মান ও অপমান মোহ বা অসন্তোষ হইতেই হইয়া থাকে। কর্ম্মের দ্বারাই আমাদের জন্ম প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত সমস্তই সংগঠিত হয়। যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা সমস্তকেই নিজকর্ম্মের প্রাপ্য ফলস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। অতএব তোমার দুঃখ করা উচিত নয়। আর তোমার জননী স্ত্রীজাতি। তাঁহার উপদেশানুসারে যে বস্তুকে

লাভ করিবার জন্য ঈশ্বরারাধনায় ব্রতী হইতে চলিয়াছ, তুমি জান না, সেই ভগবান্‌কে লাভ করা খুবই কঠিন। সর্ব্বাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক মুনিগণ বহু জন্ম তপস্যার দ্বারাও তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হ'ন না ?

"অতো নিবর্ত্তস্বামেষ নির্ব্বন্ধস্তব নিষ্ফলঃ।
যতিষ্যতি ভবান্ কালে শ্রেয়সাং সমুপস্থিতে ॥"
(ভাঃ ৪।৮।৩২)

অতএব হে বালক ! তোমার এই আগ্রহ পরিত্যাগ কর, বার্দ্ধক্য আসিলে ভগবদারাধনার জন্য যত্ন করিও। যাঁহারা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দর্শনে প্রীতিযুক্ত এবং নিজাপেক্ষা গুণহীনকে কৃপা ও সমানের প্রতি মৈত্রী করিয়া থাকেন, তাঁহারা কখনই সন্তাপ লাভ করেন না। অতএব তুমি অযথা দুঃখকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাও।

নটবর—বৃদ্ধকালে ঈশ্বরের আরাধনা করিবে, শ্রীনারদ গোস্বামীর এইরূপ উক্তি কি ঠিক ? প্রহ্লাদ-চরিত্র বর্ণনকালে আপনি বলিলেন—প্রহ্লাদ মহারাজ বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরের আরাধনার কথা বলিয়াছেন; অতএব উভয় বাক্যের সঙ্গতি কি, বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ দুইজনেই ভগবদ্ভক্ত।

মহারাজ—শ্রীল নারদ গোস্বামীর উক্তি কেবল ধ্রুবকে পরীক্ষা করিবার জন্য। তাঁহার অন্তরের কথা ঐরূপ নহে। আমাদের অনেকের ঈশ্বরারাধনায় যে রুচি আসে

তাহাতে ঐকান্তিকতার অভাব থাকায় এবং হৃদয়ে কপটতা প্রবেশ করায় ভজন-সিদ্ধির পূর্ব্বেই পতন হইয়া থাকে। সুতরাং এখানে ধ্রুবকে তাহার ভজন-নিষ্ঠা দৃঢ় করিবার জন্যই শ্রীনারদ গোস্বামীর ঐ প্রকার প্রশ্ন। বৃদ্ধকাল আসিলেই যে ভজন-নিষ্ঠা হইবে বা বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণা আসিবে, তাহা নহে। অনেকে শ্রীনারদ গোস্বামীর ঐ প্রকার উক্তির মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ঐ উক্তির বলে অপদার্থকালে অর্থাৎ অন্তিমে ঈশ্বর-আরাধনার কথা বলিয়া জীবকে ভগবানের পাদপদ্ম হইতে দূরে সরাইয়া মায়ার নফর করিয়া রাখেন। অতএব শ্রীনারদ গোস্বামীর উদ্দেশ্য ও ভজনবিমুখ ভোগপর জীবের উদ্দেশ্য একতাৎপর্য্যপর নহে। শ্রীনারদ গোস্বামী করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ, আর দরদের তথাকথিত দরদীর ঐরূপ উক্তি চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয়। অবশ্য ভাগ্য থাকিলে শ্রীনারদ গোস্বামীর উপদেশ যথার্থ ধারণ করিবার সুযোগ আসিবে।

নটবর—বালক ধ্রুবের প্রতি নারদ গোস্বামীর পরীক্ষা ত' খুব কঠিন। দেবর্ষির উত্তরে ধ্রুব কি বলিলেন, শুনিবার আগ্রহ হইতেছে।

মহারাজ—ধ্রুব শ্রীনারদকে বলিলেন,—"হে ঋষিপ্রবর! মাদৃশসুখ-দুঃখে মুহ্যমান হতচিত্ত জীবের প্রতি কৃপা করিয়া আপনি যে উপদেশ প্রদান করিলেন তাহা বাস্তবিকই শান্তির পথ। অসন্তোষই আমাদের দুঃখের কারণ। কিন্তু আমার বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমি আপনার কৃপা-ধারণে

অসমর্থ হইতেছি। কারণ আপনি জানেন, ক্ষাত্র বীর্য্যে আমার জন্ম। তজ্জন্য আমি ক্ষাত্রস্বভাবযুক্ত ও দুর্ব্বিনীত। তদুপরি বিমাতার বাক্যবাণে আমি জর্জ্জরিত; সুতরাং এই আহত-হৃদয়ে আপনার উপদেশ স্থান পাইতেছে না। আমাদের বংশের কোনও ব্যক্তি, এমন কি, কেহই যে পদে আরোহণ করিতে সমর্থ হন নাই আমাকে সেইরূপ পদ লাভ করিতে হইবে; আমার এইরূপ বাসনা। সেই পদ প্রাপ্তির সহজ পথ আপনি বলিয়া দিন।

বালক ধ্রুবের এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বুঝিলেন—ধ্রুবকে তাহার সঙ্কল্প হইতে সরাইয়া দেওয়া খুবই কঠিন। তিনি বালকের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া এই সকল হিতোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন,—"বাবা, তোমার মাতা সুনীতিদেবী তোমাকে যে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির আরাধনা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন, উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপদেশ এবং পরম কল্যাণলাভের একমাত্র উপায়। তাঁহার আরাধনা ব্যতীত সর্ব্বসিদ্ধি-লাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই—ঐকান্তিক ভক্তিযোগ দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। তুমি দৃঢ়চিত্তে একাগ্রতার সহিত সেই ভগবান্ বাসুদেবের ভজনা কর—"নান্যপন্থাহয়নায় বিদ্যতে"। তাঁহার আরাধনার দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ ত' হইয়াই থাকে, তদ্ব্যতীত নিত্যশান্তির নিলয় তাঁহার পাদপদ্ম ও উক্ত চতুর্ব্বর্গধিক্কারী প্রেমানন্দও তাঁহার ভজনে লাভ হয়। বৎস! তুমি বালক হইলেও আমি তোমার

দৃঢ়তার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক। তুমি দ্বাদশ-বনান্তর্গত মধুবনে গমন কর; সেখানে ভগবান্ নিত্য অবস্থান করেন। তাঁহার রূপের তুলনা নাই। জগতে যত কিছু সুন্দর আছে তৎসমুদয়ের অর্থাৎ সকল সৌন্দর্য্যের উৎস তিনি, অতএব বুঝিয়া দেখ, তিনি কত সুন্দর—"সুন্দরে কিমসুন্দরম্"। তাঁহার অপূর্ব্ব রূপমাধুর্য্য তদাশ্রিত শুদ্ধচিত্ত সেবা-পরায়ণ ভক্তগণের নয়নানন্দ-বর্দ্ধনকারী। চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধচিত্তে অর্থাৎ হৃৎপদ্মের মধ্যভাগে ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করতঃ সেবককে আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। তাঁহার কৃপার তুলনা নাই। অতএব সর্ব্বরূপাধার শ্রীহরির পাদপদ্ম একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতে থাক। ঐরূপ ধ্যান করিতে থাকিলে চিত্তের প্রশান্ত অবস্থা লাভ হইবে এবং তাহাতে ধ্যেয় বস্তু হইতে বিচ্যুত হইবে না। মন্ত্র ব্যতীত তাঁহাকে লাভ করা কঠিন। তোমার আধার মন্ত্রগ্রহণের উপযোগী হইয়াছে। অতএব তোমাকে মন্ত্র প্রদান করিতেছি, নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ কর। এই মন্ত্র যথাযথভাবে সপ্তরাত্রি জপ করিলে সপার্ষদ ভগবানের দর্শন হইয়া থাকে। এই বলিয়া নারদ গোস্বামী কৃপাপূর্ব্বক ধ্রুবের কর্ণে প্রণবযুক্ত শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করিলেন।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥" (গীতা ৯।২৬)

সুতরাং ভক্তিপূর্ব্বক পূজোপকরণদ্বারা বাসুদেবের অর্চ্চামূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবে। ভগবান্ সচ্চিদানন্দময় ও অচিন্ত্য হইলেও

পূজাগ্রহণ দ্বারা আমাদিগকে ধন্য করিবার জন্য অর্চ্চামূর্ত্তিরূপে প্রকটিত আছেন। ইহা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীহরির অহৈতুকী করুণা।

নটবর—শ্রীনারদ গোস্বামীর ধ্রুবের কর্ণে মন্ত্রপ্রদান ও অর্চ্চনাধিকার-প্রদানে আমার সন্দেহ আসিতেছে। কারণ আমরা ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছি; তজ্জন্য আবাল্য আমাদের বদ্ধমূল ধারণা রহিয়াছে যে, ব্রাহ্মণব্যতীত অপর কেহই প্রণব উচ্চারণ ও বিষ্ণুর অর্চ্চনাধিকার-লাভে অযোগ্য। এখানে ধ্রুব ক্ষাত্রসন্তান, তদুপরি অসহনীয় ক্ষাত্র-তেজে হতবিবেক; তাঁহাকে দেবর্ষি নারদ কি করিয়া প্রণবাত্মক মন্ত্র প্রদান করিলেন, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার সন্দেহ নিরসন করুন।

মহারাজ—(মৃদু হাসিয়া) শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব-হেতুই এই প্রকার সন্দেহের উদয় হইয়াছে। সাত্বতশাস্ত্র-সিদ্ধান্তালোকে তাহা দূরীভূত হইবে। আমি দীক্ষা-সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক কথা বলিয়াছি, এখন বিস্তৃতভাবে পুনরুল্লেখ না করিয়া সংক্ষেপে বলিতেছি,—

"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥"

(মনু ২।২৬০)

শ্লোকের সহজার্থ এই—ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না ও প্রণবের অধিকার হয় না। মাতৃকুক্ষি হইতে যে জন্ম, তাহা শৌক্রজন্ম; পরে উপনয়ন হইলে দ্বিতীয় জন্ম হয়;

অবশেষে যজ্ঞ-দীক্ষার দ্বারা তৃতীয় জন্ম লাভ হইয়া থাকে। অতএব জন্ম ত্রিবিধ—শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ 'ভাবার্থ-দীপিকা'-নাম্নী টীকায় বলিয়াছেন,—"ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম॥" দ্বিজত্বের চিহ্ন-স্বরূপ উপনয়নসহ কি কেহ জন্মগ্রহণ করে? অথবা ব্রাহ্মণের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও কি সাবিত্রজন্মের অর্থাৎ উপনয়নের পূর্ব্বে কি কাহারো প্রণব উচ্চারণ বা অর্চ্চনের অধিকার হয়? স্মরণ রাখিবে—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠী ভবেদ্ বিপ্রো ব্রহ্মজ্ঞো ব্রাহ্মণো স্মৃতঃ॥"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (৪।১৩) বলিয়াছেন,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

সুতরাং গুণ ও কর্ম্মের বিভাগক্রমেই বর্ণ নিরূপণ করিতে হইবে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'সারার্থবর্ষিণী'-টীকায় লিখিয়াছেন,—"অত্র সত্ত্বপ্রধানাঃ ব্রাহ্মণাস্তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মাণি; রজঃসত্ত্বপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কর্ম্মাণি; তমঃরজঃপ্রধানা বৈশ্যাস্তেষাং কৃষিগোরক্ষাদীনি কর্ম্মাণি; তমঃ-প্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাং পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম ইত্যেবং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চত্বারো বর্ণাঃ ময়া কর্ম্মমার্গাশ্রিতত্বেন সৃষ্টাঃ।" ইহা হইতে জানিতে পারি, শম-দমাদি গুণের কার্য্যে নিযুক্ত সত্ত্বঃপ্রধান জনগণ ব্রাহ্মণ, শৌর্য্য-যুদ্ধাদি কার্য্যে নিযুক্ত রজঃ-সত্ত্ব-প্রধান জনগণ ক্ষত্রিয়, কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষণাদি কার্য্যে

নিযুক্ত তমঃ-রজঃ-প্রধান জনগণ বৈশ্য এবং উক্ত ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত তমঃপ্রধান জনগণ শূদ্র। ইহাতে জন্মগত বর্ণের পরিবর্ত্তে বৃত্তগত বর্ণেরই বিধান প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও (৭।১১।৩৫) বলা হইয়াছে,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥"

—মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে-সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যে স্থানে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণত্বে তাহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

মহাভারত-শান্তিপর্ব্বে (১৮৯।৮) বলা হইয়াছে,—

"শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্মং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ ॥"

—শূদ্রে যদি বিপ্রলক্ষণ দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণে যদি শূদ্র-লক্ষণ উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে শূদ্র শূদ্রবাচ্য হয় না এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ এবং মহাভারতাদি ইতিহাস—সকল শাস্ত্রেই বৃত্তগত বর্ণনিরূপণের বিধান সুস্পষ্ট। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখিতে পাই, গৌতমঋষি সত্যকাম জাবালার সরলতা ও সত্য-বাদিতা গুণ দেখিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করতঃ উপনয়ন প্রদান করিয়াছিলেন। যাঁহার হৃদয়ে সরলতা ও বাস্তবসত্যে নিষ্ঠা বর্ত্তমান, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। যে-কোন বর্ণে জন্মগ্রহণ করুন, এই গুণদ্বয়ের অধিকারী ব্যক্তিকে শ্রীশালগ্রাম-সেবার

অধিকার শাস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। এমন কি, ভক্তিমতী মহিলা-গণও ঐ অর্চ্চনে অধিকারী। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' পাঠ করিলে ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাইবে।

যদি বলা হয়, ব্রাহ্মণব্যতীত কেহই নারায়ণপূজার অধিকারী ন'ন, তাহা হইলে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যাঁহারা সদ্‌গুরু হইতে ঐ পূজার অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ।

যে কোন বর্ণে আবির্ভূত ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত হইতে পারেন, ইহা বোধ হয় সহজেই বুঝিতে পার। ভগবদ্ভক্তগণ ভক্তির অধিকারানুসারে ত্রিবিধ—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। তন্মধ্যে কনিষ্ঠের সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে,—

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্‌ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৪৭)

সুতরাং ভগবদ্ভজনের প্রারম্ভেই শ্রীহরির অর্চ্চনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। শ্রীশালগ্রাম শ্রীহরির অর্চ্চাবতার। যাঁহাদের শ্রীহরি-ভজনে শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে এবং যাঁহারা বৈষ্ণব-গুরুর নিকট হইতে দীক্ষিত হইয়া অর্চ্চনের অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহারা যে-কোন কুলে আবির্ভূত হউন, তাঁহাদের মধ্যে বৃত্ত-ব্রাহ্মণতা বিদ্যমান।

শ্রীবিষ্ণু—অধোক্ষজ অর্থাৎ প্রাকৃত জ্ঞানের অতীত। মাত্র শুদ্ধভক্তিতেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞান-কর্ম্মাদি-অনাবৃত শুদ্ধভক্তিসহ প্রদত্ত উপায়নই তিনি গ্রহণ করেন।

ফলাভিসন্ধিৎসু কর্ম্মকাণ্ডীয় জনগণ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও শুদ্ধভক্তির আশ্রয় না করা পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোনও দ্রব্য শ্রীহরি স্বীকার করেন না। সুতরাং তৎফলে তাঁহাদের অর্চ্চন শুদ্ধ নহে এবং প্রণব ও মন্ত্রার্থ তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয় না। প্রাকৃত-বুদ্ধিতে ভগবানের স্বরূপ জানা যায় না। প্রাকৃত-গুণত্রয়-অতিক্রমকারী সাযুজ্যমুক্তিকামী জ্ঞানিগণের 'ব্রহ্ম'-সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহাও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের অসম্যক্ প্রতীতি মাত্র। তাদৃশ ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য, সাধনপ্রয়াসী ও ত্যাগের বহুমাননকারী কেবল জ্ঞানারুরুক্ষু ব্যক্তির নিকটেও 'প্রণব' তাঁহার বিকশিতস্বরূপ প্রকাশ করেন না। বস্তুতঃপক্ষে বাস্তব-সত্যজ্ঞানের অভাবহেতু 'কর্ম্ম' ও 'জ্ঞান'-ভূমিকায় প্রণব-গ্রহণের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। ভোগ ও ত্যাগের অতিরিক্ত ভক্তিপথই প্রকৃত উপাসনা-পদ্ধতি। অতএব উপাসনায় যাঁহাদের রুচি আসিয়াছে তাঁহাদের জন্যই এই মন্ত্র ও নামাদি কথিত হইয়াছে। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তগণের মন্ত্রগ্রহণ একই প্রকার মনে হইলেও তাহাতে আকাশ পাতাল তফাৎ রহিয়াছে। যাঁহারা অতিরিক্ত উদারতার পরিচয় দিতে গিয়া 'গণ্ডীর বিচারকে অতিক্রম করিয়াছি' বলিয়া অভিমান করেন এবং সমন্বয়বাদের ধূয়া গাহিয়া থাকেন, তাঁহারা ভক্তদের বিচারে ভ্রান্ত বলিয়াই জানিবে। দিব্যজ্ঞান-প্রদানের জন্যই মন্ত্র। প্রণবের সংযোগ অর্থাৎ বীজপুটিত করিয়া বৈদিক এবং বেদানুগ পৌরাণিক ও পাঞ্চরাত্রিক-মতে মন্ত্রদীক্ষার কথা শাস্ত্র বলিয়াছেন। অধিকারলব্ধ বিচারে যে মন্ত্রদান, তাহা

বৈদিক আর অনধিকারি-বিচারে ভাবি-যোগ্যতা-প্রদানের জন্য যে মন্ত্র দান, তাহা পাঞ্চরাত্রিক। এ স্থলে ধ্রুবের যে দীক্ষা, তাহাতে অনুপ্রাণিত অনধিকারী ধ্রুবকে অধিকারি-জ্ঞানে মন্ত্র প্রদান করা হইয়াছে; ইহা বেদানুগা পৌরাণিকী দীক্ষা। বাহ্যদৃষ্টিতে অনধিকারী জনকে অধিকারী জানিয়া প্রণবযুক্ত-মন্ত্র-প্রদানরূপ কার্য্যে সন্দেহের উদয় হইতে পারে, কিন্তু ধীর-স্থির-চিত্তে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, শাস্ত্র কেবল শৌক্রবিচারের বর্ণ-প্রথাতে প্রণব-গ্রহণের মূল্য প্রদান করেন নাই; শৌক্র-বিচারের প্রথাকে উপেক্ষা করিয়া বহু সাধক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তোমার অবগতির জন্য কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিতেছি। তাঁহাদের মধ্যে এমনও পাওয়া যায়, যাঁহারা মনুষ্যদেহ ব্যতীত অন্য দেহ পরিগ্রহ করিয়া জনসমাজে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আখ্যা লাভ করিয়া গিয়াছেন। পাঞ্চভৌতিক দেহদ্বারা আমাদের পরিচয় হয় না, যেহেতু ইহা সকলেরই পক্ষে জরা-মরণ-ধর্ম্মযুক্ত। জন্ম হইতে 'ব্রাহ্মণ'—শ্বেতবর্ণ, 'ক্ষত্রিয়'—রক্তবর্ণ, 'বৈশ্য'—পীতবর্ণ, 'শূদ্র'—কৃষ্ণবর্ণ, এইরূপ যদি নিয়ম থাকিত তাহা হইলে শৌক্র-বিচারেই শ্রেষ্ঠ ও নিম্ন-ভেদাদির দ্বারা বর্ণ নিরূপণ করা যাইত। তাহা না হওয়ায় দেহ ব্রাহ্মণ নহে। কোন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে তাঁহার শরীর দাহনে পুত্রের ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হয় না। দেহগত ব্রাহ্মণত্ব নিরস্ত হইলেও জাতিগত ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধির জন্য আমরা হয় ত' উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে পারি। দেখ,—মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কৌশিক, জম্বুক হইতে জাম্বুক ঋষি, বল্মীক হইতে

বাল্মীকি, কৈবর্ত্তকন্যা হইতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস হইতে অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়াছেন।

নটবর—বিষয়টী জটিল হইলেও আপনার বিচারপূর্ণ বাক্যের দ্বারা কিছুটা উপলব্ধি করিতেছি। ধ্রুব অধিকারী না হইলেও অধিকারিজ্ঞানে মন্ত্র-প্রদানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলাম। কিন্তু অনধিকারী জনের বিচারে অধিকার-প্রদানের বিধানে যে পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষার কথা বলিলেন, তাহা কি প্রকার ?

মহারাজ—আমি বলিয়াছি, ভাবী অধিকার প্রদানের জন্য অযোগ্য হইলেও তাহাকে অধিকার দেওয়া হইতেছে। কারণ যোগ্যতা-অর্জ্জনের ক্রম-অধিকার প্রদান না করিলে সে কি করিয়া যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে ? কাহাকেও কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তাহার প্রমাণ এই নয় যে, সে ডিগ্রি লাভ করিয়াছে। কিন্তু ডিগ্রি লাভ করিবার জন্যই তাহাকে ক্রমশঃ অধিকার প্রদান করা হইতেছে। ইহা তাহার প্রতি শিক্ষা-বিভাগের করুণা। তদ্বৎ আমরা এক্ষণে অনধিকারী, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

যে কোন কুলে জন্ম গ্রহণ করি না কেন, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় পারমার্থিক-ব্রাহ্মণত্ব-লাভের কথা শাস্ত্র বলিয়াছেন ; এতদ্বিষয়ে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে তত্ত্বসাগরের নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।।"

নটবর—"দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্"—এই বাক্যের দ্বারা তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইল, ইহাই কি বুঝিব ?

মহারাজ—রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় লোহা সোনা হইয়া গেল, এই উক্তিতে কেহ যদি প্রশ্ন করে—লোহাটা কি সোনা হইয়া গেল ? তাহার উত্তরে কি বলা যাইবে তাহা তুমি বুঝিয়া দেখ। নর্দ্দমার জল যদি গঙ্গার মধ্যে প্রবেশ করে সেই জল কি আর নর্দ্দমার জল থাকিবে, না গঙ্গার পবিত্রতা লাভ করিবে ?

নটবর—বেশ বুঝিলাম, গুণের দ্বারা না হয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন, কিন্তু সংস্কারের কি প্রয়োজন আছে ?

মহারাজ—আরে, সংস্কার বলিতে কি তুমি উপবীতকে বুঝিতেছ ? তাই যদি হয়—ঐ তিন গুচ্ছ সূতার দাম শাস্ত্রে দেন নাই। তাহার প্রমাণ-সূত্রে 'অত্রিসংহিতা' বলেন,—

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ।।"

(অত্রিসংহিতা, ৩৭২ শ্লোক)

এখন বুঝিলে ত' সূতার দাম কতটুকু ? সমস্তটাই নির্ভর করিতেছে তত্ত্বজ্ঞানের উপর। 'নৃমাত্রস্যাধিকারিতা' এই বাক্যানুসারে মনুষ্যমাত্রেই সেই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী।

নটবর—আচ্ছা, শাস্ত্রে এমন কোথাও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি যে নিম্নকুলোদ্ভূত ব্যক্তি দীক্ষায় উপনয়ন লাভ করিয়া সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন ?

মহারাজ—নিশ্চয়ই আছে। তুমি উপনিষদের জাবাল-সত্যকামের ইতিহাস আলোচনা করিলেই তাহা দেখিতে পাইবে। ইহার কথা পূর্ব্বে তোমাকে সংক্ষেপে বলিয়াছি। সত্যকাম গৌতমের নিকটে জ্ঞানলাভার্থ প্রার্থনা করিলে গৌতম তাহাকে তাহার গোত্র জিজ্ঞাসা করেন। এতদ্বিষয়ে শ্রুতিতে দেখা যায়,—

"তাং হোবাচ কিং গোত্রো নু সোম্যাসীতি। স হোবাচ—নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্গোত্রোঽহং অস্মি, অপৃচ্ছং মাতরম্। সা মা প্রত্যব্রবীদ্বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে, সাহং এতৎ ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি। জবালা তু নামা অহমস্মি। সত্যকামো নাম ত্বমসীতি। সোঽহং সত্যকামো জাবালোঽস্মি ভো ইতি। তং হোবাচ—এতদ্ ব্রাহ্মণো বিবুক্তুমর্হতি সমিধং সৌম্য আহর। উপত্বানেষ্যে। ন সত্যাদগা ইতি। (ছান্দোগ্য ৪।৪।৪)

সত্যকামের জননী যৌবনে বহু ব্যক্তির পরিচর্য্যার দ্বারা সত্যকামকে লাভ করিয়াছেন, ইহা জননীর নিকট জানিয়া সত্যকাম তাঁহার অজ্ঞাত গোত্রের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস গৌতমের নিকট নিবেদন করিলেন। তখন গৌতম বলিলেন,—

"আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্তি তি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥" (সাম সংহিতা)

সত্যকামে ব্রাহ্মণের গুণ দেখিয়া গৌতম ঋষি তাহাকে উপনয়ন-সংস্কার দিলেন। অতএব বুঝিয়া দেখ—প্রমাণ আছে কি না?

নটবর—চমৎকার মীমাংসা, এখন অর্চ্চা-সম্বন্ধে আমার জানিবার ইচ্ছা হইতেছে।

মহারাজ—পরম দয়ালু ভগবান্ পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চা এইভাবে ক্রমপন্থায় আমাদের নিকটে অবতরণ করিয়াছেন এবং সেই অর্চ্চা-মূর্ত্তি আটভাগে আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন; যথা,—

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মণিময়ী মনোময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৭।১২)

সেই প্রতিমাকে চলা ও অচলা-ভেদে দ্বিধা বিভক্ত করা হইয়াছে। অচলা প্রতিমার আহ্বান ও বিসর্জ্জন নাই। ভক্তগণের দৃষ্টিতে—

"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য্য করণ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ, মধ্য ৫।৯৬)

সেব্যের প্রতি সেবকের সেবোন্মুখ-দর্শনে—

"নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি—তিন 'চিদানন্দ'-রূপ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (মধ্য ১৭।১৩১) এই বিচারানুসারে ভক্তগণ সচ্চিদানন্দময়ত্বই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। স্বরূপের

সহিত শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দময়ত্ব উপলব্ধির অভাবে কেহ কেহ সাধনের উপায়-স্বরূপে মাত্র ব্রহ্মের কল্পিতরূপজ্ঞানে শ্রীবিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিচারে সিদ্ধিকালে আর সেই বিগ্রহ থাকিবেন না, তাঁহারা নিরাকার ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাইবেন। ইহা পৌত্তলিকতাব্যতীত আর কিছুই নয়। শ্রীবিগ্রহ-সেবা ও পৌত্তলিকতা এক নহে—সম্পূর্ণ বিপরীত, যদিও বাহ্যতঃ দেখিতে একই প্রকার। শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ সেবা-ভূমিকায় প্রেমনেত্রে দৃষ্ট শ্রীবিগ্রহকে জগদ্বাসিগণের নিত্যকল্যাণের জন্য প্রকট করিয়া অর্চ্চনের অধিকার প্রদান করেন; ইহাই তাঁহাদের করুণা। অতএব আমরা যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন, প্রাকৃত বিচারকে পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তদ্গত-চিত্তে অর্চ্চা-মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিলে অর্চ্চিত শ্রীবিগ্রহের স্বরূপ-দর্শনে যোগ্যতা লাভ করিতে পারিব। এ সব বিষয়ে বলিতে গেলে বহু বিচার রহিয়াছে। আমি সংক্ষেপে তোমার নিকটে বলিলাম। অর্চ্চা-মূর্ত্তি-অর্চ্চনে অধিকার সর্ব্বজীবেরই রহিয়াছে। ইহা আত্মার নিজস্ব সম্পৎ। ধ্রুব ঘোর ক্ষাত্রনীতিতে সুখ-দুঃখে হতবিবেক হইলেও মাতৃ-উপদেশ তাঁহার চিত্তকে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির আরাধনায় প্রেরণা প্রদান করিয়াছে। ধ্রুব বালক হইলেও যখন শ্রীনারদ গোস্বামীর নিকট হইতে মন্ত্র প্রাপ্ত হ'ন, তখন তাঁহার অর্চ্চনে অধিকার হয় এবং তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশে একনিষ্ঠভাবে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। ইহা আমি ক্রমশঃ বলিতেছি।

নটবর—কি অমৃতময় উপদেশ আপনার শ্রীমুখ হইতে বিগলিত হইতেছে, তাহা বর্ণন করিবার ভাষা আমার নাই। যতই শুনিতেছি ততই শুনিবার আশা বর্দ্ধিত হইতেছে। তবে আমাদের মত পতিতকে উদ্ধার করিতে হইলে আপনাকে অনেক ক্লেশ পাইতে হইবে।

মহারাজ—না বাবা, কষ্টের কি কথা আছে। আমার চীৎকারের দ্বারা যদি কেহ আমার শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হ'ন, তাহা হইলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়াই মনে করিব। হরিকথার দুর্ভিক্ষের করালমূর্ত্তি জগৎকে পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছে। অতএব আমার ন্যায় নগণ্য কীটানুকীটের শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী কীর্ত্তনে যোগ্যতা না থাকিলেও শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রুতবাণী কীর্ত্তনই আমার ভজন। সেই কীর্ত্তনে যদি কাহারও কিছু সুবিধা হয় তাহাতে আমি কার্পণ্য করিব না। ইহাতে যুগপৎ আত্মকল্যাণ ও পরোপকার হইয়া থাকে।

নটবর—দীক্ষালাভান্তে ধ্রুবের কার্য্যাবলী জানিতে ইচ্ছা করি।

মহারাজ—শ্রীনারদ গোস্বামীর নিকট মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ধ্রুব ভক্তিপূতচিত্তে শ্রীগুরুদেবকে প্রদক্ষিণ করতঃ প্রণাম পূর্ব্বক মধুবনে গমন করিলেন। এ দিকে শ্রীনারদ গোস্বামী ধ্রুবকে তপস্যায় প্রেরণ করিয়া ধ্রুবের পিতার নিকট আসিয়া দেখিলেন,—রাজা চিন্তায় নিমগ্ন, কেবলি বলিতেছেন—"আমি কি প্রকার স্ত্রৈণ ও নিষ্ঠুর দেখুন,

বালক আমার ক্রোড়ে বসিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, আমি এমনই নরাধম যে তাহাকে হতাদর করিয়াছি। সে সেই অভিমানে কোথায় চলিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিতেছি না। ক্ষুধায় কাতর হইয়া মলিনবদনে ভ্রমণ করিতে করিতে এতদিন কি সে হিংস্র জন্তুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে? নিজকৃত অন্যায়ের জন্য বর্ত্তমানে অনুশোচনা আসিয়া আমাকে অত্যন্ত কাতর করিয়া ফেলিয়াছে।"

তদুত্তরে শ্রীনারদ গোস্বামী বলিলেন,—"আপনার পুত্রকে সাধারণ বালকের সহিত সমজ্ঞান করিবেন না, আপনার পুত্র দেবতাগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। আপনি এই পুত্রের দ্বারা যশস্বী হইবেন। ধ্রুব বালক হইলেও তাহার মহিমা বোঝা কঠিন। মুনি-ঋষিগণেরও দুষ্প্রাপ্য শ্রীহরির আরাধনাদ্বারা সাফল্য লাভ করতঃ ধ্রুব অচিরেই আপনার যশ বিস্তারপূর্ব্বক এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।" শ্রীনারদ গোস্বামীর নিকট হইতে ধ্রুবের অসাধারণ ভজন-ক্ষমতার পরিচয় ও প্রত্যাগমনের কথা জানিয়া উত্তানপাদ কিছু আশ্বস্ত হইলেও সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে অনাদর করিয়া কেবল পুত্রচিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

নটবর—এ দিকে ধ্রুব কি করিলেন, জানিবার ইচ্ছা হইতেছে।

মহারাজ—ধ্রুব যমুনার জলে স্নান করতঃ পবিত্র, সংযত ও একাগ্রচিত্তে রাত্রিতে উপবাসী থাকিয়া গুরু দেবর্ষির উপদেশানুসারে শ্রীহরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, প্রতি তিন-দিবস-অন্তর ধ্রুব কপিত্থ ও বদরীফলমাত্র

ভোজন করিয়া শ্রীহরির আরাধনায় প্রথম মাস অতিবাহিত করিলেন। দ্বিতীয়মাসে প্রতি ষষ্ঠ দিবসে বৃক্ষ হইতে পতিত শুষ্ক তৃণ-পত্রাদি আহার করিয়া, তৃতীয় মাসে নয় দিবস অন্তর জলপান করিয়া, চতুর্থ মাসে প্রতি বার দিবসে বায়ু ভক্ষণ করতঃ শ্বাস জয় করিয়া শ্রীহরির আরাধনায় ঐকান্তিকভাবে ব্রতী হইলেন। পঞ্চম মাসে জিতপ্রাণ একপদে নিশ্চলভাবে দণ্ডায়-মান হইয়া সেই পরব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। মনকে বিষয় হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক ভগবদ্‌রূপ-ধ্যানে নিয়োজিত করায় তিনি ভগবানের রূপ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ধ্রুবের ধ্যান গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে ত্রিভুবন তাঁহার তেজে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল এবং একপায়ে ভর করিয়া তীব্র আরাধনার ফলে অঙ্গুষ্ঠ-পীড়নে নিপীড়িতা হইয়া ধরিত্রী অর্দ্ধাংশে অবনতা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আরাধনার ফলে লোকপালগণেরও শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। তখন তাঁহারা নিরুপায় হইয়া শ্রীহরির শরণাগত হইলেন। ভগবান্ দেবগণকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—"ধ্রুব একান্তভাবে মদ্গতচিত্ত হইয়া আমার আরাধনা করিতেছে। শীঘ্রমধ্যেই তাহাকে দর্শন দিয়া তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিব। তাহা হইতে তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই জানিও। ভগবান্ ভক্তের আহ্বানে স্থির থাকিতে না পারিয়া গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক মধুবনে উপস্থিত হইলেন। আরাধনাকালে ধ্রুব হৃদয়মধ্যে যে রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সিদ্ধাবস্থায় বহির্ভাগে ভগবানের সেইরূপ দর্শন করিয়া ধ্রুব অতিশয় আনন্দিত-চিত্তে

ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং চকোরের ন্যায় দৃষ্টিদ্বারা ভগবানের রূপমাধুরী পান করিতে লাগিলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান্ জানিতে পারিলেন যে, ধ্রুব তাঁহার স্তব করিবার জন্য ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু বালক জ্ঞানাভাবে কি করিয়া স্তব করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। তজ্জন্য দয়াময় শ্রীহরি কৃপাপূর্ব্বক বেদাত্মক শঙ্খের দ্বারা তাঁহার গণ্ডদেশ স্পর্শ করিলেন। শঙ্খ-স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুবের ভগবদ্‌গুণ-কীর্ত্তনে বাক্-শক্তি উপস্থিত হইল—ভক্ত-ভগবানে সম্বন্ধজ্ঞান আসিল। শ্রীধ্রুব ভক্তিজনিত প্রেমে আপ্লুত হইয়া শ্রীভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন।

নটবর—ধ্রুব পঞ্চম-বর্ষীয় বালক। তাঁহার বিদ্যা শিক্ষা করিবার অবসর হয় নাই, এমতাবস্থায় তিনি কি প্রকারে ভগবানের স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না।

মহারাজ—ভগবদিচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূঃ বিঃ ২।১০৯)

সেবোন্মুখ-বৃত্তি থাকিলে স্তব করিবার বাক্-শক্তি বিদ্যা, বুদ্ধি পাণ্ডিত্য ও বয়সকে অপেক্ষা করে না।

"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।"
"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥" (চৈঃ চঃ ৬।৮৩)

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।২৯)

অতএব সমস্তটাই ঈশ্বরকৃপালেশের উপর নির্ভর করিতেছে। তাঁহার ঐকান্তিক-শরণাগত হইলে তৎ-কৃপায় জ্ঞানলাভ হইতে বিলম্ব হয় না।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ২।৯।৩০-৩১)

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥"

(গীতা ১৮।৫৫)

ভগবৎকৃপাতে যে অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা উপরি উক্ত গীতার শ্লোকে সুস্পষ্ট হইয়াছে এবং ভক্তের ভক্তি-প্রাধান্যে ভগবৎকৃপাই যে তত্ত্বজ্ঞানের প্রাপক তাহা ভাগবতের উদ্ধৃত "যাবানহং" শ্লোকে দেখিতে পাই। এই শ্লোকের 'মদনুগ্রহাৎ' এই পদের দ্বারা শ্রীভগবান্ তদনুগ্রহে যে ভক্তের হৃদয়ে

তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার সম্যক্ উপলব্ধি হয়, তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"
(কঠ ১।২।২৩)

এই শ্লোকের দ্বারা একমাত্র কৃপাই যে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানের অধিকার আনিয়া দেয় তাহা জানা যাইতেছে। সুতরাং ধ্রুব সেই কৃপালাভে স্নিগ্ধ হইয়াছেন বলিয়া আজ ভগবত্তত্ত্ব-বর্ণনে সমর্থ হইতেছেন। সাক্ষ্য-স্বরূপে তাঁহার কীর্ত্তিত স্তব বিদ্যমান।

নটবর—বা, বেশ চমৎকার কথা ত'! আমার ধারণা ছিল, লেখা-পড়া না শিখিলে ভগবান্‌কে জানা যায় না। এখন দেখিতেছি, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান কোনটাকেই অপেক্ষা করেন না। এখন ধ্রুবের স্তব শুনিবার ইচ্ছা হইতেছে।

মহারাজ—ধ্রুব স্তবে বলিতেছেন,—"যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান ও ক্রিয়া ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমার ন্যায় অজ্ঞানের বাক্-শক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে প্রাণদান করিয়াছেন; আপনি সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি আপনার ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার দ্বারা এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া উহার অভ্যন্তরে

অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশ করিয়াছেন। যেরূপ একই অগ্নি বহু প্রকার কাষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানারূপ ধারণ করে, সেই প্রকার আপনি সচ্চিদানন্দময় গুণাতীত শুদ্ধসত্ত্বময় হইয়াও উন্মুখ ও বিমুখ জীবের বাসনানুসারে তাহাদের ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের অভিলষিত ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। আপনার পাদপদ্মে শরণাগতির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। ব্রহ্মা এই শরণাগতির দ্বারাই আপনার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। আপনার পাদপদ্ম মুক্তকুলেরও উপাস্য। যাঁহারা আপনার কৃপা-কটাক্ষলাভে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারা কখনই আপনার পাদপদ্ম ভুলিতে পারেন না। আপনার দয়া অপরিসীম। আপনার পাদপদ্মবিমুখ জীবকুলকে জন্ম-মরণ-মালা হইতে মুক্ত করিয়া আপনার নিত্য-সেবা প্রদানের জন্য বাঞ্ছা-কল্পতরুরূপে আপনার প্রকাশ। যাহারা আপনার শ্রীচরণের নিত্য-সেবা ব্যতীত অন্য অভিলাষ সিদ্ধির জন্য আপনার আরাধনা করিয়া থাকে, তাহারা আপনার বিমুখিনী মায়ার দ্বারা বঞ্চিত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে ভোগবাসনা পরিতৃপ্তির জন্য জীব লালায়িত, সেই বিষয়-ভোগজনিত সুখ নারকি-যোনিতেও লাভ হইয়া থাকে। ভোগ-কামিগণ অবোধ বলিয়া এই দেহ যে কুক্কুর-শৃগালের ভক্ষ্য, তাহা জানে না।

নটবর—নারকি-যোনিতে ভোগ-সুখ লাভ করিয়া থাকে,—এই কথার দ্বারা মানুষের সহিত পশুর ভোগসুখের সাম্য করা যায় কি ?

মহারাজ—এ বিষয়ে পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। তথাপি তোমার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবতের (৩।৩০।৪-৫) এই দুইটী শ্লোক উপস্থাপিত করিতেছি,—

"জন্তু-র্বৈ ভব এতস্মিন্ যাং যাং যোনিমনুব্রজেৎ।
তস্যাং তস্যাং স লভতে নির্ব্বৃতিং ন বিরজ্যতে॥
নরকস্থোঽপি দেহং বৈ ন পুমাংস্ত্যক্তু মিচ্ছতি।
নারক্যাং নির্ব্বৃতৌ সত্যাং দেবমায়াবিমোহিতঃ॥"

যে যে যোনিতেই আমরা যাই না কেন, সেই সেই যোনিতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকি। বিরাগ কিছুতেই আসে না। দৈবী মায়ার এমনি মোহিনী শক্তি, সেই নারকি-যোনিতে তাহাদের এতই সন্তুষ্টি হয় যে, সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। পাশবিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সহিত মানবদেহের ঐক্য স্থাপন করিলে পশুর সহিত মনুষ্যজীবনের সাম্য প্রাপ্ত হয়। বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের কোন মূল্য নাই। তাহার প্রমাণ ঃ—

"তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ২।৩।১৮)

নটবর—অতি অল্প কথার মধ্যে চমৎকার মীমাংসা হইল। ধ্রুবের পরবর্ত্তী স্তব বলুন।

মহারাজ—ধ্রুব বলিতেছেন,—"হে ভগবন্! আপনি বাঞ্ছা-কল্পতরু বলিয়া আপনার নিকট দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আপনাতে যে ভক্তিবিধান, তাহা অতি নিকৃষ্ট,

কিন্তু যাঁহারা কামনাশূন্য হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আপনার আরাধনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের নিকট আপনার গুণগাথা এত আনন্দ-প্রদ হয় যে, সেখানে ব্রহ্মানন্দসুখও থুৎকৃত হইয়া যায়।

[এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের এই শ্লোকটী আলোচ্য—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধি-মহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥"]

দেবতাপদের কথা আর কি বলিব? তাঁহাদেরও যখন পতন আছে, তখন তাঁহাদের আরাধনার ফলও নশ্বর হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই! গীতায় (৯।২১) তাহার প্রমাণ,—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥"

এই দুঃখপূর্ণ ভীষণ ভবসাগর পারাপারের একমাত্র উপায়—আপনার কথামৃত শুদ্ধাত্মা মুক্ত পুরুষের শ্রীমুখ হইতে পান করা। কারণ, নাম-রূপ-গুণ-লীলা-স্বরূপ আপনাকে তাঁহারা হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়াছেন। আপনার ঐ প্রকার ভক্তের সঙ্গই আমার কাম্য হউক, এই প্রার্থনা করিতেছি। যাঁহারা আপনার পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং আপনার প্রিয়ভক্তের সঙ্গলাভ করিয়াছেন তাঁহারা এই অনিত্যদেহ ও তৎসম্বন্ধিভূত পুত্র, বিত্ত ও কলত্রাদিতে

আসক্তিশূন্য হইয়াছেন। আপনি ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ বিরাট্ পুরুষ। আপনার নাভিপদ্ম হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি। আপনি নিত্যমুক্ত, পরিশুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, মায়াধীশ, নির্ব্বিকার, জন্মাদিরহিত, আদি পুরুষ, পূর্ণৈশ্বর্য্যশালী, ত্রিগুণাধীশ ও চিন্ময়, কিন্তু জীব জড়বন্ধনযুক্ত, সল্পৈশ্বর্য্যযুক্ত, গুণের দ্বারা অভিভাব্য। আপনি চিন্ময়দৃষ্টিদ্বারা সমস্তই দর্শন করিয়া থাকেন। অতএব আপনি জীব হইতে সম্পূর্ণই পৃথক্। আপনি বিবিধশক্তিশালী। এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"। আপনি সমস্ত শক্তিরই আশ্রয়, বিশ্বের কারণ, অখণ্ড, অনন্ত, অনাদি, আনন্দমাত্র। পরব্রহ্ম-স্বরূপ আপনার চরণে শরণ লইতেছি। যাঁহারা আপনাকেই পরম-পুরুষার্থজ্ঞানে পরমানন্দ-স্বরূপ আপনার ভজন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট রাজ্যাদি কামনা অতি তুচ্ছ হইয়া যায়; আপনার পাদপদ্ম-প্রাপ্তিই সাধনার প্রকৃত ফল, আমি অতীব নির্ব্বোধ ও অজ্ঞানহেতু আপনার তত্ত্ব ও মহিমা উপলব্ধি করিতে পারি নাই, তজ্জন্য কামনা লইয়া আপনার আরাধনায় ব্রতী হইয়াছিলাম। স্নেহবিহ্বলা গাভী যেমন তাহার বৎসকে দুগ্ধ পান করায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্র সিংহ হইতেও রক্ষা করে তদ্রূপ অনুগ্রহ-নিগ্রহে সমর্থ পরমৈশ্বর্য্যশালী আপনি কৃপা-পরবশ হইয়া আমি সকাম হইলেও আমাকে কামনা হইতে রক্ষা করিয়া আপনার পাদপদ্মে নিত্য আশ্রয় প্রদান করুন। যে যাহা কামনা করে, তাহা আপনি পূরণ করিয়া থাকেন জানি, কিন্তু আজ পাদপদ্মে নিবেদন জানাইতেছি—আপনি বরদ হইলেও

আমার সমস্ত কামনাকে বিদূরিত করিয়া দিন। আপনি নিজেই বলিয়াছেন,—

"আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
স্ব-চরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"

সুতরাং মাদৃশ অল্পজ্ঞানযুক্ত সকাম ব্যক্তিকে আপনার পাদ-পদ্মে আশ্রয় প্রদান করুন, ইহাই সকাতর প্রার্থনা।

"স্থানাভিলাষী তপসা স্থিতোঽয়ং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥"
(হরিভক্তি-সুধোদয়ে ৭ম অ, ধ্রুবচরিত্রে ২৮ শ্লোক)

ভগবান্ ধ্রুবের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"তোমার পিতা তোমার চিন্তায় কাতর, তুমি তাঁহার নিকটে গমন কর। তিনি তোমাকে রাজ্য প্রদান করিয়া বনে গমন করিবেন। তুমি ধর্ম্মাশ্রয়ে থাকিয়া ষট্‌ত্রিংশ সহস্র বর্ষ রাজ্য রক্ষা করিবে এবং তোমার ভ্রাতা উত্তম মৃগয়া করিতে গিয়া নিরুদ্দেশ হইবে। তাহার মাতা সুরুচি তাহার অন্বেষণ করিতে গিয়া দাবানলে প্রবেশ করিবে। তুমি রাজ্য গ্রহণ করিলেও রাজৈশ্বর্য্য তোমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না। তুমি অন্তকালে আমার চিন্তা করিতে করিতে আমার ধামে গমন করিবে। আমি তোমাকে যে সমুজ্জ্বল পদ প্রদান করিলাম, তাহা কখনই বিনষ্ট হইবে না।" ভগবান্

এইরূপে ধ্রুবকে পরমপদ প্রদান করিয়া নিজধামে গমন করিলেন।

নটবর—ধ্রুব ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন কি ?

মহারাজ—না, যদিও বিষ্ণু ধ্রুবকে কৃপা করিয়া নিজ-সেবা-লাভ হইতে বঞ্চিত করিলেন না, তথাপি ধ্রুব যে কামনা লইয়া তপস্যায় ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহা পূরণকল্পে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অনভিপ্রেত পিতার নিকট গমন করিলেন।

নটবর—কেন ? বিষ্ণু ধ্রুবকে ত' তাঁহার পাদপদ্ম হইতে বঞ্চিত করেন নাই। সকাম ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা সুদুর্ল্লভ এবং সকলের পক্ষে যাহা দুষ্প্রাপ্য, ঐরূপ পদ একজন্মে লাভ করিয়াও কি জন্য ধ্রুব নিজে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই ?

মহারাজ—কামনা আমাদিগকে ভগবান্ হইতে তফাৎ করিয়া দেয়। ধ্রুব বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া তাহা উপশমার্থে মুক্তিদাতা শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু মুক্তি প্রার্থনা করিতে পারেন নাই বলিয়া মনস্তাপ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অনুতপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"হায়, হায়! দুঃখের বিষয়—মুনিগণ বহু জন্মের তপস্যার দ্বারা সুপক্ক সমাধিতে যে পদ জানিতে পারিয়াছিলেন আমি ছয় মাস মাত্র আরাধনা করিয়া সেই পদ প্রাপ্ত হইয়াও ভগবান্ হইতে দ্বিতীয় বস্তুর কামনাবশতঃ সেই পরমপদ হইতে চ্যুত হইয়া পুনরায়

সংসারে নিমগ্ন হইলাম। আমার মত দুর্ভাগা কে আছে? যাঁহার শ্রীচরণ-দর্শনে সংসার নষ্ট হইয়া যায়, তাঁহার শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়াও আমি আবার সংসারে প্রবৃত্ত হইলাম। হায়! দেবতাগণ তাঁহাদের পদ বিনষ্ট হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া কি আমার বুদ্ধি-বিপর্য্যয় করিয়া দিলেন? আমি দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া ভ্রাতাকে শত্রুবোধ করিয়াছি এবং তজ্জন্য মনস্তাপে তাপিত হইতেছি; যে ভগবান্‌কে তপস্যার দ্বারাও প্রসন্ন করা দুঃসাধ্য, তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াও তাঁহার নিকট অসৎ সংসারই প্রার্থনা করিয়াছি। আয়ুহীন ব্যক্তির চিকিৎসা যেমন নিষ্ফল, আমার প্রার্থিত বিষয় লাভ করিয়াও তদ্রূপ আমার জীবন নিরর্থক হইল। যেমন—ধনহীন ব্যক্তি রাজার নিকট তণ্ডুলকণা প্রার্থনা করে, সেই প্রকার আমি এমন হতভাগ্য যে, মুক্তিপ্রদাতা শ্রীহরির নিকটে সামান্য ভোগের বস্তু প্রার্থনা করিলাম। ইহা মূঢ়তা ছাড়া আর কিছুই নয়, ইহার কারণ একমাত্র অভিমান।”

ধ্রুব এইরূপে নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে রাজপ্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উত্তানপাদ পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রুদ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইলেন। ধ্রুব প্রথমে পিতাকে বন্দনা করিয়া পিতার আশীর্ব্বাদ লাভান্তে মাতৃদ্বয়ের চরণে প্রণত হইলেন। প্রণত ধ্রুবকে বিমাতা সুরুচি আলিঙ্গন করিলেন এবং গদ্গদস্বরে অস্ফুটবাক্যে ‘চিরজীবী হও’ বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তদনন্তর উত্তমের সহিত ধ্রুবের মিলন হইলে উভয়েই

উভয়কে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন এবং উভয়েই অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন ; পূর্ব্ব হিংসা, দ্বেষ এবং মৎসরতা সকলেই ভুলিয়া গেলেন। ধ্রুবের জননী পুত্রকে কোলে করিয়া পুত্রের সুকোমল-অঙ্গস্পর্শে বহু দিনের পুত্রের অভাব জনিত মনঃপীড়া পরিত্যাগ করিয়া সুখানুভব করিলেন। সেই সময়ে ভক্ত-প্রসবিনী সুনীতির স্তন-যুগল স্নেহাশ্রুধারায় ধৌত হইল এবং তাহা হইতে অবিশ্রান্ত দুগ্ধ স্খলিত হইতে লাগিল। পুরবাসিগণ সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। প্রজাবর্গ সকলেই আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। রাজা সানন্দে ধ্রুবকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া প্রব্রজ্যায় গমন করিলেন।

বাবা! প্রহ্লাদের ন্যায় বালক ধ্রুবের চরিত্র আমাদের নিকট বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। আমরা যদি ধ্রুবের পাদপদ্মকে অনুসরণ করিয়া ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে মুক্তিদাতা ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম হইতে আর বিচ্যুতির সম্ভাবনা থাকিবে না এবং দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইতে হইবে না। শাশ্বতকাল তাঁহার পাদপদ্মে স্থিতিই ফলস্বরূপে লাভ হইবে। ভজনবিমুখ জনগণ ভক্তের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাদের অবদান গ্রহণে অসমর্থ হয় : ধ্রুব ও প্রহ্লাদের গল্প ভারতের প্রায় সকলেরই মুখস্ত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু ঠাকুরমার ঝুলির গল্প শুনিবার ন্যায় মাত্র শুনিলে তাহা আমাদের কোন উপকারে আসিবে না। তাঁহাদের জীবনের প্রত্যেকটী ঘটনা আমাদের কত শিক্ষাপ্রদ, তাহা চিন্তা করিয়া সেই সমস্ত শিক্ষণীয়

বিষয় হইতে সারাংশ গ্রহণ করতঃ উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে সুশৃঙ্খলার মধ্যে আনিতে হইবে। আমরা যে সমস্ত জিনিষকে শান্তিকর বলিয়া মনে করি, তাহা যে শান্তিকর নয় ইহা শাস্ত্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন। অশান্তিকর বস্তুর অনুশীলনে মহামূল্যবান্ আয়ুই নষ্ট হইয়া থাকে মাত্র।

"তৎপ্রয়াসো ন কর্ত্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরম্।
ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৬।৪)

নারদের কৃপায় ধ্রুবের ভগবৎপ্রাপ্তিতে এই প্রকার জ্ঞান লব্ধ হওয়ায় তিনি পার্থিব বস্তুকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। তখন শ্রীভগবৎপাদপদ্মে যে নিত্যা শান্তি বিরাজিতা, তাহাই উপলব্ধি করিয়াছিলেন ; ইহা তাঁহার উক্তিতেই বুঝিতে পারা যায়। বাবা! সৌভাগ্য থাকিলে এইরূপ ভক্ত-চরিত্রে শ্রদ্ধা আসে এবং তাঁহাদের আদর্শে জীবনকে গড়িয়া তুলিবার হার্দ্দিক-চেষ্টা হয়। অধিক আর কি বলিব, তোমরা ধ্রুবের চরিত্র ও শিক্ষা শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছিলে। যথাজ্ঞান বর্ণনা করিলাম।

নটবর—কত জন্মের সৌভাগ্যের ফলে আপনার ন্যায় মহাপুরুষের চরণতলে আসিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। ধ্রুবের অপূর্ব্ব চরিত্র ও শিক্ষা শ্রবণ করিয়া আমি চিত্তে এত আনন্দ অনুভব করিতেছি যে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। এখন

বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, ভগবৎসান্নিধ্য গুরু-কৃপা ব্যতীত সম্ভব নহে। অতএব গুরুকরণ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। আমি অযোগ্য হইলেও আপনার কৃপা-প্রার্থী ; কৃপা করিয়া এ দাসকে চরণে স্থান দিয়া অনুগৃহীত করুন্। ধ্রুব ও প্রহ্লাদ অল্প বয়সে ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন। আমি দুর্ভাগা, তাই সেই বয়সে আপনাদের ন্যায় মহদ্ভক্তির সঙ্গ পাই নাই, তৎফলে জীবনের মহামূল্য সময় অতিবাহিত করিয়াছি। আপনার কৃপায় যে সমস্ত উপদেশ শ্রবণ করিলাম, তাহাতে আর তিল-মাত্র সময়ও বিলম্ব করা উচিত নয়।

[এই বলিয়া নটবর মহারাজের পাদপদ্মে প্রণত হইল।]

মহারাজ—বাবা! ব্যস্ত হওয়ার কিছুই নাই। সময় আসিলে শ্রীগৌরসুন্দর সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আরও কিছুদিন হরিকথা শ্রবণ করা ভাল। হঠাৎ কোন কিছু করিতে নাই। বর্ত্তমান জগতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে প্রকার গুরুকরণের প্রথা চলিতেছে তাহাতে আত্ম-কল্যাণের কোন কথাই নাই। অতএব সমস্ত কিছু বিচার করিয়াই করা ভাল বলিয়া মনে করি।

নটবর—আপনার যখন কৃপা হইবে তখনই আপনার পাদপদ্মে স্থান পাইব, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। আমি সেই দিনকে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলাম।

সদানন্দ, নটবরের পিতা ও পিসে মশায় মহারাজকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশক্রমে নটবরের সহিত প্রসাদ-সম্মানান্তে

বিশ্রামার্থে চলিয়া গেলেন। বাসায় পরস্পরের মধ্যে মহারাজের মধুর উপদেশাবলীর সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলোচনা হইল। অতঃপর নটবরের পিতা ও পিসে মশায় বলাবলি করিতে লাগিলেন,—"আমাদের জীবন বৃথায় অতিবাহিত হইয়াছে। পশুর ন্যায় জীবন কাটাইয়াছি। বহির্ম্মুখ সমাজের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ও গর্হিত কার্য্যে জীবন নষ্ট করিয়াছি। মনুষ্য-জীবনোচিত কর্ত্তব্যের উপদেশলাভের উপযোগী সঙ্গ-সৌভাগ্য লাভ হয় নাই। অতএব আজ সদানন্দ ও নটবরের বহুজন্মার্জ্জিত সুকৃতির বলে যে মহাপুরুষের চরণ-সান্নিধ্যে আসিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, মনে হয়, আর কাল বিলম্ব না করিয়া এক্ষণেই তাঁহার পদাশ্রয় করা কর্ত্তব্য। নটবর সাহস করিয়া প্রার্থনা জানাইয়া আসিয়াছে। আমাদের সাহস এখনও হয় নাই। কিন্তু মহারাজের কথানুসারে মনে হয় আরও কিছু শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।" ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া নটবরের মা বলিতে লাগিলেন,—"দেখ, তোমাদের সংসারে খেটে খেটে আমার জীবনটা শেষ হ'য়ে গেল, এই সাধু-সঙ্গের জন্য তুমি নটাকে কত গালাগালিই করিয়াছ। আজ দেখিতেছ, নটার জন্যই আমাদের কত সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। শান্তি বলিয়া সংসারে একদিনও পাইয়াছ কি? জীবনে অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ ও মেলামেশা করিয়াছ, কিন্তু মহারাজের মত এ রকম মধুরভাষী লোক দেখিয়াছ কি? তোমরা কত প্রশ্নই না করিতেছ, তাহাতে তাঁহার বিরক্তিও নাই, ক্লেশও নাই। তিনি অবিশ্রান্ত উত্তর দিয়া চলিয়াছেন। আমার

বহুকথা জিজ্ঞাসার বাসনা হয়, কিন্তু নারী-জীবনের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিয়া একধারে বসিয়া প্রশ্নের উত্তরগুলি শুনিয়া থাকি। শ্রবণকালে যে কি-প্রকার আনন্দ পাই, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মহারাজকে আমি মনে মনে গুরুপদে বরণ করিয়াছি। শেষ জীবনটা শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিয়া শ্রীহরির আরাধনা করাই শ্রেয়ঃ।" নটবরের পিসে মশায় বলিতে লাগিলেন,—"আমি বাবা তোমাদের পিছনে পিছনে আছি। যত কথাই শুনিতেছি, ততই আমার জীবনটার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা আসিতেছে। আমার মনে হয়, মহারাজের চরণতলে থাকিয়া জীবনটা কাটাইয়া যাই। আর সংসাররূপ নরকে না যাওয়াই ভাল। দেখা যাক্ কত দিনে করুণা লাভ করা যায়।" সকলের কথা শেষ হইলে সদানন্দ বলিল,—"আমি বহুদিন হইতে স্থির করিয়া বসিয়া আছি যে মহারাজের চরণকমলে আশ্রয় লইব, কিন্তু মহারাজের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি, হঠাৎ কোন কার্য্য করা ঠিক নয়, তজ্জন্য সময়কে অপেক্ষা করিতেছি। আবার পশ্চাতে একটা লেখাপড়ার নেশাও রহিয়াছে। তবে ইহাও সত্য কথা' আপনারা কৃপালাভ করিলে আমিও পশ্চাতে আছি, জানিবেন।

নটবরের পিতা—বাবা, তুমি ত' কৃপা পূর্ব্ব হইতেই লাভ করিয়াছ, কেবল ব্যবহারিক কৃপা হইতে বাকী আছে। তোমার প্রতি ও নটার প্রতি মহারাজের অশেষ স্নেহ আছে দেখিলাম। আমাদের যদি কিছু হয়, তাহার একমাত্র কারণ তুমি। নটাও তোমার সঙ্গফলেই এই

সাধুসঙ্গ পাইয়াছে। তুমি তাহার প্রকৃত বন্ধু এবং আমাদের সকলের পরমাত্মীয়।

সদানন্দ—না পিসে মশায়! মহারাজ অত্যন্ত দয়ালু। তিনি সকলের প্রতিই সম স্নেহপ্রবণ। তাঁহারা অন্তর্য্যামী কি না, সেই জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা সম্যক্‌রূপে আসিলেই তিনি কৃপা করিবেন।

নটবরের পিতা—আমরা সকলেই এখানে উপস্থিত আছি। একটা যুক্তির কথা আছে। আজ প্রায় ১০।১৫ দিন হইল বাড়ী হইতে আসিয়াছি। দেশে কি হইতেছে না হইতেছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সকলের একবার দেশে গিয়া ফিরিয়া আসা ভাল, না কিছুদিন সাধুসঙ্গে থাকিয়া আরও উপদেশ শ্রবণ করা শ্রেয়?

নটবর—বাবা, সংসার ত' এতদিন করিলেন। আপনার অভাব কি আছে? আরও কিছুদিন থাকিয়া মহারাজের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শোনা ভাল বলিয়া আমার মনে হয়। আমি ও সদানন্দ মহারাজের নিকট প্রশ্নাদি করিয়াছি। আপনার যদি মনে কোন সন্দেহ থাকে তাহা হইলে আপনি মহারাজের নিকট প্রশ্নাদি করিয়া মধুর উপদেশ গ্রহণ করুন। আপনি প্রশ্ন করিলে আমরাও শুনিতে পারিব।

সদানন্দ—ভাই নটবর! তুমি ঠিক বলিয়াছ। সংসারের কার্য্যে অসুবিধা হইবে বলিয়া আমি পিসে মশায়কে সাহস

করিয়া কিছু বলিতে পারিতেছিলাম না। আমাদের দ্বারা সমস্ত প্রশ্ন সম্ভব হইয়া উঠে না। আমার মনে হয়, উহারা প্রশ্ন করিলে অনেক কথা শ্রবণের সুযোগ হইবে।

নটবরের পিতা—বাবা, আমার কি প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হয় না? কিন্তু মহারাজের কাছে বসিলে যেন কেমন হইয়া যাই। আচ্ছা ভাল কথা—আগামীকল্য আমিই প্রশ্ন করিব। তোমাদের ইচ্ছামত আরও কিছুদিন থাকাই যাক্।

এই সমস্ত কথোপকথনের পর সে-দিন সকলেই নিদ্রাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অম্বরীষ-চরিত্র

[প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য সমাপনান্তে বাল্যভোগ গ্রহণ করিয়া সদানন্দ, নটবর, নটবরের পিতা, মাতা ও পিসে মহাশয় শ্রীচৈতন্যমঠে আসিয়া মহারাজের পাদপদ্মেপ্রণত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া—]

মহারাজ—আপনারা কেমন আছেন ? কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা হইতেছে না বাড়ী যাইতেই হইবে ?

নটবরের পিতা—আজ্ঞে, বাড়ী যাওয়া ত' দরকার ছিল কিন্তু আমাদের ন্যায় গৃহাসক্ত জীবের চট করিয়া সাধুসঙ্গ পাওয়া কঠিন। যখন সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ লাভ করিয়াছি তখন সে সুযোগ হইতে বঞ্চিত না হওয়াই উচিত। সদানন্দ ও নটবর প্রশ্ন করায় এ' পর্য্যন্ত আমরা বহু কথা শুনিলাম, এবং তাহাতে আমাদের বহু অজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে। আমার প্রশ্ন করিবার বাসনা হয়, কিন্তু আপনাদের ন্যায় মহদ্ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হয় না, পাছে কোন অপরাধ করিয়া ফেলি।

মহারাজ—শ্রবণের পিপাসা লইয়া প্রশ্ন করিলে, অপরাধের সম্ভাবনা থাকে না। যাঁহারা কুট-তার্কিক, তাঁহাদের তর্ক নিজেদের কল্যাণে আসে না এবং পরের কল্যাণেও

আসে না। আপনার যখন সেই প্রকার চিত্তবৃত্তি নয়, আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে প্রশ্ন করিতে পারেন।

নটবরের পিতা—এই কয়দিন যাবৎ অদূষিতধী বালক প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের ভগবদ্ভজনে ঐকান্তিকী চেষ্টার কথা শ্রবণ করিয়া বড়ই শান্তি পাইয়াছি। তবে আমি গৃহস্থ, সাধন-ভজনের বয়স অতিক্রান্ত হইয়াছে। তজ্জন্য জানিবার বাসনা হয়—এই মায়ামোহময় গৃহের মধ্যে থাকিয়া পুত্র-কলত্রাদি বিষয়-বৈভবের মধ্যে কি উপায় অবলম্বন করিলে ভজন সম্ভব হয়। এ' রকম কোন আদর্শ গৃহস্থ ভক্তের চরিত্র ও শিক্ষা-শ্রবণের বাসনা হইতেছে, যাঁহাদের চরিত্র ও শিক্ষার মধ্য দিয়া আমার ন্যায় দুর্ভাগা জীব কিছুটা পরমার্থের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

মহারাজ—অতি চমৎকার প্রশ্ন করিয়াছেন, এবং এই প্রশ্ন আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। এ' রকম গৃহস্থ ভক্তের আদর্শ আমাদের কল্যাণের জন্য বহু রহিয়াছে। সকলের চরিত্র বিশ্লেষণ করা কঠিন এবং সময়-সাপেক্ষ। তজ্জন্য আপনার প্রার্থনানুসারে অম্বরীষ মহারাজের পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া আমিও ধন্য হইব। তাঁহার চরিত্র ও শিক্ষা অনুসরণ করিলে যাঁহাদের 'গৃহে থাকিয়া ভজন হয় না' এই প্রকার ধারণা আছে তাঁহাদের সেই ধারণা বদলাইয়া যাইবে।

নটবরের পিতা—চমৎকার ভক্তের নাম করিয়াছেন। অম্বরীষের সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানা না থাকিলেও আমাদের পল্লীগ্রামে যাত্রার মধ্যে কিছুটা দেখিয়াছি; তাহাও অভিনয় মাত্র এবং বিকৃত। আপনার শ্রীমুখ হইতে শুনিতে পারিলে তত্ত্ববস্তু জানা যাইবে।

মহারাজ—নাভাগ-পুত্র অম্বরীষ মহাভাগ্যবান্। তিনি সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার এমন সম্পৎ ছিল, যাহা কখনও ক্ষয় হইত না এবং তাঁহার বৈভবেরও তুলনা করা যায় না। যে সম্পৎ ও বৈভব ইহ জগতের জীবের পক্ষে দুর্ল্লভ তাহা মহারাজ অম্বরীষ স্বপ্নের মত তুচ্ছ বলিয়াই মনে করিতেন, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ইহা অস্থায়ী। কিন্তু ঐ অস্থায়ী বিষয়েই আসক্ত হইয়া ভগবদ্বিমুখ জীব মোহাচ্ছন্ন।

নটবরের পিতা—যাহা অতিকষ্টে লাভ করা যায় এবং যাহা না হইলে কোন কিছুই করা সম্ভবপর নয়, সেই বিষয় সম্পৎকে তিনি হেয়জ্ঞান করিতেন কেন?

মহারাজ—যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্ত ভগবৎপাদপদ্মকে আশ্রয় না করে ততক্ষণ মাত্র বিষয়-বৈভবের দুর্ল্লভত্ব জীবের নিকট প্রতিপাদিত হয়, কিন্তু অম্বরীষ মহারাজের বিষয়-বৈভবের সহিত বাহ্য সম্বন্ধ থাকিলেও ভগবান্ বাসুদেব এবং তাঁহার ভক্তে ঐকান্তিকী ভক্তি থাকার

জন্য তিনি আমাদের অভিলষিত দুর্ল্লভ বিষয়কে লোষ্ট্রের ন্যায় তুচ্ছ করিয়াছিলেন।

নটবরের পিতা—লোষ্ট্র বলিতে আমরা রাস্তার পাথরকে বুঝি, বিষয়কে কি প্রকারে লোষ্ট্রের ন্যায় জ্ঞান হইতে পারে বুঝিতে পারিতেছি না।

মহারাজ—লোষ্ট্রবৎ বলিতে পাথরের ন্যায় তাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে না। জগতের প্রত্যেক বস্তুই ভগবৎসেবার উপকরণস্বরূপ, তাই তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়। আমাদের শ্রীগুরুদেব প্রায়ই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর এই শ্লোকটী বলিতেন,—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

সমস্ত বস্তুই যখন ভগবানের, তখন বস্তুকে হেয় জ্ঞান করিবার মত কোন কথা বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তবে যে আসক্তি ভগবদাসক্তি হইতে জীবকে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়, মহারাজ অম্বরীষ বস্তুর উপর সেইরূপ আসক্তির ভাবকে তুচ্ছ করিয়াছিলেন। তাহার মূলীভূত কারণ এই যে, শ্রীভগবানে ও তাঁহার ভক্তে অনুরক্তিই বিষয়-ভোগ হইতে তাঁহার চিত্তকে তফাৎ করিয়াছিল, যেহেতু তিনি বিষয়ভোগের অকিঞ্চিৎকরতা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আমরা যেমন বিষয়েতে আসক্ত হইয়া পড়ি, তিনি তাহাতে সেরূপ আসক্ত ছিলেন না।

বিষয় তাঁহার ছিল, কিন্তু বিষয়ের যিনি মালিক তাঁহাতে তাঁহার পরমভাব ছিল। এখন বুঝিয়া দেখুন, অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াও তিনি তাহাতে কেন আসক্ত ছিলেন না।

নটবরের পিতা—বিষয়-আসক্তি-বর্জ্জিত অবস্থায় তিনি কি করিতেন? তাঁহার কি কোন কার্য্য ছিল না?

মহারাজ—তিনি সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করিতেন। তিনি মনকে কৃষ্ণ-চিন্তায়, বাক্যসকলকে ভগবানের গুণ-কীর্ত্তনে, হস্তকে শ্রীহরিমন্দির-মার্জ্জনে, কর্ণকে কৃষ্ণকথা-শ্রবণে, চক্ষুদ্বয়কে ভগবান্, তাঁহার ধাম ও ভক্তদর্শনে, ত্বগিন্দ্রিয়কে ভগবদ্ভৃত্যের গাত্রস্পর্শে, নাসিকাকে ভগবানে অর্পিত তুলসীর আঘ্রাণে, রসনাকে ভগবৎপ্রসাদ-আস্বাদনে, চরণদ্বয়কে মথুরাদি ভগবদ্ধাম-পর্য্যটনে, মস্তককে শ্রীহরি-প্রণামে ও কামনাকে তাঁহার দাস্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্য ছিল। ইন্দ্রিয়সকলকে ভগবৎসেবা ব্যতীত কখনও বিষয়সমূহে নিযুক্ত করেন নাই।

নটবরের পিতা—কথাগুলি বড় সুন্দর। তবে এক একটী করিয়া শুনিবার বাসনা হইতেছে।

মহারাজ—আচ্ছা এক একটী করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

মনঃ—আমাদের মন ভয়ানক চঞ্চল। এই চঞ্চল মনকে সংযত করা খুবই কঠিন। বিষয়ের সংস্পর্শে মনের চাঞ্চল্য স্বভাবসিদ্ধ। এই চাঞ্চল্যধর্ম্ম-প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতার প্রাবল্যে

হরিবিস্মৃতিই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। এইজন্য মনকে নিগ্রহ করিতে সর্ব্বশাস্ত্রেই বলিয়াছেন। সুখ-দুঃখেরকারণ যে মন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতি সহজেই লক্ষিত হয় যে, ইহা সংকল্প ও বিকল্পাত্মক, অর্থাৎ সংকল্প-বিকল্পই ইহার ধর্ম্ম। এইজন্য অম্বরীষ মহারাজ চিত্তচৌর শ্রীভগবানে সর্ব্ব প্রথম মনকে অর্পণ করিয়াছিলেন। মন তাঁহাতে নিবিষ্ট হইলে তাহার চাঞ্চল্য দূরীভূত হইবে। অসংযত মন লইয়া ঈশ্বরারাধনা সম্ভবপর নহে। মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রাজা, তজ্জন্য মনকে অর্পণ করিতে পারিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় আপনা আপনি অর্পিত হইয়া যাইবে। এইজন্য শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

(গীতা ১৮।৬৫)

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।"

(গীতা ১০।৯)

এই সমস্ত শ্লোকের দ্বারা ভগবানে প্রথমেই মনকে অর্পণের কথা বলিয়াছেন। আমরা ঈশ্বরে যে-প্রকার চিত্ত দিয়া থাকি সেইরূপ চিত্ত প্রদানের কোনই মূল্য নাই। যেহেতু দাসীর ন্যায় প্রভুর সেবার আনুকরণিক-চেষ্টা কেবল কামনা পরিতৃপ্তি-মূলে; কিন্তু যেখানে স্ত্রীর স্বামিপ্রীতিময়ী সেবাবৃত্তি স্বামীর পাদপদ্মকে আশ্রয় করিয়া অন্যান্য কামনাকে তুচ্ছ করিয়াছে,

তথায় 'মন্মনা'-ভাবই একমাত্র স্বার্থ। এইজন্য ঐকান্তিক ভক্তগণ সর্ব্বতোভাবে চিত্তকে ভগবদাশ্রয়ে নিযুক্ত করিয়া শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। চিত্ত-প্রদানে কার্পণ্য করিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়-বৃত্তির ব্যবহার দাসীর সেবা-পর্য্যায়ে পরিগণিত হইয়া নিজ নিজ কামনাকে পরিপূরণ করিবে মাত্র; তাহাতে চিত্ত ভগবানের পাদপদ্মে লগ্ন হইবার পরিবর্ত্তে বহুদূরে চলিয়া যাইবে। এইজন্য মহারাজ অম্বরীষ সর্ব্বপ্রথম মনকে ভগবৎপাদপদ্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বাক্য ঃ—অম্বরীষ মহারাজ ভগবদ্‌গুণ বর্ণনে তাঁহার বাক্যকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যাঁহাদের রসনা ভগবদ্‌গুণ কীর্ত্তন করে না, তাহাদের রসনা ভেক্‌জিহ্বার ন্যায়।

"জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥" (ভাঃ ২।৩।২০)

শব্দই আমাদের প্রাণ; কিন্তু যে শব্দকে আমরা আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছি বলিয়া মনে করি, ঐ শব্দই আমাদের মৃত্যুর কারণ। কালের করাল-কবল হইতে নিস্তার লাভ করিতে হইলে বৈকুণ্ঠবাণী-কীর্ত্তনই একমাত্র প্রয়োজন।

"কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই, যম আছে পিছে ॥"

অতএব শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তনে তিনি তাঁহার বাক্যকে সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

হস্ত ঃ—আমরা অনেকে অভিমানবশে ভগবানের মন্দির-মার্জ্জনাদি সেবাকার্য্যকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করি, কিন্তু অম্বরীষ মহারাজ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও নিত্যই শ্রীহরিমন্দির স্বহস্তে মার্জ্জন করিতেন। এই হস্তদ্বারা যদি ভগবান্ ও তদ্ভক্তের সেবা না হয় তাহা হইলে উহা সুবর্ণাদির দ্বারা মণ্ডিত হইলেও মৃত-সদৃশ জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত (২।৩।২১) বলেন,—

"শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরে-র্লসৎ কাঞ্চন-কঙ্কণৌ বা।"

কর্ণ ঃ—তিনি ভগবানের গুণগাথা-শ্রবণে তাঁহার কর্ণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্রে নবধা ভক্তির মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে শ্রবণের কথাই শুনিয়াছেন। শ্রবণই আমাদের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। এখন বিষয়কথা শ্রবণই আমাদের কাম্য হইয়াছে; ইহাতে প্রকৃত কল্যাণ নাই। তজ্জন্যই ভাগবত বলিয়াছেন,—

"বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।" (ভাঃ ২।৩।২৩)

অতএব যে কর্ণ ভগবৎকথা শ্রবণ করে না, তাহা বৃথা ছিদ্রসম অর্থাৎ কাণাকড়ির মত জানিতে হইবে।

চক্ষুঃ ঃ—তিনি দৃষ্টিকে ভগবান্, তাঁহার ধাম ও তদ্ভক্তদর্শনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের চক্ষু ভগবদ্বিমুখিনী মায়ার রূপে মোহিত হইয়া ভগবদ্দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

"বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।" (ভাঃ ২।৩।২২)

যাহাদের চক্ষু ভগবদ্দর্শন করিল না তাহাদের চক্ষু ময়ূর-পুচ্ছাঙ্কিত চক্ষুর ন্যায় নিরর্থক।

ত্বক্ ঃ—তিনি ত্বগেন্দ্রিয়দ্বারা ভোগলালসাক্রমে কখনই কৃষ্ণেতর বিষয় স্পর্শ করেন নাই অর্থাৎ ভোগলোলুপতায় তিনি এই ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগ করেন নাই। পরন্তু প্রেমভরে এই ইন্দ্রিয়কে ভগবদ্ভক্তের অঙ্গস্পর্শেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

"অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি
তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং তাদৃশ-কীর্ত্তনং হি
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে॥"

(হরিভক্তিসুধোদয় ১৩।২)

নাসিকা ঃ—নাসিকাকে বিষয়বস্তুর আঘ্রাণে নিযুক্ত না করিয়া শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত তুলসীর আঘ্রাণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যথা,—

"শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছ্বো যস্তু ন বেদ গন্ধম্।" (ভাঃ ২।৩।২৩)

চরণ ঃ—তিনি চরণকে ভগবানের ও ভক্তের স্থানে গমনে নিযুক্ত করিয়া চরণের সার্থকতা করিয়াছিলেন। যাহাদের পদদ্বয় ভগবান্ ও তদ্ভক্তস্থানে পরিভ্রমণে নিযুক্ত না হয় তাহাদের পদ বৃক্ষতুল্য স্থাবরে পরিগণিত হয়। যথা,—

"পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ।" (ভাঃ ২।৩।২২)

মস্তক ঃ—তিনি মস্তককে ভগবান্ ও ভক্তপাদপদ্ম-বন্দনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যদি এই মস্তক ভগবান্ ও ভক্ত-পাদপদ্মে নিযুক্ত না হয়, তাহা বৃথা ভার-সদৃশ। যথা,—

"ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।" **(ভাঃ ২।৩।২১)**

কামনা ঃ—তিনি কামনাকে শ্রীভগবানের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মায়ার দাসত্বে জীবের জীবন বৃথা অতিবাহিত হইতেছে। ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তদাসত্বই জীবের জীবনের একমাত্র কাম্য।

নটবরের পিতা—অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা। এই উপদেশাবলীর একটী উপদেশও যদি জীবনে প্রতিপালন করা যায় তাহা হইলে জীবন ধন্য হইয়া যাইবে। আচ্ছা, অম্বরীষ মহারাজ যদি সর্ব্বক্ষণ ভজনেই নিযুক্ত থাকিতেন, তবে রাজ্য শাসন কখন করিতেন ?

মহারাজ—তিনি সাক্ষাদ্ভাবে কিছু করিতেন না। যাহা কিছু করিতেন ভগবানে সমর্পিতাত্মা বিপ্রগণের উপদেশানুসারেই করিতেন, রাজ্যশাসনও সেইভাবেই করিতেন। রাজকার্য্যের অন্তর্ভুক্ত যজ্ঞাদিতেও তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন না। তাহা বশিষ্ঠ, অমিত, গৌতম প্রভৃতি দ্বারা সম্পন্ন করিতেন। নিজে ঐ সমস্ত কার্য্যে বিশেষ নিযুক্ত না থাকিয়া তিনি হরিভজনই করিতেন। তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে তাঁহার প্রজাগণও ভগবানের গুণ-

কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে রত থাকিয়া দেবতাদের প্রিয় স্বর্গসুখকেও তুচ্ছ করিয়াছিলেন।

নটবরের পিতা—যজ্ঞাদি কি শ্রীহরির আরাধনা নহে ?

মহারাজ—যেখানে কামনাকে নিমিত্ত করিয়া যজ্ঞাদির ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা হরিভজন হইতে বিলক্ষণ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

"জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি-র্ভুক্তি-র্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈ-র্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভাঃ॥"—তন্ত্রবচন।

যজ্ঞ বলিতে যেখানে বিষ্ণু উদ্দিষ্ট হইতেছেন, সেখানে হরিভজনই প্রকৃত যজ্ঞ। এই যজ্ঞ অন্য যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহার প্রমাণ গীতায়ই (৩।৯) দেখিতে পাই ; যথা,—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচার॥"

শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—"হে অর্জ্জুন! ভগবদর্পিত নিষ্কাম-ধর্ম্মকে 'যজ্ঞ' বলে ; সেই যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম করা যায়, তদ্ব্যতীত অন্য যত কর্ম্ম, সে সমুদয়কেই 'কর্ম্মবন্ধন' বলিয়া জানিবে। তুমি যজ্ঞার্থে সমুদয় কর্ম্ম আচরণ কর। কামনার উদ্দেশ্যে ভগবদর্পিত কর্ম্মও বন্ধন-হেতু হয়, অতএব কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া ভগবদর্পিত কর্ম্ম কর। এবম্বিধ কর্ম্মই ভক্তিযোগের সাধন-স্বরূপ হইয়া, ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান উৎপন্ন করতঃ নির্গুণ-ভক্তি লাভ করাইবে।

নটবরের পিতা—যজ্ঞ বলিতে যে বিষ্ণুকেই লক্ষ্য করে, তাহা আমার ঠিক ধারণা ছিল না। শ্রীহরিভজনই একমাত্র শ্রেয় যজ্ঞ তাহা এখন বুঝিলাম। তারপর বলুন।

মহারাজ—অম্বরীষ মহারাজ ঐকান্তিক ভক্তিযোগে সমাধিস্থ হওয়ায় ভোগ্য বস্তুর প্রাচুর্য্য থাকিলেও তাহাতে আসক্তিহীন ছিলেন এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভাব-পরিবর্জ্জিত সংসারকে তিনি অসৎ বলিয়াই জানিতেন। এইরূপ ঐকান্তিক ভক্ত অম্বরীষকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তজন-রক্ষক ও ভক্তিহীনের ভয়াবহ সুদর্শন চক্রকে আদেশ করিয়াছিলেন। সেই পরম ভাগবত অম্বরীষ সম্বৎসর ভগবদ্ভক্তির বর্দ্ধনপর দ্বাদশী-ব্রত অবলম্বন করিয়া শ্রীহরির আরাধনায় একান্তভাবে নিযুক্ত ছিলেন। একদা দ্বাদশীব্রত-পালন-দিবসে ঋষি দুর্ব্বাসা তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে যথোচিত সম্মানাদির দ্বারা আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ জানাইলেন। ঋষিপ্রবর রাজার আতিথ্য স্বীকার করিয়া স্নানাদি ও নিত্যকৃত্য সমাপনের জন্য কালিন্দী-তটে গমন করিলেন এবং ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তজ্জন্য তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হওয়ায় পারণের সময় অতিবাহিত হইতেছে দেখিয়া অম্বরীষ ব্রাহ্মণগণের পরামর্শানুসারে একবিন্দু

জলপান করতঃ ব্রত রক্ষা করিলেন। দুর্ব্বাসা তপোবলে তাহা জানিতে পারিয়া স্বীয় অপমান-বোধে ক্রোধে অধৈর্য্য হইলেন ও অম্বরীষের নিকটে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে ভীষণ তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—"ওরে ধনমদমত্ত অভিমানী অম্বরীষ! আমার ন্যায় ঋষিকে আতিথ্যে বরণ করিয়া আমাকে ভোজন করাইবার পূর্ব্বেই স্বয়ং ভোজন করিয়াছিস্, তো'কে সমুচিত শাস্তি দিতেছি। এই বলিয়া তপস্যার বল প্রদর্শনের দাম্ভিকতা প্রদর্শনপূর্ব্বক জটা হইতে কালাগ্নিতুল্য কৃত্যা নির্ম্মাণ করতঃ অম্বরীষকে ভস্মীভূত করিতে আদেশ করিলেন। ঐ কৃত্যা অসি-হস্তে পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে অম্বরীষের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়াও স্থিরবুদ্ধি অম্বরীষ একপদও সেস্থান হইতে বিচলিত হইলেন না। কিন্তু বিষ্ণুকর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতেই আদিষ্ট সুদর্শন-চক্র ভগবদ্ভক্তের আশু বিপদ লক্ষ্য করিয়া অতি ত্বরায় তথায় উপস্থিত হইয়া সেই কৃত্যাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া—

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি, ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥"

—গীতার (৯।৩১) এই ভগবৎপ্রতিজ্ঞার সত্যতা প্রদর্শনান্তে ভক্তদ্রোহী তাপসাভিমানী দুর্ব্বাসার দিকে ধাবিত হইলেন। দুর্ব্বাসা ভীত হইয়া নিজপ্রাণ রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইলেন এবং সুমেরু-গহ্বর, দিঙ্মণ্ডল, আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র, লোকপালগণের লোকসমূহ, ত্রিভুবন এবং স্বর্গে গমন করিলেন। কিন্তু কোথাও সুদর্শনের হস্ত হইতে রক্ষা না পাইয়া অত্যন্ত

ভয়ার্ত্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া বলিলেন,—"হে ব্রহ্মন্! আমাকে এই দুঃসহ চক্র হইতে রক্ষা করুন।" ব্রহ্মা বলিলেন,—"প্রলয়কালে কালরূপী শ্রীবিষ্ণুর ইচ্ছাক্রমে বিশ্বের সহিত আমার লোক নষ্ট হইয়া যাইবে। দক্ষ, ভৃগু, ঋষিবৃন্দ, প্রজাপতি, ভূতনাথ ও দেবতাগণ—আমরা সকলেই তাঁহার অধীন হইয়া তাঁহার আদেশ অবনতমস্তকে পালন করিতেছি। সকলের আশ্রয়স্বরূপ সেই বিষ্ণুর ভক্তের প্রতি দ্রোহাচারী আপনাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।" এইরূপে ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া তিনি কৈলাসে শিবের শরণাগত হইলেন। শিব বলিলেন,—"হে বৎস! সেই ভগবান্ বিষ্ণুর তত্ত্ব তুমি অবগত নহ। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল জীব ও ব্রহ্মাণ্ডসমূহ তাঁহার ইচ্ছাক্রমে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইতেছে। আমরা লোকপাল বলিয়া যে অভিমান করি, উহা ভ্রান্ত; আমাদের অভিমান তাঁহার বিক্রমের নিকট হতপ্রভ বলিয়া জানিবে। অতএব আমরা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। কেবল আমি নই—সনৎকুমার, ব্রহ্মা, কপিল, ব্যাস, দেবল, যম, মরীচিপ্রমুখ ঋষিবৃন্দ এবং সিদ্ধেশ্বরগণ প্রভৃতি আমরা সকলেই তাঁহার কৃপায় সর্ব্বজ্ঞ হইলেও, তাঁহার মায়ার এমনই মোহিনী শক্তি যে, সেই মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া তাঁহারই মায়াকে অবগত হইতে পারি না। সুতরাং সেই শ্রীহরির চক্র হইতে কাহাকেও রক্ষা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তবে তোমাকে উপায় বলিয়া দিতেছি, তুমি এখনই শ্রীহরির নিকটে গমন কর, সুদর্শন তাঁহারই

অস্ত্র ; তিনি ইচ্ছা করিলে ইঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া তোমাকে রক্ষা করিতে পারেন। ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

নটবরের পিতা—কি আশ্চর্য্যের কথা। আমরা সৃষ্টি ও লয় কর্ত্তা যথাক্রমে ব্রহ্মা ও শিবকেই জানি। তাঁহারাও ঋষিপ্রবরকে শ্রীহরির চক্র হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না!

মহারাজ—ব্রহ্মা-শিবাদির তত্ত্ব আমরা অবগত না হওয়ায় তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞান করি, কিন্তু তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব যে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের অধীন, ইহা যখন জানিবার সৌভাগ্য হইবে, তখনই বিষয়টী উপলব্ধি করিতে পারিব। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র সর্ব্বশক্তিমান্ পরাৎ-পর তত্ত্বের কৃপার উপর সকলের সকল শক্তি-ক্রিয়া নির্ভর করে। যাহা হউক, দুর্ব্বাসা নিরাশ হইয়া বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির নিকট গমন করিলেন এবং কম্পিত-কলেবরে ভগবানের পাদপদ্মে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে ভগবন্! আপনি যে সাধুদিগের একমাত্র ইষ্টদেব, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। আমি সত্যই অপরাধ করিয়াছি। আপনার দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া ভক্ততত্ত্ব না জানিয়া অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি। আপনি আমাকে এই অপরাধ হইতে মুক্তিদান করুন ; আপনার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই। যাঁহার নাম গ্রহণমাত্রেই জীব নরক

হইতে মুক্তিলাভ করে তাঁহার পক্ষে অসাধ্য কিছুই থাকিতে পারে না।

নটবরের পিতা—দুর্ব্বাসার ন্যায় ঋষি ভগবানের চক্রে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য শেষ পর্য্যন্ত ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ দুর্ব্বাসার কি বিধান করিলেন, জানিবার ইচ্ছা হইতেছে।

মহারাজ—ভগবান্ বলিলেন,—"হে দ্বিজ! তুমি রুদ্রাদি দেবতা-গণের নিকট আত্মরক্ষার্থে গমন করিয়াছিলে, কিন্তু তাঁহারা আমার অধীন বলিয়া তোমাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। সেইরূপ আমিও তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। কারণ আমি ভক্তাধীন; তজ্জন্য সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র হইয়াও অস্বতন্ত্র। আমার সেবা ব্যতীত ভক্ত-গণের অন্য কোন কামনা নাই: এমন কি, যে মুক্তির জন্য তাপসগণ অত্যন্ত ক্লেশ করিয়া থাকেন, ভক্তগণ সেই মুক্তিকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া আমার চিত্তকে জয় করিয়াছেন। ভক্তগণের ত' কথাই নাই, তদাশ্রিত জনগণও আমার প্রিয়। আমার কৃপা ভক্তকৃপা-সাপেক্ষ। আমি আমার ভক্তকে বাদ দিয়া স্বয়ং আনন্দস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হইতে অভিলাষ করি না। আমার আনন্দের একমাত্র সম্পদ্ ভক্তগণ; কেন না ভক্তব্যতীত আমাকে আনন্দ দিতে দ্বিতীয় কেহ নাই।

অতএব ভক্ত ভগবান্ হইতে কিছু কম নহেন। ভক্ত বলিতে বাহ্যিক কোন গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে বুঝাইবে না।

"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥"

ব্রাহ্মণ ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব—এই চারিটী বেদ উত্তম-রূপে পাঠ করিয়াও যদি অভক্ত হ'ন, তাহা হইলে তিনি আমার প্রিয় নহেন; পক্ষান্তরে চণ্ডালকুলে জাত ব্যক্তিও যদি ভক্ত হ'ন তাহা হইলে তিনিই আমার প্রিয়। আমার এই প্রিয় ভক্তকেই দান করিবে, তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিবে, তিনি আমারই ন্যায় পূজ্য। অতএব ভক্তগণ আমার প্রাণস্বরূপ। তাঁহারা আমার জন্য গৃহ, দার, পুত্র, আত্মীয়, ধন, জন সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং ভক্তকে ত্যাগ করিয়া আমি থাকিতে পারি না। তুমি নিজে একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে, সামান্য ত্রুটি —যাহা ত্রুটি বলিয়া অম্বরীষের পক্ষে মোটেই গণ্য নহে, তাহাই অবলম্বন করিয়া তুমি তাপস হইয়াও তমোগুণের মূর্ত্তিস্বরূপে ক্রোধে কৃত্যা সৃষ্টিপূর্ব্বক অম্বরীষের প্রাণনাশেও কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হও নাই। ইহাই কি তোমার ব্রাহ্মণোচিত তপস্যার ফল? ইহাই কি তোমার শম-দম-তিতিক্ষা? কিন্তু আমাতে অর্পিতপ্রাণ অম্বরীষ তোমার কৃত্যার ভয়ে ভীত হইয়া নিজপ্রাণ রক্ষার্থে তোমার ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটিয়াছিল কি? সে একপদও নড়ে নাই, কিন্তু আজ তুমি সুদর্শনের ভয়ে ভীত হইয়া

কোথাও যাইতে বাকী রাখ নাই। অবশেষে কেবলই প্রাণ রক্ষার জন্য আমার নিকট আসিয়াছি। এখন ভাবিয়া দেখ, তুমি কত অজ্ঞান। তুমি নিজেকে আত্মারাম মহাবিরক্ত বলিয়া মনে কর, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তোমার দেহাভিনিবেশ যায় নাই। সতী স্ত্রী যেমন তাহার সচ্চরিত্র-পতিকে বশীভূত করিয়া থাকে, ভক্তগণও তদ্রূপ ঐকান্তিকী সেবার দ্বারা আমাকে বশীভূত করিয়াছেন, জানিবে। তাঁহারা কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমার আরাধনা করেন না। অতএব সাধুগণ আমার হৃদয় ও আমি সাধুগণের হৃদয়। সুতরাং ভক্তকে উপেক্ষা করিয়া তোমাকে দয়া করিবার স্বতন্ত্রতা আমার নাই।

নটবরের পিতা—এ ত' সাংঘাতিক কথা! দুর্ব্বাসা ত' মহাবিপদে পড়িয়াছেন, ভগবান্‌ও তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, তাহা হইলে দুর্ব্বাসার গতি কি হইল?

মহারাজ—তখন ভগবান্ তাঁহার ভক্তের মর্য্যাদা জগতে স্থাপনের জন্য ভগবদ্ভক্তচরণে অপরাধীর অপরাধ নিরসনের উপায় বলিতে গিয়া দুর্ব্বাসাকে বলিলেন,—"তুমি যাঁহার চরণে অপরাধ করিয়াছ, তাঁহার নিকটে গমন কর। তিনি ক্ষমা করিলে তুমি রক্ষা পাইবে, নচেৎ রক্ষার কোন উপায় নাই। যাহারা দম্ভ ও অভিমানে সাধুর প্রতি প্রভাব দেখাইতে যায়, তাহাদের অকল্যাণ নিশ্চিত। পাথরে মস্তক ঠুকিলে পাথরের কিছুই হয়

না, পরন্তু মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। এখন বুঝিয়া দেখ, ভক্তচরণে অপরাধের ফল কতদূর ?

"কাঁটা ফুটে যেই মুখে, সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়॥"

অতএব ভক্ত স্বয়ং ক্ষমা না করিলে ক্ষমা অসম্ভব। তপস্যা-বিদ্যাদি মঙ্গলজনক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা অবিনীত, অনম্র ব্যক্তির পক্ষে অকল্যাণকর। আমি তোমাকে উপায় বলিতেছি, অম্বরীষের নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে শান্ত কর। তাহা হইলে ভগবদ্ভজনের প্রতিবন্ধক দম্ভ, গর্ব্ব, অভিমান হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিত্যকল্যাণ লাভ করিতে পারিবে।

নটবরের পিতা—দুর্ব্বাসা ভগবানের নিকট বঞ্চিত হইয়া তাঁহার উপদেশানুসারে অম্বরীষের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন কি ?

মহারাজ—ভগবান্ শ্রীহরির আজ্ঞানুসারে দুর্ব্বাসা কালবিলম্ব না করিয়া নিজের ব্রাহ্মণত্ব, তাপসত্ব প্রভৃতি অভিমান বর্জ্জনপূর্ব্বক নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিয়া ভগবদ্ভক্ত অম্বরীষের কৃপালাভের জন্য তদীয় চরণ-যুগলে পতিত হইলেন। কিন্তু অম্বরীষ ভগবদর্পিত বলিয়া অমানি-মানদ-স্বভাব-বিশিষ্ট। তিনি কাহারও নিকটে সম্মানের প্রত্যাশী নহেন। তাই দুর্ব্বাসার ঐ প্রকার আচরণে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। পাছে দুর্ব্বাসা

অম্বরীষের স্তুতিগান করেন, এই ভয়ে অমানী মানদ অম্বরীষ মহারাজ তাঁহার দুঃখে ক্লিষ্ট হইয়া সুদর্শনের স্তব করিতে লাগিলেন, —"হে সুদর্শন! ভগবানের দৃষ্টির দ্বারাই জগতের সৃষ্টি। তাঁহার দৃষ্টিই আপনি (সুদর্শন): আপনি সমস্ত বস্তুর আত্মস্বরূপ, ভগবানের প্রভাব-স্বরূপ উত্তম দর্শন। ভগবদ্বিমুখতারূপ ঘোর অমানিশাকে বিদূরিত করিয়া শ্রীভগবানে উন্মুখ করিতে আপনিই একমাত্র সমর্থ। ধর্ম্মের আশ্রয় আপনি, আপনার কৃপাভিন্ন রক্ষার কোন উপায় নাই। দুষ্ট বিনাশ ও আশ্রিতকে রক্ষা— ইহাই আপনার কার্য্য। আমার বংশের অথবা আমার দ্বারা যদি কিছু সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, আমরা যদি কাহাকেও অবজ্ঞা না করিয়া থাকি, ভগবান্ আমাদের প্রতি যদি সন্তুষ্ট হইয়াই আমাকে রক্ষার জন্য আপনাকে আদেশ করিয়া থাকেন তাহা হইলে সেই সুকৃতিকে নিমিত্ত করিয়া কৃপাময় আপনি এই সন্তাপগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে সন্তাপ হইতে মুক্ত করুন।" ভক্তের প্রার্থনায় ভক্তপ্রিয় সুদর্শন শান্ত হইলেন। দুর্ব্বাসা সুদর্শনের নিকট হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শান্তিলাভ করতঃ অম্বরীষকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন,—"আজ কৃষ্ণদাসের মহিমা আমার সম্যক্-রূপে উপলব্ধি হইল। ভগবান্‌কে যাঁহারা হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের অপ্রাপ্য কিছুই নাই। সুতরাং তাঁহারা কাহারও অপেক্ষা রাখেন না—সর্ব্বদাই নিরপেক্ষ। সেই নিরপেক্ষ ভগবদ্ভক্তের মহিমা আমার নিকট অজ্ঞাত থাকিলেও ভগবানের কৃপায় আজ উপলব্ধি করিতে

পারিলাম। অপরাধীর প্রতি অনুগ্রহ বিধানের এই প্রকার আদর্শ দুর্ল্লভ। কিন্তু এখন দেখিতেছি,—ভগবদর্পিত নিষ্কাম ভক্তগণের পক্ষে সবই সম্ভব। আমি ক্রোধবশে আপনাকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়া যে ভীষণ অপরাধ করিয়াছি, আপনি সে দিকে আদৌ দৃষ্টি না করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। আপনার দয়ার সীমা নাই।" তখন সম্বৎসরকাল অভুক্ত অম্বরীষ মহারাজ দুর্ব্বাসাকে সন্তুষ্ট করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন এবং তিনিও তাঁহার আদেশক্রমে ভোজন করিলেন। তৎপরে অম্বরীষ মহারাজ পুত্রগণকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া বনে গমন-পূর্ব্বক একান্তভাবে শ্রীহরির আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। এখন দেখুন, গৃহ ভজনের প্রতিকূল হইলেও ইচ্ছা থাকিলে অম্বরীষ মহারাজের আদর্শকে অনুসরণ করিয়া জীবনকে পরিচালিত করিতে পারিলে ভজন সম্ভব হইবে। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বিষয়ে অনাসক্তি, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণ লক্ষ্য করিলে ভক্তের মহিমা চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। আপনার প্রার্থনানুসারে আমি যথাজ্ঞান মহারাজ অম্বরীষের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, জানি না ইহা আপনাদের কোন উপকারে আসিবে কি না।

নটবরের পিতা—সংসারে থাকিয়া ভজন অসম্ভব, ইহাই আমার ধারণা ছিল। কারণ অম্বরীষ মহারাজের মত প্রবল ঐশ্বর্য্য না থাকিলেও স্বল্প বিষয়ের মধ্যে আমরা এমন মুগ্ধ হইয়া পড়ি, যাহার আকর্ষণ হইতে আমাদের দূরে

সরিয়া যাওয়া কঠিন। এখন আপনার শ্রীমুখ হইতে অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র শ্রবণ করিয়া বুঝিলাম যে, ইচ্ছা থাকিলে সংসারে থাকিয়াও ভজন সম্ভব। আমি অযোগ্য হইলেও আপনার পাদপদ্মে এই দেহকে অর্পণ করিলাম। আপনি আশ্রয়দানে আমাকে ভজনমার্গে উন্মুখ করুন। ইহাই আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেছি। আজ অনেক দিন ধরিয়া আপনাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিতেছি। আজ আর বিরক্ত করিব না।

[এই বলিয়া সে দিন সকলেই বাসায় চলিয়া গেলেন।]

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অজামিল-চরিত্র

[তৎপর দিবস প্রাতে শীঘ্রমধ্যে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপ্ত করিয়া সকলেই শ্রীল মহারাজের চরণতলে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং প্রণত হইয়া রাধানাথ বাবু বলিতে লাগিলেন—]

রাধানাথ—আপনার কৃপা একে একে সকলেই লাভ করিলেন, কিন্তু আমার মত পাপিষ্ঠ ও পামর জগতে আছে কি না সন্দেহ। হেন অন্যায় নাই, যাহা আমি জীবনে করি নাই। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার ন্যায় পতিত পাপিষ্ঠকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করাইয়া যাহাতে আপনার চরণে আশ্রয় লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য আমার দুষ্টচিত্ত, সংশোধন-কল্পে ভক্তচরিত্রের মধ্য দিয়া শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শিক্ষা প্রদান করুন,—ইহাই প্রার্থনা।

মহারাজ—আপনি নিজেকে পাপিষ্ঠ বলিয়া দৈন্য করিতেছেন। পূর্ব্বে কি ছিলেন, জানি না, এখন আপনি কিছুতেই পাপিষ্ঠ নহেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কথায় যাঁহার রুচি আসিয়াছে তিনি কি পাপিষ্ঠ থাকিতে পারেন? তথাপি আপনি যখন প্রশ্ন করিয়াছেন তখন যাহাতে নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় এরূপ ভক্ত-চরিত্র কীর্ত্তনের দ্বারা

আত্মসংশোধন-মানসে আপনার নিকটে অজামিলের চরিত্র ও শিক্ষা বর্ণন করিবার ইচ্ছা করিতেছি।

রাধানাথ—আপনি যে ভক্তের নাম করিলেন তাঁহার কথা আমি পূর্ব্বে শুনিলেও আপনার শ্রীমুখে শুনিলে আমার যথার্থ জ্ঞানলাভ হইবে। অবশ্য আমার অবস্থা চিন্তা করিয়া আপনি যাহা স্থির করিয়াছেন আমার পক্ষে ইহাই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। আপনার শ্রীমুখে তাঁহার চরিত্র শ্রবণের পূর্ব্বে আমি সেই ভক্তচরণে প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার সাম্যে তাঁহাকে জ্ঞান করিয়া তাঁহার চরিত্র যেন শ্রবণ না করি। তিনি মাদৃশ পতিত জীবের কল্যাণের জন্য আচরণের দ্বারা যাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, আপনার শ্রীমুখ হইতে তাঁহার পূতচরিত্র শ্রবণে সেই শিক্ষা লাভপূর্ব্বক আমার হৃদয়ের কালিমাকে বিদূরিত করিয়া যেন ভগবৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতে পারি। তাঁহার চরিত্র শ্রবণের পূর্ব্বে আমার অসংশোধিত চিত্ত সংশোধনার্থে কয়েকটী প্রশ্ন করিতেছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক উত্তর দিয়া কৃতার্থ করুন। আমাদের পাপের অন্ত নাই। যখন হইতে জ্ঞানের উদয় হইয়াছে তখন হইতে পাপে লিপ্ত আছি। শুনিয়াছি, মানুষ এই পাপের দ্বারা অসহ্য নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। আচ্ছা, এই যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি-লাভের সত্য সত্যই কোন উপায় আছে কি?

মহারাজ—দেখুন, পাপ আমরা তিনভাবে করিয়া থাকি,—শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা। পাপানুরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার; প্রায়শ্চিত্ত না করিলে নরক-যন্ত্রণা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

রাধানাথ—তিন প্রকারের পাপ বিশ্লেষণ করিয়া বলুন।

মহারাজ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ—ইহাদের দ্বারা দুর্নীতিপর-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে তাহাই দৈহিক পাপ। দৈহিক উচ্ছৃঙ্খলতা-ক্রমে নীতির গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া অনুষ্ঠিত পরদার-হরণ, অন্যায়পূর্ব্বক কাহারও প্রতি অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার সমস্তই শারীরিক পাপের মধ্যে গণ্য।

স্থূলতঃ কোন প্রকার ক্রিয়াতে হয় ত' প্রকাশ হইতেছে না, কিন্তু মনে মনে দুর্ব্বাসনা হইতেছে অথবা নীতি-বিগর্হিত ভোগ-বৃত্তি চলিতেছে, তাহা মানসিক পাপ। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ।
"গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥"

বাহ্য-ইন্দ্রিয়-দমনের অভিনয়ে অন্তর-ইন্দ্রিয় মনের যে বিষয়-নিষ্ঠা, তাহা যে মিথ্যাচার-রূপ পাপ, তাহার স্বপক্ষে গীতা (৩৬) বলিতেছেন,—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

অতএব পাপ মনে মনেও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাক্যের দ্বারা আমরা বহুপ্রকার পাপ করিতেছি। মনে করুন, আমার বাক্যের দ্বারা একজনের প্রাণহানি হইল অথবা অপরে উদ্বেগ পাইল। অযথার্থ ভাষণ ইত্যাদিদ্বারা আমরা নানাভাবে বাক্যের দ্বারা পাপ করিয়া থাকি। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কায়মনোবাক্যে কা'রে উদ্বেগ না দিবে।"

রাধানাথ—তিন প্রকারের পাপ বুঝিলাম। তার পর বলুন।

মহারাজ—এখন আপনার প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই, দেহ অযোগ্য হইবার পূর্ব্বে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত; না করিলে বিলম্বে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগের গুরুত্ব-লঘুত্ব বুঝিয়া চিকিৎসা করেন, তদ্রূপ পাপের গুরুত্ব-লঘুত্ব বুঝিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। তাহা হইলে নরক-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ হইবে।

রাধানাথ—আপনার প্রায়শ্চিত্তের কথা আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ মানুষ পাপের ফল দেখিয়া শুনিয়াও পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত হয়। প্রায়শ্চিত্তের পর যদি পাপপ্রবৃত্তি আর না থাকিত, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তের মূল্য আছে বুঝিতাম। একই জীবনে দেখা যাইতেছে, যৌবনকালে হয় ত' প্রবৃত্ত নয় কিন্তু বৃদ্ধকালে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল। অতএব এই প্রায়শ্চিত্ত ব্যর্থ এবং হস্তিস্নানবৎ বলিয়াই মনে হয়।

মহারাজ—আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ কর্ম্মা-গ্রহিতাযুক্ত জীবকুলকে ক্রমপর্য্যায়ে উন্নতস্তরে লইয়া যাইবার জন্য শাস্ত্রের অনুশাসনে পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিয়া তৎপাপ হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাও পরীক্ষা-মূলক। আমাদের শ্রীগৌরসুন্দরও বলিয়াছেন—'নাম-বলে পাপবুদ্ধি' কপটতা এবং ভীষণ অপরাধ। কর্ম্মের দ্বারা কখনও পাপরূপ কর্ম্ম নষ্ট হয় না। অবিদ্যাগ্রস্ত অবস্থায় প্রায়শ্চিত্ত-রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান নিরর্থক। অবিদ্যা নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত পাপ-প্রবৃত্তির উদ্গম নিশ্চয়ই হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১।১১) শ্রীবাদরায়ণ ঋষি পরীক্ষিত মহারাজকে বলিতেছেন,—

"কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তবিমর্শণম্॥"

অবিদ্যা বা অজ্ঞানই আমাদের পাপের মূল কারণ। ইহা আত্মানুভূতির অভাববশতঃ হইয়া থাকে। আত্মানুভূতি হইলে পরমার্থ-সান্নিধ্যে জীবের বহির্ম্মুখ-রুচি ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতএব তত্ত্বতঃ চিন্তা করা দরকার—আমি কে? কোথা হইতে আসিলাম? কোথায় যাইব? আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অভাবে জীবের বিষয়-বাসনা এবং তাহা হইতে বাসনানুরূপ পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে পুণ্যার্থিগণ মুখ্য প্রায়শ্চিত্তের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য ব্যস্ত,

ফলে সমাজ হইতে পাপপ্রবৃত্তি দূরীভূত হইবার পরিবর্ত্তে বৃদ্ধিই পাইতেছে। নবাব হুসেনসাহ-কর্ত্তৃক মুখে জল নিক্ষিপ্ত হওয়ায় শ্রীসুবুদ্ধি রায় প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের জন্য কাশীতে পণ্ডিতগণের নিকটে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে ঐ সকল কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছিলেন তাহা এবং তাঁহার ভাগ্যে তথায় আগত শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় আপনাকে বলিতেছি,—

"প্রায়শ্চিত্ত পুছিলা তিঁহো পণ্ডিতের গণে।
তা'রা কহে,—তপ্ত ঘৃত খাঞা ছাড়' প্রাণে॥
কেহ কহে,—এই নহে, 'অল্প' দোষ হয়।
শুনিয়া রহিলা রায় হইয়া সংশয়॥
তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা।
তাঁরে মিলি' রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা॥
প্রভু কহে,—ইহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥
এক 'নামাভাসে' তোমার পাপদোষ যাবে।
আর 'নাম' লৈতে কৃষ্ণ-চরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি॥" (মধ্য, ২৫ পঃ)

রাধানাথ—তাহা হইলে বেশ বোঝা যাইতেছে যে, এই প্রকার প্রায়শ্চিত্তের কোন মূল্য নাই। অজ্ঞান-নিরাসক জ্ঞানের দ্বারাই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয়।

মহারাজ—হাঁ, গীতাতে তাহাই বলিয়াছেন,—"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি ভস্মস্যাৎ কুরুতে তথা।" সর্ব্বপ্রকারের কর্ম্মকে নষ্ট করিতে জ্ঞানই একমাত্র সমর্থ। তবে আমাদের মত জীবকে পরীক্ষা করিবার জন্য আবার বলিতেছেন, —এমন পথ্য গ্রহণ করা দরকার, যে পথ্য গ্রহণ করিলে ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না, পরন্তু পূর্ব্ব ব্যাধি নিবৃত্ত হয়। এই প্রকার কতকগুলি নিয়মের মধ্যে চলিলে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। ক্রমগুলি একে একে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। চিত্তের একাগ্রতা, অষ্টাঙ্গ-মৈথুন-রহিত ব্রহ্মচর্য্য, অন্তরেন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয় দমন, দান, যথার্থ ভাষণ, শৌচ ও অহিংসাদি নিয়ম যথাযথ মানিয়া চলিলে কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা অনুষ্ঠিত সমস্ত পাপকে বাঁশের ঝাড়ে অগ্নিপ্রদানের ন্যায় দূরীভূত করিবার সামর্থ্য জন্মে।

রাধানাথ—ব্রহ্মচর্য্য ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। ব্রহ্মচর্য্য বলিতে অষ্টাঙ্গ-মৈথুন-রহিত অবস্থাকে জানাইলেন, কিন্তু অষ্টাঙ্গ মৈথুন কি কি তাহা জানিতে বাসনা করি।

মহারাজ—আপনাকে শাস্ত্রীয় শ্লোক বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ॥"

কেবল ক্রিয়ানিষ্পত্তিই যে ব্রহ্মচর্য্য হানি করে তাহা নহে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকানুসারে আট প্রকারেই ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয়।

রাধানাথ—আপনি যে সমস্ত নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্যে সমূহ পাপ নিরাসের কথা বলিতেছেন, তাহাতেও আমার সন্দেহ হইতেছে। এই সমস্ত নিয়মের দ্বারা যে সম্পূর্ণরূপে পাপপ্রবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহা আমার মনে হইতেছে না। যাহাতে সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া যাইবে, সেই উপায় বর্ণন করুন।

মহারাজ—আপনি যথাযথ বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত (৬।১।১৩-১৪) যে নিয়মানুবর্ত্তিতার কথা বলিয়াছেন তাহা বলিতেছি—

"তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শমেন চ দমেন চ।
ত্যাগেন সত্য-শৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন বা॥
দেহবাগ্‌বুদ্ধিজং ধীরা ধর্ম্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণুগুল্মমিবানলঃ॥"

'বেণুগুল্মমিবানলঃ' এই পদের দ্বারা বোঝা যায়, অগ্নি বেণুমূলদেশকে স্পর্শ না করিয়া তৎপূর্ব্বেই নির্ব্বাপিত হইতে পারে, সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদি দমনের দ্বারা প্রবৃত্তি পূর্ণরূপে সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। আবার বাসনার উদ্গম হয়। একমাত্র ভগবানে কেবলা ভক্তির দ্বারাই পাপকে সমূলে সংহার করা যায়। সূর্য্য যেমন হিমরাশিকে সম্পূর্ণ বিনাশ করিয়া থাকে, সেই প্রকার বাসুদেবগতচিত্ত ভগবদ্ভক্তগণের ঐকান্তিক-ভক্তিবলে আনুষঙ্গিকভাবে ঐ সকল পাপ সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়। আলোক-দান সূর্য্যের মুখ্য কার্য্য, হিমাদি-বিনাশ আনুষঙ্গিক কার্য্য; তদ্রূপ ভগবৎসেবা ও প্রেমপ্রাপ্তিই ভক্তির

মুখ্য কার্য্য, অবিদ্যা বা পাপাদি-বিনাশ উহার আনুষঙ্গিক। সূর্য্য উদিত হইলে হিমাদি থাকিতে পারে না, সেই প্রকার কেবলা ভক্তির উদয়ে জীবের আর পাপাদি থাকিতেই পারে না, সুতরাং ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তিই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ। এইজন্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তিকে ক্লেশঘ্নী বলিয়াছেন।

রাধানাথ—তাহা হইলে বোঝা গেল, ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তিই পাপকে নির্ম্মূল করিতে সমর্থ। এখন ভক্তিকে যে ক্লেশঘ্নী বলিলেন, তৎসম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা হইতেছে।

মহারাজ—দেখুন, ক্লেশ তিন প্রকার—'পাপ', 'পাপবীজ', ও 'অবিদ্যা'। পাতক, মহাপাতক ও অতিপাতক—এই সমস্ত 'পাপ'। প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধভেদে পাপ দুই প্রকার। যাহা ফলোন্মুখ হইয়াছে, তাহা 'প্রারব্ধ'; আর যাহা অদৃষ্টরূপে অবস্থিত আছে কিন্তু ভোগকাল আরম্ভ হয় নাই তাহা 'অপ্রারব্ধ'। ভক্তিই উভয় পাপকে সমূলে বিনাশ করিতে সমর্থ। যথা—

"যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চি করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।১৯)

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্ম করে তদ্রূপ মদ্‌বিষয়িণী ভক্তি নিখিল পাপকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকে।" এই পাপের কথা আরও বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া 'ফলোন্মুখ', 'বীজ', 'কূট', 'অপ্রারব্ধ-ফল'—

এইরূপ বলিয়াছেন। 'ফলোন্মুখ'-অর্থে প্রারব্ধ, 'বীজ'-অর্থে বাসনাময় বা প্রারব্ধত্বের উন্মুখতার কারণ, 'কূট'-অর্থে বীজত্বের উন্মুখতার কারণ এবং 'অপ্রারব্ধ-ফল' অর্থে যাহাতে কূটত্বাদি কার্য্যাবস্থা আরব্ধ হয় নাই। 'কূট' অপ্রারব্ধের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। পাপ করিবার বাসনাসকল পাপবীজ। ভক্তির দ্বারা হৃদয় পবিত্র হইলে বাসনার আর অবকাশ থাকে না। ভক্তিই পাপবীজকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিতে একমাত্র সমর্থ। তাহার প্রমাণ,—

"তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া॥

(ভাঃ ৬।২।১৭)

অর্থাৎ তপঃ, দান, ব্রত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপীর পাপ-সমূহ বিনষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে অধর্ম্মানুষ্ঠানজনিত হৃদয়মালিন্য, অথবা পাপের মূলীভূত চিত্তবৃত্তিরূপ সংস্কার বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সেবাদ্বারাই তাহা হইয়া থাকে।

রাধানাথ—যে ভক্তির দ্বারা পাপ সমূলে বিনষ্ট হয় সেই ভক্তির সম্বন্ধে কিছু বলুন।

মহারাজ—ভক্তির সম্বন্ধে বলিতে গেলে অনেক কথা আছে। তাহাতে একটী গ্রন্থ হইয়া যাইবে। আমি পূর্ব্বেই এ' সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। এখন সংক্ষেপে এ বিষয়ে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর বিচার কিছু বলিতেছি। তিনি জানাইয়াছেন, ভক্তি দুই প্রকার—(১) সম্ভতা

(সর্ব্বদা বর্ত্তমানা, নিষ্ঠাময়ী) ও (২) কাদাচিৎকী (যাহা সর্ব্বদা বর্ত্তমানা নহে, কখনও কখনও উদিতা হয়)। সন্ততা বা নৈরন্তর্য্যময়ী ভক্তি আবার দুই প্রকার—(১) আসক্তিমাত্রযুক্তা এবং (২) রাগময়ী। কাদাচিৎকী ভক্তি আবার ত্রিবিধা—(১) রাগাভাসময়ী, (২) রাগাভাসশূন্যস্বরূপভূতা ও (৩) আভাসরূপা। তন্মধ্যে **আভাসরূপা ভক্তির দ্বারাই সর্ব্বোত্তম প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়,** ইহা দেখাইবার জন্যই রাগময়ী ও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠা আসক্তিময়ী ভক্তির মাহাত্ম্য বলিতেছেন,—অর্থাৎ কাদাচিৎকী ভক্তির মধ্যে সর্ব্ব নিম্না আভাসরূপা ভক্তিই যখন পাপাদি সমূলে বিনাশ করিতে সমর্থা, তখন সন্ততা ভক্তির অন্তর্গতা রাগময়ী বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠা আসক্তিমাত্রযুক্তা ঐকান্তিকী ভক্তির ত' কথাই নাই। 'কার্ৎস্নেন' শব্দের অর্থ—পাপবাসনার সহিত অর্থাৎ সমূলে। ভাস্কর অর্থাৎ সূর্য্যের দৃষ্টান্তদ্বারা দীপ্তিমাত্রস্থানীয়া অর্থাৎ আভাসরূপা ভক্তির দ্বারা নিহারস্থানীয় আগন্তুক পাপরাশির আনুষঙ্গিকভাবেই তৎক্ষণাৎ বিধ্বংস জ্ঞাপিত হইয়াছে। হিমরাশিকে বিনাশ করিতে হইলে যেরূপ হিমের সহিত সূর্য্যকিরণের সংস্পর্শের আবশ্যক হয় না, সূর্য্যরশ্মির ঈষৎ আভার সঙ্গে সঙ্গেই হিমরাশি নিঃশেষিতরূপে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ পাপ বিনাশ করিবার জন্য 'আভাসরূপা' ভক্তিই যথেষ্ট।

ভগবান্‌কে লাভের একমাত্র পথ শ্রীভক্তিমার্গ। এই ভক্তিমার্গে ভগবৎপরায়ণ নিষ্কাম সাধুগণ বিচরণ করিয়া থাকেন। ভক্তিই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ও সমস্ত বিঘ্ননাশক। সমস্ত

নদনদী মিলিয়া যেমন সুরাভাণ্ডকে পবিত্র করিতে পারে না, সেই প্রকার কর্ম্মকাণ্ডীয় মহা মহা প্রায়শ্চিত্তও নারায়ণপরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে পারে না। ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তির এমনি মহিমা যে, একবার মাত্র যদি কৃষ্ণপাদপদ্মে মনোনিবেশ করা যায় এবং তাঁহার গুণাবলীর প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র অনুরক্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে সাক্ষাৎ রতি ত' দূরের কথা—রত্যাভাস-মাত্রেই সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়। এবম্বিধ ভক্তগণ স্বপ্নেও যম বা যমদূতগণকে দর্শন করেন না। তাহার সাক্ষীই শ্রীঅজামিল। সেই অজামিলের ইতিহাস আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি।

পুরাকালে কান্যকুব্জ দেশে একজন বেদনিষ্ঠ সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এক শূদ্রাণীতে আসক্ত হইয়া তাহার সংসর্গদোষহেতু সদাচার হইতে ভ্রষ্ট হন। অজামিল তখন পণ করিয়া পাশাখেলা, প্রবঞ্চনা, চুরি প্রভৃতি পাপ-কর্ম্মদ্বারা অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক গর্হিতভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এবং প্রাণিগণকে পীড়ন করিতেন। ঐ শূদ্রাণীর গর্ভে তাঁহার দশটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তিনি পাপময় সংসারে মত্ত হইয়া পুত্রকলত্রাদিতে অত্যাসক্ত হইয়া পড়িলেন। এইভাবে তিনি জীবনের অষ্টাশীতি বৎসর অতিক্রম করিলেন। বৃদ্ধের দশটী পুত্রের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল—নারায়ণ। সেই পুত্রটী অজামিলের অতি প্রিয় ছিল। সেই বালকের অস্ফুট মধুর বাক্যে ও তাহার বালসুলভ চপলতায়

আকৃষ্ট হইয়া বৃদ্ধ অতিশয় মুগ্ধ ছিলেন। সর্ব্বাবস্থাতেই বালকের প্রতি স্নেহাসক্ত অজামিল, কাল যে তাঁহার নিকটবর্ত্তী, তাহা জানিতে পারেন নাই। এইভাবে বালকের লালন-পালনে নিযুক্ত স্নেহান্ধ অজামিলের মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল।

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"

(গীতা ৮।৬)

[অন্তে যিনি যে ভাব স্মরণ করতঃ কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাব-ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।]

—গীতার এইপ্রমাণবাক্য অজামিলের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যুকালে তাঁহার সেই কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণেরই স্মরণ আসিল এবং তাঁহারই কথা ভাবিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় তিনি দেখিতে পাইলেন, পাশহস্তে তিনজন ভীষণাকৃতি পুরুষ তাঁহাকে লইবার জন্য আসিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি ভয়ে বিহ্বল হইয়া দূরে ক্রীড়াসক্ত সেই কনিষ্ঠ পুত্রটীকে উচ্চৈঃস্বরে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

রাধানাথ—আচ্ছা, অন্তকালে যাহাকে স্মরণ করা যাইবে সেইরূপ জন্ম হইবে!

মহারাজ—গীতার প্রমাণ ত' আপনাকে বলিলাম। ভরত-চরিত্র এই বাণীর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি অন্তকালে হরিণের চিন্তা করিতে করিতে হরিণ-জন্মই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জাতিস্মরতা-নিবন্ধন ইহা

জানিতে পারিয়া ভরত-ঋষি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, পুনরায় জন্ম গ্রহণান্তে তিনি আর কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবেন না।

রাধানাথ—বুঝিলাম, এখানে একটা প্রশ্ন আসিল এই যে, অজামিলের নিকটে তিন জন যমদূত আসিলেন কেন? ইহার কি কোন হেতু আছে?

মহারাজ—হাঁ, আছে; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা কায়-মন-বাক্যে তিনভাবে পাপ করিয়া থাকি, এইজন্য তিনজন যমদূত আসিয়াছিলেন।

রাধানাথ—যমদূতগণ আসিয়া কি করিলেন?

মহারাজ—যমদূতগণ আসিয়া যখন পাপী অজামিলকে লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় পুত্র নারায়ণকে ডাকিতে ডাকিতে অজামিলের সৌভাগ্যবশতঃ পূর্ব্বে যাঁহার অর্চ্চন করিতেন সেই মূল নারায়ণের স্মৃতি আসিয়া যাওয়ায় নামাভাস হইয়া গেল। সেই নামাভাসের ফলে—

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥"

—গীতার (৮।৫) এই শ্লোকের সত্যতা উপলব্ধ হইল। অন্তকালে নারায়ণ-স্মৃতি হওয়ায় তৎক্ষণাৎ চারিজন বিষ্ণুদূত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অজামিলের এই নামাভাস—সাঙ্কেতিক নামাভাস। যখন যমদূতগণ দাসীপতি অজামিলের

আত্মাকে আকর্ষণ করিতেছিলেন, তখন বিষ্ণুদূতগণ বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিলেন।

রাধানাথ—এখানে চারজন বিষ্ণুদূত আসিলেন কেন?

মহারাজ—ভগবানের নামের এমনি মহিমা, নারায়ণ এই চারিটী অক্ষর-স্বরূপ ভগবানের নাম তাঁহার শ্রীমুখে উচ্চারিত হওয়ায় ভগবৎপার্ষদ চারিজন তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন যমদূতগণ বিষ্ণুদূতগণকে বলিলেন—"আপনারা কে যে ধর্ম্মরাজের আজ্ঞাকে নিবারণ করিতেছেন? আপনারা কাঁহার অনুচর? কোথা হইতে আসিয়াছেন? কি কারণেই বা এই পাপিষ্ঠ অজামিলকে লইয়া যাইতে নিষেধ করিতেছেন? আপনারা কি দেবতা, না উপদেবতা, না সিদ্ধ-শ্রেষ্ঠ? আপনাদের রূপ অতি মনোরম। আপনারা সকলেই পদ্মপলাশলোচন, সকলেই পীতকৌশেয় বসনধারী, আপনাদের সকলেরই মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, গলদেশে বনমালা শোভা পাইতেছে। সকলেই নব-যৌবনসম্পন্ন। আজানুলম্বিত হস্ত, চক্ষুদ্বয় যুক্ত এবং ধনু, তূণ, অসি, গদা, শঙ্খ, চক্র ও পদ্ম-ধারী সকলেই পরম-শোভাযুক্ত। আপনাদের তেজে সমস্ত অন্ধকার নষ্ট হইয়াছে। দেখুন, আমরা ধর্ম্মরাজের দাস। আমরা তাঁহার আদেশ পালনের জন্য এখানে আসিয়াছি। আমাদের কি কারণে নিবারণ করিতেছেন কিছুই বুঝিতে

পারিতেছি না।" তখন বিষ্ণুদূতগণ গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন, —'আচ্ছা, তোমরা যদি ধর্ম্মরাজেরই কিঙ্কর হইয়া থাক তাহা হইলে আমাদিগকে ধর্ম্মের স্বরূপ ও অধর্ম্মের লক্ষণ বল। কাহাদিগকে দণ্ড দিতে হয়? কর্ম্মিগণের মধ্যে সকলেই কি দণ্ডনীয়? অথবা তন্মধ্যে কেউ কেউ দণ্ডের পাত্র?" বিষ্ণুদূত-গণের প্রশ্নের উত্তরে যমদূতগণ বলিতে লাগিলেন,—"বেদে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম। তাহার বিপরীতই অধর্ম্ম। বেদের বক্তা স্বয়ং নারায়ণ এবং তিনিই বেদ-স্বরূপ, বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় তিনি।" যমদূতগণের যুক্তির পোষকতা গীতার এই শ্লোকে (১৫।১৫) দেখিতে পাই,—

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥"

বদ্ধজীবগণের কৃত সকল কর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপে সূর্য্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, দেবতা, চন্দ্র, সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি, দিক, জল, পৃথিবী ও স্বয়ং ধর্ম্ম বিদ্যমান। এই সমস্ত সাক্ষীর দ্বারা পাপাচারী, অধার্ম্মিকগণই দণ্ডের পাত্র। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে দণ্ড লাভ করিয়া থাকেন। কর্ম্মিগণের মধ্যে পাপপুণ্য উভয়ই সম্ভব। গুণসম্বন্ধ থাকার জন্য দেহধারীমাত্রেই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। অতএব কর্ম্মীগণের পাপ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং কৃত কর্ম্মানুসারে দণ্ডের যোগ্য। সে ধার্ম্মিকই হউক

আর অধার্ম্মিকই হউক, নিজ নিজ কর্ম্মই তাহাদের ফলভোগের কারণ। যেরূপ বর্ত্তমান বর্ষাকালের দ্বারা অতীত ও অনাগত বর্ষাকে অনুমান করা যায়, তদ্রূপ কর্ম্মাসক্ত জীবের বর্ত্তমান জীবনই অতীত ও ভবিষ্যৎ জন্মের ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। আমাদের প্রভু যমদেব সর্ব্বজ্ঞ। জীবের আচরণসমূহ তিনি অবগত হইয়া থাকেন। জীব নিজ কর্ম্মানুসারে এই দেহকে লাভ করিয়া থাকে এবং দেহেতে আত্মবুদ্ধিবশতঃ কেবল 'আমি' 'আমার' এই প্রকার মোহে মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্বাপর কিছুই জানিতে পারে না। জীব কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শাদি সমস্ত বিষয়ে বাসনানুসারে আসক্ত হইয়া হর্ষ, শোক ও ভয়যুক্ত পীড়াপ্রদ সংসারে প্রবেশ করিয়া থাকে।

রাধানাথ—জীব যদি শুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার এই প্রকার বাসনাই বা কি প্রকারে সম্ভব হইতেছে? কর্ম্মই যদি বন্ধনের কারণ হয় জীব সেই কর্ম্ম কি ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না?

মহারাজ—এ' সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্র (৩।৫) কি বলিতেছেন, শ্রবণ করুন।

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥"

কর্ম্ম না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। প্রাক্তন সংস্কার তাহাকে বলপূর্ব্বক কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে। জীব শুদ্ধ, কিন্তু যখন সে বাসনানুসারে বাসনাময় দেহের সহিত যুক্ত হয় তখন

'পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে'—ইহাকেই জীবের অধ্যাস বলে। জীবের নিজের নিজত্ববোধে অজ্ঞানতার কারণ মায়া যবনিকা। অতএব এই যবনিকা অপসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত সে নিত্যশুদ্ধ হইলেও তাহার সে অনুভূতি নাই। এইজন্য সে মায়ার দ্বারা সম্মোহিত এবং নিজেকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া মনে করে। তাই ত্রিগুণাত্মক জীবের কর্ম্মসমূহ ফলোন্মুখ হইলে ইহাকে অদৃষ্ট বলে এবং ঐ অদৃষ্টই জীবের জন্মের মূল কারণ। অদৃষ্টই জীবকে সৎ ও অসৎ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া থাকে। এই প্রকৃতিসঙ্গবশতঃই জীবের স্বরূপভ্রম এবং স্বরূপভ্রম বশতঃই সংসার বন্ধন। কিন্তু ভগবদ্‌ভজন-প্রভাবে এই সংসারবন্ধন নষ্ট হইয়া যায়।" যমদূতগণ এইরূপ বলিতে লাগিলেন। তৎপরে অজামিলের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিলেন,—"এই ব্রাহ্মণ শাস্ত্র-জ্ঞানসম্পন্ন, চরিত্রবান্ এবং বহু সদ্‌গুণের আলয় ছিলেন। কিন্তু পিতার আদেশে ফল, পুষ্প, সমিৎ ও কুশ আহরণের জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত বস্তু সংগ্রহের পর যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন তখন পথিমধ্যে দেখিলেন, এক নির্ল্লজ্জ শূদ্র এক বারবনিতা শূদ্রাণীর সহিত হাস্য, গান ও বিহার করিতেছে। সে তখন মদ্যপানে মত্ত, তাহার নেত্র ঘূর্ণিত এবং তাহার কটিদেশ হইতে বস্ত্র শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থার কামোন্মত্ত ঐ শূদ্র বাহুর দ্বারা শূদ্রাণীকে আলিঙ্গন করিতেছিল। এই দৃশ্য দর্শনে অজামিল কামে মোহিত হইয়া পড়িলেন। শাস্ত্রজ্ঞান, ধৈর্য্য ও বুদ্ধির দ্বারা নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াও

তিনি অক্ষম হইলেন এবং সেই শূদ্রাণীকে চিন্তা করিতে করিতে তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া পিতার উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা সেই বারবনিতার চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন। সেই বারাঙ্গনার কটাক্ষবাণে বিদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণ অজামিল পাপে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় নবযৌবনা সৎকুলোদ্ভূতা সাধ্বী পত্নীকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ শূদ্রাণীর সন্তোষ-বিধানের জন্য বহু অন্যায় উপায়ে ধনোপার্জ্জনে ব্রতী হইয়া সদাচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং গর্হিত কর্ম্মে নিজের জীবনটা অত্যন্ত পাপময় করিয়া ফেলিলেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনি জীবনে কখনও করেন নাই। অতএব আমরা প্রভুর আদেশে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। তিনি সেখানে পাপানুরূপ দণ্ডের দ্বারা শুদ্ধ হইবেন। আপনাদের প্রশ্নের উত্তরে আমাদের ইহাই বক্তব্য।”

যমদূতগণ এই প্রকার বলিলে বিষ্ণুদূতগণ বলিতে লাগিলেন, —“হায়! কি পরিতাপের বিষয়। ধর্ম্মজ্ঞদিগের বিচারেও অধর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। কেন না ধর্ম্মাদর্শিগণ দণ্ডের অযোগ্য নিষ্পাপ ব্যক্তিগণকেও দণ্ড দিয়া থাকেন। যে যমরাজ পাপীদিগের দণ্ড বিধান করিবেন, সেই যমের তরফ হইতে যদি সাধুগণের প্রতি অত্যাচার হয় তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি থাকিতে পারে? শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, অপরে তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। তাঁহারা যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, জনসাধারণ তাহাই গ্রহণ করে। অজামিল সমর্পিতাত্মা, অন্তকালে পরম মঙ্গলময় শ্রীহরিনাম উচ্চারণ

করিয়াছেন। ইহাতে যে কেবল এক জন্মের পাপ নষ্ট হইয়াছে তাহা নহে। তাঁহার কোটী কোটী জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।

"সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥"

(পদ্মপুরাণ, উঃ খঃ ৪৬ অঃ)

এই অজামিল পূর্ব্বেও ভোজনাদির সময়ে পুত্র নারায়ণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই চতুরক্ষর 'নারায়ণ'-নাম (নামাভাস) উচ্চারিত হওয়ায় অজামিলের বহু জন্মের পাপ ধ্বংস হইয়াছে। জগতে যত প্রকার পাপী আছে, যথা—স্বর্ণহারী, সুরাপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রী-রাজা-পিতা-গো-হত্যাকারী সকলেরই বিষ্ণুর নাম উচ্চারণে শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়। ভগবানের নামাশ্রয়কারী ভক্তকে ভগবান্ সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকেন। যমরাজ ভগবানের একান্ত ভক্ত এবং তাঁহার নির্দ্দেশপালনকারী। অতএব ভগবদাশ্রিত জন কি প্রকারে দণ্ডের যোগ্য হইল বুঝিতে পারিতেছি না। শ্রীমদ্ভাগবত (৬।২।১১) বলেন,—

"ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভি-
স্তথা বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ-
স্তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকম্॥"

পাপিগণ শ্রীহরির নামমাত্র উচ্চারণ করিয়া যেরূপ নির্ম্মল হয়, মন্বাদিবিহিত ব্রতাদি বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেরূপ নির্ম্মলতা লাভ হয় না। উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি-গুণজ্ঞাপক নামোচ্চারণ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় কেবল পাপক্ষয় করিয়াই নিবৃত্ত হন না। ভগবানের নামগ্রহণে চিত্ত যেরূপ নির্ম্মল হইয়া থাকে সেইরূপ প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা হয় না। কারণ প্রায়শ্চিত্তের পর আবার পাপকার্য্যে চিত্ত ধাবিত হয়, কিন্তু শ্রীহরিনামের কৃপায় তাহা হয় না। অতএব পাপকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইলে হরিগুণ-কীর্ত্তনই একমাত্র উপায়। এই অজামিল মৃত্যুকালে অবশ হইয়াও শ্রীহরিনাম সম্পূর্ণরূপে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৭।২৮) বলিয়াছেন,—

"যেষাস্ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥"

রাধানাথ—'নামাভাস' সম্বন্ধে আমাকে একটু খুলিয়া বলুন।

মহারাজ—নামাভাস চারি প্রকার। প্রথম **সাঙ্কেতিক নামাভাস,** উহাতে অন্যকে লক্ষ্য করিয়া ভগবানের নাম করা হয় যাহা অজামিল পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া 'নারায়ণ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহার চিত্তে মূল নারায়ণের স্মৃতি আসিয়া গিয়াছিল। জড়বুদ্ধিতে ভগবন্নাম করিলে 'সাঙ্কেতিক'-নামাভাস হয়। কাহাকেও উপহাস করিবার ছলে যে ভগবানের নামগ্রহণ তাহা **'পরিহাস'**-নামাভাস। গীতালাপ-পূরণের জন্য

যে নামগ্রহণ তাহা 'স্তোভ'-নামাভাস। হেলা অর্থাৎ অশ্রদ্ধার সহিত যে নামাভাস তাহা **হেলা**-নামাভাস, বুঝিলেন কি ?

রাধানাথ—বিষয়টী আরও স্পষ্ট করিয়া বর্ণন করিতে নিবেদন জানাইতেছি।

মহারাজ—তাহা হইলে শ্রবণ করুন—

হরিদাস কহেন,—"যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভ তমের হয় ক্ষয়॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ॥"

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাবস্থা অরুণোদয়; তাহা সূর্য্যালোকের আভাস; তেমনি সূর্য্য-স্বরূপ শুদ্ধনাম উদিত হইবার পূর্ব্ব অবস্থাকে 'নামাভাস' বলে। সূর্য্যালোকের আভাস দেখিয়াই যেরূপ চৌর, প্রেতাদি ভয়ে পলায়ন করে, সেই প্রকার নামাভাসেই যাবতীয় পাপ-প্রবৃত্তি তিরোহিত হয়।

রাধানাথ—এখন বুঝিলাম, তারপর বলুন।

মহারাজ—শ্রীভগবানের নামের এমনি মহিমা যে, নামাশ্রয় করিলে পতনের সম্ভাবনা থাকে না। পাপের গুরু-লঘু-বিচারে প্রায়শ্চিত্তের পৃথক্ পৃথক্ বিধান আছে। কিন্তু নাম-সম্বন্ধে তাহা নহে। যেহেতু নাম স্মরণমাত্রই পাপিগণ সমস্ত পাপ হইতেই মুক্তিলাভ করেন। যেমন ঔষধের প্রভাব না জানিয়া শক্তিসমন্বিত ঔষধ সেবন করিলে ঔষধ তাহার ফলপ্রদানে কার্পণ্য করিবে না, সেইরূপ

কেহ যদি নামের প্রভাব না জানিয়াও ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন, তিনি তাহার ফল অবশ্যই পাইয়া থাকিবেন।

রাধানাথ—নামের দ্বারা যে সমস্ত পাপনাশের কথা বলিলেন তাহা নামে সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য, এই ভগবদ্বিমুখ জীবের ঐ সমস্ত ভোগপর বিষয়ে রুচির প্রাবল্য থাকায় তাহাদের পক্ষে পাপাচরণে এই উপদেশ সহায়তা করিবে না কি? আমার মনে হয়, নামের দ্বারা যদি সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে দুর্ব্বল জীবের পাপে প্রবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক।

মহারাজ—ঠিক বলিয়াছেন, বহির্ম্মুখ জীবের রুচি ঐ প্রকারই। তাহারা সুযোগ সুবিধা পাইলে যে ভোগ করিবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহাকেই বলে 'নাম-বলে পাপবুদ্ধি'। ইহাদিগকে পাপী না বলিয়া অপরাধী বলাই ভাল। স্মরণ রাখিবেন, এই প্রকার কপট অপরাধীকে নাম-প্রভু কখনও কৃপা করেন না। তাহারা অন্ধতামিস্রেই থাকে। তবে সত্য সত্য যাঁহারা ঈশ্বরের নামে অনুরাগী, তাঁহাদের পাপপ্রবৃত্তি ঈষৎ থাকিলেও তাঁহারা নামবলে পাপ না করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহাই সাধনা।

"এক কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে।
পাপী হ'য়ে তত পাপ করিতে না পারে॥"

এইরূপ উক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখিতে পাই,—

"কোটী জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

অতএব উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া বিষয়টীকে বুঝিতে হইবে। আমরা অজামিলের অনুকরণে পুত্রাদির নাম ভগবানের কোনও নামে রাখি; উদ্দেশ্য—মৃত্যুকালে সেই নাম উচ্চারণের দ্বারা যদি নামাভাস হয়; উদ্দেশ্যটী ভাল, কিন্তু নামবলে পাপবুদ্ধি না হয়। অজামিলের 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নামাভাস হইল কেন? কারণ, তাঁহার পাপ ছিল কিন্তু অপরাধ ছিল না। অপরাধের দ্বারা চিত্ত কঠিন হইয়া যায়। অজামিলের নাম-উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণের স্মৃতি হইয়াছিল। আমাদেরও যেন ভগবন্নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্মৃতি হৃদ্দেশকে অধিকার করে।

রাধানাথ—পাপ ও অপরাধের পার্থক্য কি?

মহারাজ—পাপ ও অপরাধের পার্থক্য বলিতে হইলে দুইটী জিনিষকে সর্ব্বপ্রথম বুঝিতে হইবে। শারীরিক ও মানসিক দুর্নীতিকরণ ও সুনীতিলঙ্ঘনই পাপ। দুর্নীতি বলিতে বহু কথা থাকিলেও এক কথায় ইহাকে 'কাম' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই কামের অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়-ক্ষুব্ধ মন পাপকে আশ্রয় করিলে হিতাহিত জ্ঞানের নাশ হইয়া থাকে। বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের তর্পণার্থ বিষয়-সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা অজ্ঞান। এই

অজ্ঞানই কদর্য্য জীবনকে গড়িয়া তুলে। এই কদর্য্যতাই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পরিপোষক। কৃষ্ণবিমুখ জীবের ভোগোন্মত্ততাই দুর্নীতি-পর পাপের একমাত্র কারণ। কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না। অতএব পাপরূপ কার্য্যের কারণ ঈশবিমুখতা। স্বরূপবিস্মৃত-জীবের পাপপ্রবৃত্তি বিরূপের স্বভাবসিদ্ধ হওয়ায় দুর্নীতির বেড়াজাল হইতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই কঠিন। তজ্জন্য উদ্দাম পাপ-প্রবৃত্তি চরিতার্থে জীব সুনীতিকে লঙ্ঘন করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। সুনীতি বলিতে তাহাকেই বোঝা যায় যাহা দুর্নীতির পরিপোষক নহে। অতএব সুনীতিকে লঙ্ঘন করিয়া দুর্নীতিকে আশ্রয় করতঃ যে ক্রিয়া করা যায় তাহাই পাপ। ইহাকে দুর্ব্বলতাও বলিতে পারা যায়। এই দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষার একমাত্র উপায় ভগবান্ ও তদ্ভক্তের কৃপা। অজামিলের ন্যায় জগাই মাধাই মহা পাপী ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের সমূলে পাপপ্রবৃত্তি নষ্ট হইয়াছিল যখন গৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন—

প্রভু বলে—"যদি তোরা আর না করিস্ পাপ।
জগাই মাধাই বলে—আর নারে বাপ॥"

যদি জগাই মাধাইএর মত 'আর নারে বাপ' বলিতে পারা যায় তা' হ'লে সমস্ত পাপই দূরীভূত হইয়া যাইবে। পাপ সাধারণ জিনিষ, উহার ফল শরীর ও মনকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ভজনকারী অনায়াসে সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। কিন্তু অপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করা খুবই কঠিন। সাধারণ নীতি বিগর্হিত কার্য্য পাপ আর ভগবানের ও তাঁহার ভক্তের

চরণে অবজ্ঞাকৃত ক্রিয়াই অপরাধ। এই অপরাধে চিত্তকে বজ্রসম কঠিন করিয়া তুলে। উষর ভূমিতে বীজ বপন করিলে যেমন তাহা অঙ্কুরিত হয় না সেইরূপ অপরাধময় চিত্তে ভগবানের নামের প্রকাশ হয় না'। আমি একটী ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছি।

কোন এক সময়ে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর সভামধ্যে নাম-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছিলেন।

হরিদাস কহেন,—"যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভ, তমের হয় ক্ষয়॥

* * * *

ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
'মুক্তি' তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যে মুক্তি ভক্ত না লয়, কৃষ্ণ চাহে দিতে॥"
গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম একজন।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ॥
গৌড়ে রহি পাৎসাহা আগে আরিন্দাগিরি করে।
বারলক্ষ মুদ্রা সেই পাৎসাহরে ভরে॥
পরম সুন্দর, পণ্ডিত, নূতন-যৌবন।
'নামাভাসে' মুক্তি শুনি' না হৈল সহন॥
ক্রুদ্ধ হঞা বলে সেই সরোষ বচন।
"ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন, পণ্ডিতের গণ॥

কোটী-জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই 'মুক্তি' নয়।
এই কহে,—নামাভাস মাত্রে সেই 'মুক্তি' হয়" ॥
হরিদাস কহেন,—"কেনে করহ সংশয় ?
শাস্ত্রে কহে,—'নামাভাস'-মাত্রে 'মুক্তি' হয় ॥
ভক্তিসুখ আগে 'মুক্তি' অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ 'মুক্তি' নাহি লয় ॥
বিপ্র কহে,—নামাভাসে যদি 'মুক্তি' নয়।
তবে তোমার নাক কাটি' করহ নিশ্চয় ॥"
হরিদাস কহেন,—"যদি নামাভাসে মুক্তি নয়।
তবে আমার নাক কাটিমু—এই সুনিশ্চয়" ॥

* * * *

তিন দিন রহি সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হইল।
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল ॥
চম্পক কলিসম হস্ত-পদাঙ্গুলি।
কোঁকড় হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি' ॥
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার।
হরিদাসে প্রশংসি তাঁরে করে নমস্কার ॥
যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইলা।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইলা ॥
ভক্ত-স্বভাব,—অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণ-স্বভাব,—ভক্ত-নিন্দা সহিতে না পারে ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত ৩য় পঃ)

এখন দেখুন, পাপ এবং অপরাধের মধ্যে পার্থক্য কি।

রাধানাথ—পাপ ও অপরাধ বুঝিলাম। এখন পাপাত্মার পাপ ও অপরাধ দূরীভূত হইলে তাহাকে কি পুণ্যাত্মা বলা যাইবে?

মহারাজ—পাপ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইলে পুণ্যাত্মা ও সুকৃত্যাত্মা হইতে পারেন।

রাধানাথ—পুণ্যাত্মা ও সুকৃত্যাত্মা—এই উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

মহারাজ—হাঁ আছে, 'পুণ্য' বলিতে গেলে শারীরিক ও মানসিক সুনীতি-করণ ও দুর্নীতি-লঙ্ঘনকেই বোঝায়।

রাধানাথ—আপনি পুণ্যসম্বন্ধে যাহা বলিলেন তাহা বুঝিলাম বটে, কিন্তু পুণ্যপর ক্রিয়াসমূহের উল্লেখ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

মহারাজ—উহা সংক্ষেপতঃ যজ্ঞ, দান, ব্রত, তপস্যা ইত্যাদি। ইহা পুণ্য হইলেও ক্ষয়িষ্ণু।

রাধানাথ—সে কি কথা?

মহারাজ—কর্ম্মিগণের যজ্ঞ, দান, ব্রত ও তপস্যাদির মধ্যে কিছু ভগবৎ-সম্বন্ধ থাকিলেও তাহা কামনামূলক; ঐ ভগবৎ-সম্বন্ধপর ক্রিয়া ভগবদুদ্দেশ্যে নহে, তজ্জন্য ঐ সমস্ত ক্রিয়ার ফল পুণ্য ও নশ্বর বলিয়াছেন। যথা,—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।

এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥”
(গীতা ৯।২১)

রাধানাথ—পুণ্য বুঝিলাম। এখন বলুন, সুকৃতি কাহাকে বলে।

মহারাজ—ভগবান্ ও ভক্তের সেবার দ্বারাই ভক্ত্যুন্মুখিনী সুকৃতি হইয়া থাকে, সুকৃতির ফল আত্মাকে সংস্পর্শ করিয়া থাকে। এই সুকৃতি অজ্ঞাত ও জ্ঞাতভাবে অর্জ্জিত হয়। সুকৃতির ফলে সাধুসঙ্গ, এবং সাধুসঙ্গ-ফলে ঈশ্বরভজনে অনুরক্তি আসে, এইজন্য শাস্ত্র বলেন,—“সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ।” কর্ম্মানুসারে ভ্রমণ করিতে করিতে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হইলে সংসার নাশ হইয়া সাধুসঙ্গ হইয়া থাকে।

সুকৃতিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—ভক্ত্যুন্মুখিনী সুকৃতি, ভোগোন্মুখিনী বা কর্ম্মোন্মুখিনী সুকৃতি ও মোক্ষোন্মুখিনী বা জ্ঞানোন্মুখিনী সুকৃতি। যে সমস্ত কার্য্য সংসারে শুদ্ধভক্তি-জনক বলিয়া স্থির আছে সেই সকল কার্য্যই ভক্ত্যুন্মুখিনী সুকৃতিকে উৎপন্ন করে। যে সকল কার্য্যের ফল বিষয়ভোগ সেই সকল কার্য্যই ভোগোন্মুখি-সুকৃতি-প্রদ, যে সকল কার্য্যের ফল মোক্ষ, সেই সকল কার্য্যই মোক্ষোন্মুখিনী সুকৃতির জনক। সংসার ক্ষয়পূর্ব্বক স্বরূপধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তির উদ্বোধনী সুকৃতি যখন পুষ্ট হইয়া ফলোন্মুখ হয় তখনই ভক্ত সাধুসঙ্গে সংসার হইতে উদ্ধার পায় ও কৃষ্ণে তাঁহার রতি উৎপন্ন হয়। ঐ সুকৃতিবলেই

ভগবান্ তাঁহাকে সাধুর নিকট প্রেরণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥"

(ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

অতএব ভগবদ্ভক্তের কৃপায় ভজনপ্রবৃত্তি ও অনর্থনিবৃত্তিদ্বারা ক্রমপর্য্যায়ে তাঁহার চরণ-সান্নিধ্য লাভ হইয়া থাকে।

"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"

এই মহতের কৃপাব্যতীত কোন ক্রিয়াদ্বারাই ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারা যায় না। আপনি পূর্ব্বে যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন সেই প্রশ্নোত্তর দৃঢ় করিবার জন্য আপনাকে প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছি। 'রহুগণ' নামক রাজাকে ভরত ঋষি উপদেশ দিয়া বলিতেছেন,—

রহুগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি-সূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥

(ভাঃ ৫।১২।১২)

অনুবাদ। হে রহুগণ! মহাভাগবতগণের পদরেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদের উপাসনাদ্বারা ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভ হয় না।

আশা করি এক্ষণে পাপ, পুণ্য, অপরাধ ও সুকৃতি-সম্বন্ধে কিছু ধারণা লাভ করিলেন।

রাধানাথ—আমাকে পাপ, পুণ্য ও সুকৃতিসম্বন্ধে এক সঙ্গে উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিতে প্রার্থনা জানাইতেছি।

মহারাজ—মনে করুন্, আপনি একটী পথের ধারে একটী পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন। একদল পথশ্রান্ত তৃষ্ণার্ত্ত ডাকাত তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আপনার পুষ্করিণীর জল পান করতঃ শক্তি লাভ করিয়া একজনের বাটীতে ডাকাতি ও শ্লীলতা হানি করিল। অজ্ঞাতসারে হইলেও পাপ-গণের সাহায্য হওয়ায় উহাতে আপনাকেও পাপের ভাগী হইতে হইবে। একজন তৃষ্ণাতুর পথিক ঐ পুষ্করিণীর জল পান করিয়া তৃপ্ত হইলেন; ইহাতে আপনার পুণ্য হইল। কোন ভগবদ্ভক্ত তৃষ্ণাতুর হইয়া ঐ পুষ্করিণীর জল পান করিলেন এবং ঐ পুষ্করিণীর জলের দ্বারা ভগবানের সেবা করিলেন। তাহাতে আপনার ভক্ত্যুন্মুখিনী সুকৃতি হইল। দাতাকে তিনটীর ফলই ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু ভক্ত্যুন্মুখিনী সুকৃতির প্রাবল্য থাকিলে পাপ-পুণ্যের আকর্ষণ হ্রাস

পাইবে এবং ভক্তি চিত্তকে আকর্ষণ করিবে। পাপ ও পুণ্য ক্ষয়িষ্ণু। পাপ দুঃখপ্রদ, পুণ্য সাময়িকসুখপ্রদ মাত্র। ভক্ত্যুন্মুখিনী সুকৃতির ফল নিত্য ও নিত্যসুখপ্রদ। সংক্ষেপে ইহাই আমার বক্তব্য। অপরাধ সম্বন্ধে ত' আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অজামিলের সাধন-ভজন ছিল। কিন্তু দুর্ব্বলতাবশতঃ পতন ঘটিয়াছিল। এই পতন ভগবান্‌কে বিস্মৃত করাইতে পারে না। তজ্জন্যই অন্তকালে নারায়ণের স্মৃতি আসিয়াছিল। এইরূপ ভক্তের পতন দেখিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ গীতা (৯।৩০-৩১) বলিতেছেন,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

তজ্জন্য বিষ্ণুদূতগণ বলিতে লাগিলেন,—"অজামিল 'সাঙ্কেতিক নামাভাস'দ্বারা পাপমুক্ত হইয়াছেন। নামাভাস-হেতু তাঁহার যমদণ্ড হইতে পারে না।" এই বলিয়া বিষ্ণুদূতগণ প্রস্থান করিলেন। অজামিল তাঁহাদের এই প্রকার কথোপকথন শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের রূপ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় মহাপাপীর মুখে যে শ্রীহরিনাম উচ্চারিত হইয়াছে ইহা যে তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃতির ফল তাহা তিনি বেশ উপলব্ধি করিলেন। পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য তাঁহার নির্ব্বেদ আসিল। তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়া কতই না অনুতাপ করিতে

লাগিলেন। সাধুসঙ্গের প্রভাব দেখুন। অতি অল্পকালের মধ্যেই অজামিলের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আমাদের অনেকের ধারণা, আসন্ন মৃত্যুকালে নামগ্রহণকারী অজামিল মুক্তিলাভ করিয়া ভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নয়। শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে দেখা যায়, সাধুসঙ্গের প্রভাবে তাঁহার সদ্বুদ্ধির উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া হরিদ্বারে গিয়া একান্তভাবে শ্রীহরির আরাধনা করিতে লাগিলেন। সেই আরাধনার ফলস্বরূপে পুনরায় সেই বিষ্ণুদূত-গণই তথায় উপস্থিত হইয়া স্বর্ণ-বিমানে অজামিলকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলেন।

নামাভাসে মহাপাপী অজামিলের বৈকুণ্ঠ-গতি হইল। যদি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম করা যায় তাহা হইলে অনায়াসে তাঁহার পাদপদ্ম লাভ হয়, এ' বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। অজামিলের আদর্শ অনুসরণ করিয়া হরিনামে ব্রতী হওয়া আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আমাদের সমস্ত অসুবিধা বিদূরিত হইয়া যাইবে। আমরাও একদিন ভগবানের দাস হইতে পারিব।

রাধানাথ—নামাভাসে মুক্তি হয়, বুঝিলাম। কিন্তু অনেকেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম করিতেছেন, তবুও তাঁহাদের ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হইতেছে না কেন?

মহারাজ— "তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আ ৮।৩০)

অপরাধশূন্য হইয়া নাম না করিলে নাম হইবে কেন? নাম করিলেই ত' হইবে না। প্রীতিপূর্ব্বক করিতে হইবে। শ্রীতুলসী-দাস বলিয়াছেন,—

"রাম নাম সব্ কোই কহে ঠক্ ঠাকুর ক্যা চোর।
বিনা প্রেম্‌সে বিঝত্ নাহি মিলে নন্দ্‌কিশোর॥"

অতএব অপরাধশূন্য হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক নাম-কীর্ত্তন করিলে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়।

রাধানাথ—নামে অপরাধ আবার কি?

মহারাজ—অপরাধ আছে বৈ কি? ইহা দশ প্রকার,—(১) সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকটে পরম অপরাধ বিস্তার করে, যে সকল নামপরায়ণ সাধু হইতে জগতে কৃষ্ণনাম-মহিমা প্রচারিত হন, শ্রীনামপ্রভু সেই সকল সাধু-নিন্দা কি প্রকারে সহ্য করিবেন? অতএব সাধুনিন্দা নামাপরাধ; (২) এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা পরস্পর ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নামী শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন—এইরূপ বুদ্ধি করে অথবা শিবাদি দেবতাকে প্রতিদ্বন্দ্বি-জ্ঞানে শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা অভিন্ন দর্শন করে তাহার সেই নামের ছলে নামাপরাধ নিশ্চয়ই অহিতকর; (৩) নামতত্ত্ববিৎ গুরুকে প্রাকৃত ও মর্ত্ত্যবুদ্ধিমূলে অসূয়া করা; (৪) শ্রীনাম-মহিমা-সূচক বেদ ও সাত্বতপুরাণাদির নিন্দা; (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি-জ্ঞান অপরাধ; (৬) ভগবন্নামসমূহকে কাল্পনিক বলিয়া মনে করা

অপরাধ ; (৭) যাহার নামবলে পাপাচরণে বুদ্ধি হয়, বহু যম-নিয়ম-ধ্যান-ধারণাদি কৃত্রিম যোগ-প্রক্রিয়াদ্বারাও সেই অপরাধীর চিত্তের নিশ্চয়ই শুদ্ধি হয় না ; (৮) ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ ও হোমাদি প্রাকৃত শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত-নাম-গ্রহণকে সমান বা তুল্য-জ্ঞান করা এবং শ্রীনামগ্রহণকালে অনবধানতা বা প্রমাদ ; (৯) শ্রদ্ধাহীন বা নাম-শ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যে উপদেশ দান তাহা মঙ্গলময় শ্রীনামের নিকট অপরাধ ; (১০) যে ব্যক্তি শ্রীনামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শুনিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া শ্রীনাম-শ্রবণে ও গ্রহণে প্রীতি বা আদর প্রদর্শন করে না, সেও নামাপরাধী। অনবধানতাবশতঃই হউক কিম্বা যে কোন প্রকারেই হউক নামাপরাধ ঘটিলে নামৈকশরণ হইয়া নিরন্তর নাম-সংকীর্ত্তনই করিতে হইবে। নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিদিগের পাপ ও অপরাধ নামই নাশ করিয়া থাকেন এবং অবিশ্রান্ত নাম করিলে শ্রীনাম প্রয়োজনসাধকও হইয়া থাকেন, অর্থাৎ নামাপরাধশূন্য হইয়া নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণ-ফলে নামের মুখ্য ফল যে কৃষ্ণপ্রেমা —তাহা লাভ হইয়া থাকে। স্মরণ রাখিতে হইবে—সাধুনিন্দা-জনিত অপরাধ হইলে যে সাধুর নিন্দা করা হইবে, তাঁহার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহার মহিমাকীর্ত্তন-সহযোগে নাম করিতে হইবে নতুবা এই অপরাধ যাইবে না। গুরু-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ না হয় তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে।

রাধানাথ—অপরাধ সম্বন্ধে বুঝিলাম। এখন নামের সম্বন্ধে বিস্তৃত জানিবার ইচ্ছা হইতেছে।

মহারাজ—সর্ব্ব-সাধন-অপেক্ষা নামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; নামই সাধন এবং নামই সাধ্য। নাম শব্দ-ব্রহ্ম অর্থাৎ শাব্দিক অবতার। শব্দই শব্দীর জ্ঞান দিয়া থাকেন। এইজন্য বেদান্তদর্শন "আবৃত্তিঃ অসকৃৎ উপদেশাৎ।" সূত্রে নাম-ব্রহ্মের সাধনা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন। গীতা বলিয়াছেন,—

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥"

(গীঃ ৮।১৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই নামকীর্ত্তনের কথাই প্রচার করিয়াছেন। নামের দ্বারা চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, ভবমহাদাবানল নির্ব্বাপিত হয়, পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয়, আনন্দসমুদ্র বর্দ্ধিত হয় এবং প্রতি পদে অমৃতের পূর্ণ আস্বাদন হইয়া থাকে। শ্রীনাম বিদ্যাবধূজীবন। ভগবান্ তদীয় নামে সমস্ত শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্দ্দৈব যে, সেই নামে অনুরাগ হইতেছে না। অন্য সমস্ত সাধন যোগ্যতাকে অপেক্ষা করে, কিন্তু নাম-সাধনে কোন যোগ্যতারই প্রয়োজন করে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই নাম-প্রচারের জন্য একদিন শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥"

এই কৃষ্ণনামপ্রচারই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমে জগৎকে ভাসাইয়াছিলেন। তিনি ভক্তগণকে সর্ব্বক্ষণ নাম-কীর্ত্তনের আদেশ করিয়াছিলেন,—

প্রভু কহে,—"কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥
নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার।
নাম বিনা কলিকালে গতি নাহি আর॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা কলিযুগের যুগধর্ম্মই যে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

রাধানাথ—এই নাম-সংকীর্ত্তন কি অন্যান্য যুগে ছিল না?

মহারাজ—থাকিবে না কেন? প্রত্যেক যুগের নাম, রূপ, মহামন্ত্র পৃথক্-পৃথক্-ভাবে রহিয়াছে। তথাপি অন্যান্য যুগের সাধন-পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন।

রাধানাথ—তাহার প্রমাণ আছে কি?

মহারাজ—হাঁ, আছে বৈ কি।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥"
(ভাগবত ১২।৩।৫২)

এখন বুঝিলেন—এক এক যুগের এক এক ধর্ম্ম।

রাধানাথ—আচ্ছা, মহামন্ত্র বলিতে কি আপনি 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি ১৬ নামকে বলিতেছেন ?

মহারাজ—হাঁ, কলিযুগে মহামন্ত্র—'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি ১৬ নাম ৩২ অক্ষর; ইহার প্রমাণ বলিতেছি।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্ বর্ণকানি হি।
কলৌ যুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে ॥
বর্জ্জয়িত্বা তু নামৈতদ্ দুর্জ্জনৈঃ পরিকল্পিতম্।
ছন্দোবদ্ধং সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং নাভ্যসেৎ পদম্ ॥
তারকং ব্রহ্মনামৈতদ্ ব্রহ্মণা গুরুণাদিনা।
কলিসন্তরণাদ্যাসু শ্রুতিষ্বধিগতং হরেঃ ॥
প্রাপ্তং শ্রীব্রহ্মশিষ্যেণ শ্রীনারদেন ধীমতা।
নামৈতদুত্তমং শ্রৌত-পারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মণঃ ॥
উৎসৃজ্যৈতন্মহামন্ত্রং যে ত্বন্যৎ কল্পিতং পদম্।
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্রগুরুলঙ্ঘিনঃ ॥
তত্ত্ববিরোধসংপৃক্তং তাদৃশং দৌর্জ্জনং মতম্।
সর্ব্বথা পরিহার্য্যং স্যাদাত্মহিতার্থিনা সদা ॥ (অনন্তসংহিতা)

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

—এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কলিযুগে মহামন্ত্র। এই নাম বর্জ্জন করিয়া দুর্জ্জন-পরিকল্পিত, ছন্দোবদ্ধ, সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাসদুষ্ট পদ কদাচ অভ্যাস করিবে না। এই তারকব্রহ্ম হরিনাম আদি গুরু ব্রহ্মা কলিসন্তরণাদি শ্রুতিতে পাইয়াছেন। ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রুতি-পরম্পরায় ব্রহ্মার শিষ্য ধীমান্ নারদ এই উত্তম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই মহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহারা অন্যান্য কল্পিত পদকে মহানাম প্রভৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারা শাস্ত্র ও গুরু-লঙ্ঘনকারী। আত্মহিতার্থী সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সেই সব দুর্জ্জনের তত্ত্ববিরোধপূর্ণ মত দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করিবেন। এই সম্বন্ধে আরও বহু প্রমাণ আছে, বলিতে গেলে বহু কথা আসিয়া পড়িবে। তবে সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নের উত্তরে যথাজ্ঞান বলিলাম। অজামিলের চরিত্র অনুধাবন করিলে নামের মহিমা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। অন্তরে আর্ত্তির সহিত শ্রীনাম উচ্চারিত হইলে আর কোন সাধনের প্রয়োজন করে না। শ্রীচৈতন্য-দেব এই নাম-কীর্ত্তন প্রচার করিবার জন্য সন্ন্যাসীর বেশে জীবের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অনুগ আমরা তাঁহার আদর্শকে অনুসরণ করিয়া শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিতে পারিলে নিত্যকল্যাণ লাভ করিতে পারিব। নামাপরাধ বর্জ্জনপূর্ব্বক 'তৃণাদপি সুনীচেন'-শ্লোক শিরোভূষণ করিয়া আমরা নাম করিব।

রাধানাথ—আপনার শ্রীমুখ হইতে অজামিলের চরিত্র ও শিক্ষা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইলাম। এখন আমার ন্যায় পাপীকে উদ্ধার করিবার ভার আপনার উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। যাহাতে শ্রীনামে রুচি হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করুন।

[এই সকল কথা বলিয়া রাধানাথ মহারাজের পাদপদ্মে প্রণত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলে মহারাজকে প্রণাম করিলেন।]

মহারাজ—আপনার নামাশ্রয়ের ইচ্ছা হইয়াছে, ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। শ্রীনাম-প্রেম-প্রচারক শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা হইলে আপনার প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। তাঁহার কৃপা ব্যতীত আমাদের গতি নাই। আজ প্রসাদাদি সম্মান করিয়া বিশ্রাম করুন। আবার আগামীকল্য এ' সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

[সকলে প্রসাদাদি সম্মান করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিশ্রামের সময় মহারাজের মুখে যে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা হইতে লাগিল। বিশ্রাম আর হইল না। সদানন্দ তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল।]

সদানন্দ—আপনারা এতদিন মহারাজের মুখে অনেক কথা শুনিলেন। শ্রবণের পর কি বিচার আসিল ?

গোবর্দ্ধন ও রাধানাথ (উভয়ে)—আমরা স্থির করিয়াছি মহারাজের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে

শ্রীধামে থাকিয়া ঈশ্বর আরাধনা করিব। কারণ, আমাদের জীবনও সমাপ্তপ্রায়। উপযুক্ত ছেলেরা এখন সংসারের ভার লইয়া সংসার পরিচালনা করুক্। জানি না, আমাদের আশা পূর্ণ হইবে কি না।

সদানন্দ—অতি উত্তম বিচার করিয়াছেন। ভাই নটবর! তোমার কি বিচার?

নটবর—সংসার যে জ্বালাময় তাহা ত' বেশ বুঝিয়াছি। তবে বাবা যখন ধামে থাকিয়া ঈশ্বর ভজন করিতে চান, তখন আমার আপত্তি নাই। কিন্তু একথা নয় যে, এখনই দার পরিগ্রহ করিয়া সংসারাদি করিব। কারণ হঠাৎ কিছু করা যুক্তিযুক্ত নহে। তবে সংসার-রক্ষার্থে যাহা করিতে হয় তাহা অবশ্যই করিব। আচ্ছা ভাই সদানন্দ! তোমার কি বিচার?

সদানন্দ—আমার সংসারে যাইবার প্রবৃত্তি হইতেছে না। তাই বলিয়া একথা মনে করিও না যে, আমার ভোগপ্রবৃত্তি নাই। প্রবৃত্তি থাকিলেও নিবৃত্তির দিকে যাওয়া শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি। তবে আমি এখন লেখাপড়া শিখিব। তারপর গুরুপাদপদ্মে থাকিয়া গুরু-সেবা করিব। গুরু-দেবের যে প্রকার আদেশ হইবে সেই আদেশ প্রতি-পালনই আমার কর্ত্তব্য।

[এইরূপ কথোপকথন হইতেছে ঠিক সেই সময়ে নটবরের মাতা বলিয়া উঠিলেন,—]

নটবরের মাতা—তোমরা বেটা ছেলে। যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার। কিন্তু আমি মেয়ে ছেলে। আমার গতি কি হইবে? মেয়ে ছেলে কি সংসার ত্যাগ করিতে পারে না? বাবা, আমার আর সংসার ভাল লাগিতেছে না। এখন মনে হয়, গুরুদেবের নিকট হইতে হরিনাম লইয়া একান্তে হরিভজন করি।

সদানন্দ—না মাসীমা! স্ত্রী জাতির ত্যাগের কোন কথা নাই, মহারাজের মুখে শুনিয়াছি। মেয়েরা বাল্যকালে পিতা-মাতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন ও বার্দ্ধক্যে পুত্রাধীন থাকিবে। বেশ ত' আপনি সংসারে থাকিয়া হরিনাম করিতে থাকুন।

নটবরের মাতা—আচ্ছা বাবা! সংসারে থাকিয়া নামগ্রহণের পূর্ব্বে আমাদের কি ভাবে থাকা উচিত তাহা জানিবার ইচ্ছা হয়। মেয়ে মানুষ হইয়া যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছি তখন বাধ্য হইয়া সংসারে থাকিতেই হইবে।

সদানন্দ—মাসীমা! আমি যখন প্রথম মায়াপুর-স্কুলে ভর্ত্তি হই, তখনই মহারাজদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম, সদাচার পালন না করিলে ইঁহারা হরিনাম প্রদান করেন না। বর্ত্তমান আচারপ্রচারহীন গুরু-সমাজ (?) যেভাবে শিষ্যাদি করেন তাহাতে শিষ্যগণের কোন কল্যাণ হয় না। অতএব মহারাজের পদাশ্রয় করিতে হইলে সদাচার প্রতিপালন করিতে হইবে।

নটবরের মাতা—সদাচার কাহাকে বলে ?

সদানন্দ—মৎস্য, মাংস প্রভৃতি অমেধ্য দ্রব্য এবং চা, পান, বিড়ি, সিগারেট, তামাক প্রভৃতি মাদকদ্রব্য বর্জ্জন, অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এবং সৎসঙ্গে বাস—এই সকল সদাচার।

নটবরের মাতা—বাবা, এ সমস্ত কথা ত' আগে শুনি নাই। আমাদের কুলগুরুগণ এইরূপ সদাচারের কোন কথাই বলেন না। তাঁহারা সকলকেই ত' হরিনাম দিয়া থাকেন, শাস্ত্রে কি এইরূপ কোন কথা আছে, না কেবল ইঁহাদেরই নিয়ম ?

সদানন্দ—শাস্ত্র-প্রমাণ আছে বৈ কি ? আধুনিক গুরু-সমাজ—কুলগুরুই বলুন বা জাতি গোঁসাঞিই বলুন, তাঁহাদের শিষ্য করা একটা ব্যবসা মাত্র। শিষ্যের কোন কল্যাণের চিন্তা তাঁহাদের মধ্যে নাই। কেবল অর্থপ্রাপ্তির আশায় মন্ত্র প্রদান করেন। তাঁহারা নিজেরাই সদাচার পালন করেন না, শিষ্যদিগকে আর কি বলিবেন ? আহারের সঙ্গে সাধনার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। গীতা (১৭।৮-১০) আহারকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক তিন ভাগে বিভাগ করিয়াছেন,—

আয়ুঃ-সত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যা স্নিগ্ধা স্থিরা হৃদ্যা আহারা সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥”

অর্থাৎ সাত্ত্বিকগণের প্রিয় আহারসকল—আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধন করে। রাজস-লোকের প্রিয় আহার—নিম্বাদি অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, লঙ্কা-মরিচাদি অতি তীক্ষ্ণ, ভৃষ্ট চণক-সর্ষপাদি অতি বিদাহী; এই সকল আহার দুঃখ, শোক ও রোগজনক। তামসগণের প্রিয়—প্রহর-পূর্ব্বে পক্ক অর্থাৎ ঠাণ্ডা, নীরস, দুর্গন্ধযুক্ত, পর্য্যুষিত (রাত্রি-ব্যবহিত) দ্রব্য, অবৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ও মদ্য-মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্য।

অতএব ‘অমেধ্য’-শব্দদ্বারা মৎস্য-মাংসাদি বুঝাইতেছে। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত ও মনুসংহিতাতে রহিয়াছে। যথা,—

যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদাভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্॥

(ভাঃ ১১।৫।১৪)

যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥”

(মনুসংহিতা ৫।১৫)

ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, গর্ব্বিত, সর্ব্বদা অভিমানী যে সকল অসাধু ব্যক্তি নিঃশঙ্কচিত্তে পশুদিগকে হনন করে, সেই সকল পশু পরকালে তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিয়া থাকে। আবার মনু-সংহিতা বলিয়াছেন,—যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে সে ব্যক্তি

তন্মাংসমাত্র-খাদক বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু মৎস্য-ভোজী সর্ব্বমাংসভোজী, যেহেতু মৎস্য গরু-শূকরাদি যাবতীয় প্রাণীর মাংসই ভোজন করে। সুতরাং এক মৎস্য-ভোজনে সর্ব্ব মাংসেরই ভোজন হইয়া থাকে। অতএব মৎস্য ভোজন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ভোগোন্মত্ত অজিতেন্দ্রিয় নির্দ্দয় মনুষ্যগণ কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য নশ্বর-দেহকে জরা-মৃত্যু-শূন্য মনে করিয়া ঐ দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নির্দ্দয়ভাবে পশুগণকে হত্যা করিয়া থাকে। যে শরীরকে এত যত্ন করা যায়, উহার পরিণাম—কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্ম। অতএব নশ্বর শরীরের তৃপ্তির জন্য প্রাণিহিংসাদ্বারা কোন স্বার্থই সিদ্ধ হয় না। প্রাণি-হিংসার ফল অন্তিমে নরকযন্ত্রণা। এইরূপ ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোমাত্মক জড়দেহে আত্মবুদ্ধি-বশতঃ তাহার প্রীতির নিমিত্ত যে জীবহিংসা, ইহা দুর্জ্জনগণই করিয়া থাকে। এই বাক্যের প্রমাণ-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।১০।৯-১২) চারিটী শ্লোক আপনার নিকট বলিতেছি। যথা,—

হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজরা-মৃত্যু নশ্বরম্॥
দেবসংজ্ঞিতমপ্যন্তে কৃমিবিড়্ভস্মসংজ্ঞিতম্।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ॥
দেহঃ কিমন্নদাতুং স্বং নিষেক্তুর্মাতুরেব চ।
মাতুঃ পিতুর্ব্বা বলিনং ক্রেতুরগ্নেঃ শুনোঽপি বা॥
এবং সাধারণং দেহং ব্যক্তপ্রভবাপ্যয়ম্।
কো বিদ্বানাত্মসাৎ কৃত্বা হন্তি জন্তূনৃতেঽসতঃ॥

দৈবীমায়ার এমনই বিমোহিনী শক্তি যে জীব নরক-যোনি লাভ করিয়াও নরকযোগ্য আহারাদিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করে।

সদাচার পালন না করিয়া নামাশ্রয় সম্ভব নয়। বীজ বপন করিতে হইলে প্রথমতঃ জমি প্রস্তুত করা প্রয়োজন। সেইরূপ মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইলে চিত্তরূপ ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করিতে হইবে। তজ্জন্য মায়িক গুণত্রয়কে ক্রমশঃ নিরাসপূর্ব্বক বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। আমার জ্ঞান অল্প। যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিলাম।

নটবরের মাতা—আচ্ছা বাবা, ঐরূপ সদাচার পালন করা কি সংসারে থাকিয়া সম্ভব ?

সদানন্দ—সম্ভব হইবে না কেন ? আজ যদি আপনার কোন কঠিন ব্যাধি হয় এবং ডাক্তার যদি ব্যবস্থা দেন যে, আপনার পক্ষে মৎস্য-মাংস ইত্যাদি জীবনের মত ত্যাগ করিতে হইবে, তখন আপনি কি করিবেন ? তখন কি আপনি এই কথা বলিবেন—"ডাক্তার বাবু! আমরা সংসারী লোক ; সংসারে থাকিয়া এইরূপ আচরণ করা কঠিন।" না তখন ঐ সমস্ত খাদ্য তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবেন। জীবনের মায়ায় ঐ সমস্ত খাদ্য পরিত্যাগ করা যেমন কঠিন বলিয়া বোধ হয় না, তদ্রূপ ভগবদ্ভজনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইলে নিজ প্রয়োজনে সদাচার পালন করিতে ক্লেশ হইবে না। তখন

অনায়াসেই তাহা সম্ভব হইবে। কেবল প্রয়োজনবোধের উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে।

নটবরের মাতা—সবই বুঝিলাম। আমার একটা প্রশ্ন মনে উদয় হইতেছে। আমি মেয়েছেলে, প্রশ্ন করিতে পারি না। তুমি বাবা আমার হইয়া আগামী কল্য মহারাজের সম্মুখে এই প্রশ্নটী করিও যে মেয়েছেলের পক্ষে কি ভাবে জীবনযাপন করিলে কল্যাণলাভের সম্ভাবনা আছে। এইরূপ কোনও আদর্শ মহিলার চরিত্র বর্ণনের জন্য মহারাজের নিকটে আমার হইয়া অনুরোধ করিও।

সদানন্দ—মাসীমা, তাহাই হইবে। আপনার প্রশ্ন খুবই ভাল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মহিলাগণের ভজনোপায়

[পরদিন প্রাতঃকালে সকলে মহারাজের চরণান্তে প্রণত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন, এবং পূর্ব্ব দিনের কথানুসারে সদানন্দ মহারাজকে আদর্শ-নারীচরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিল।]

সদানন্দ—মহারাজ! আজ মাসীমা আপনার নিকট একটী প্রশ্ন আমার মারফৎ করিতে চান। তাঁহার প্রশ্ন এই যে, মেয়েছেলের পক্ষে কি ভাবে জীবনযাপন করিলে কল্যাণ-লাভের সম্ভাবনা আছে। তিনি এমন কোন নারী-জীবনের আদর্শ আপনার শ্রীমুখ হইতে শুনিতে চান যাঁহার চরিত্র-শ্রবণে নারীজাতির জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে।

মহারাজ—তিনি বড় চমৎকার প্রশ্ন করিয়াছেন। মেয়েদের জীবন ভোগের জীবন। তাঁহাদের ভজনে বহু বাধা, কারণ প্রথম বাধাই তাঁহাদের দেহ। সাধুসঙ্গ না করিলে কল্যাণের সম্ভাবনা কম। সাধুসঙ্গ মেয়েদের পক্ষে দুর্ল্লভ।

সদানন্দ—দুর্ল্লভ কেন? বেটাছেলেরা যখন সাধুসঙ্গ করিতে পারে তখন তাঁহাদেরই বা সাধুসঙ্গ করিতে বাধা কেন?

মহারাজ—বাধা দুইভাবে আছে, সাধু যদি সাধক বা প্রবর্ত্তক হন তাহা হইলে নারীজাতির সহিত মেলামেশার দ্বারা চিত্ত বিকৃত হইতে পারে। তাহাতে পতনের সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য তাঁহাদিগকে তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় জানিয়া নারীজাতি হইতে তাঁহারা দূরে থাকেন। নারীজাতির সহিত সংমিশ্রণের ফলে বহু ভক্তের পতনের কথা শুনা যায়। অতএব মঙ্গলেচ্ছু সাধকগণ, বিশেষতঃ ত্যক্তগৃহগণ নারীজাতি হইতে সর্ব্বদা দূরে অবস্থান করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

* * "বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥"

ভগবানের বিমুখিনী মায়ার মোহিনী-শক্তি-স্বরূপের একাংশ প্রকৃতি-রূপে আমাদের নিকট যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার আকর্ষিণী শক্তি বিবেকী বলিয়া অভিমানকারী বিদ্বান্‌কেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। কত মুনি ঋষির তপ তাহাদের ভ্রূভঙ্গীতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাদের বলের কথা শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"বলং মে পশ্য মায়য়া স্ত্রীময্যা জয়িনো দিশম্।
যা করোতি পদাক্রান্তাং ভ্রুবিজৃম্ভেন কেবলম্॥"
"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥"
(ভাঃ ৯।১৯।১৭)

"দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অতএব বুঝিয়া দেখ স্ত্রীজাতির সহিত দুর্ব্বলচিত্ত লইয়া মেলা-মেশা করা কত বিপজ্জনক কার্য্য।

সদানন্দ—বেশ কথা, দুর্ব্বলচিত্ত সাধু পতনের আশঙ্কাহেতু হয় ত' নাও মিশিতে পারেন, কিন্তু ষড়্‌রিপুজয়ী মহা-পুরুষ সাধুগণের মেলামেশাতে কি আপত্তি থাকিতে পারে? তাঁহারা অগ্নির মত; অগ্নি যেমন সমস্ত বস্তুকে পোড়াইয়া দেয়, সেই প্রকার সাধুর সংস্পর্শে গেলে অসাধু ব্যক্তির চিত্তমালিন্য নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহারা আবার কিরূপে অগ্নিস্বরূপ সাধুকে মলিন করিবে?

মহারাজ—ঠিক বলিয়াছ, পতিতপাবনকে পতিত করিবার ক্ষমতা পতিত বা পতিতার নাই। মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে পতিত করিবার উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র খাঁনের প্রেরিত বেশ্যার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল এবং পক্ষান্তরে ঠাকুরের প্রভাবে সেই বেশ্যার চিত্ত ফিরিয়া গিয়াছিল। তিনি বেশভূষা পরিত্যাগ করতঃ হরিদাস ঠাকুরের নিকট হইতে নামাশ্রয় গ্রহণ করিয়া শুভ্রবস্ত্রে একান্তে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনে রত হইয়াছিলেন।

"সেই বেশ্যা হইল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁ'র দর্শনেতে যান্তি॥"

কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তাঁহাকে নাম প্রদান করিয়া আর সে স্থানে অবস্থান করেন নাই, অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন। তেজীয়ান্ হইলেও অধিক মেলামেশা করিলে লোকে নিন্দা করিয়া মহাপুরুষের চরণে অপরাধী হইবে এবং আত্মকল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবে। তজ্জন্য বাস্তব সাধুগণ স্ত্রীজাতি হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করেন। নিম্নাধিকারী ব্যক্তিরা অনুকরণপ্রিয় এবং উন্নত অধিকারের আচার বিচার বুঝিতে অক্ষম। তাই তাহাদের কল্যাণের জন্য মহাপুরুষগণ সিদ্ধ হইয়াও স্ব-স্ব জীবনে সাধকের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তজ্জন্য স্ত্রীলোকের পক্ষে তাঁহাদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে থাকা সম্ভবপর নহে।

সদানন্দ—তাহা হইলে যাঁহারা আচার্য্যের কার্য্য করিবেন তাঁহাদেরও কৃপা হইতে স্ত্রীজাতি কি বঞ্চিত থাকিবে?

মহারাজ—না, বঞ্চিত থাকিবে কেন? যে ভাবে তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিলে কটাক্ষের কথা আসিবে না, তাঁহারা সেইভাবে অন্যান্যের সমক্ষে উপদেশ পাইবেন।

"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥" (বায়ুপুরাণ)

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

আচার্য্যের কার্য্য করিতে হইবে বলিয়া অবাধ সংমিশ্রণ করিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগৎ-কল্যাণের নিমিত্ত বলিয়াছেন,—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥
আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥"

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় ৮।২৪-২৫)

যাহা বিষভক্ষণ অপেক্ষা অকল্যাণকর, সেস্থানে সাধকের পক্ষে কত সাবধানে থাকা উচিত তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। আচার্য্যগণের আচরণ না থাকিলে সাধকের আর বাঁচিবার অবকাশ থাকে না। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে গুরুনামধারী আচার্য্যব্রুবগণ "গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর" ইত্যাদি কত কি বলিয়া নিজেরা ভগবানের আসন পরিগ্রহ করতঃ স্ব-স্ব ভোগোপকরণ-জ্ঞানে শিষ্য, শিষ্যা ও তাহাদের বৈভব-সমূহকে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছে; ইহা সাধুর বেষে আবৃত রাবণের সীতাহরণ কার্য্যের ন্যায় জগজ্জঞ্জাল ছাড়া আর কিছুই নয়। মহাপুরুষগণ যে স্ত্রীজাতি হইতে দূরে থাকেন তাহার দ্বারা জগতের অকল্যাণ হয় না, কল্যাণই হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতি যদি ভোগপর চিন্তা হইতে নিজেকে তফাতে রাখিয়া গুরু-পদাশ্রয়ে তৎকৃপা-লাভে উন্মুখী হন, তাহা হইলে শক্তি-সমন্বিত মহাপুরুষের কৃপাশক্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন না, ইহা অবিসংবাদিত সত্য।

[নটবরের মাতা এই কথা শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।]

নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, নারীজাতির পক্ষে নানা বাধা থাকিলেও এবং তাঁহাদের জীবন ভোগপ্রবণ হইলেও চিত্তের কোমলতা-হেতু তাঁহারা ভগবদ্ভজনে আকৃষ্ট হইলে অনায়াসে ঈশ্বরপাদপদ্ম লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। বহু নারী ভক্ত জগতে আসিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের গুরুস্থানীয়া। তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিলে নারীজীবন গড়িয়া তুলিতে পারিবেন। মা যখন নারী ভক্তের কথা শুনিতে চাহিয়াছেন তখন অন্য কাহারও কথা না বলিয়া আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর চরিত্র সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া আত্মশোধন করিব।

সদানন্দ—বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর চরিত্র আমার শুনিবার বাসনা হইতেছিল। আপনার শ্রীমুখে শ্রবণ করিলে পরম অনুগৃহীত হইব।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী

মহারাজ—আমরা শাস্ত্রে গার্গী, মৈত্রেয়ী, শবরী, মীরা প্রভৃতি বহু বিদূষী মহিলা চরিত্রে তাঁহাদের বিরাগের কথা শুনিতে পাই। কিন্তু তাহা বহু দিনের কথা এবং তাঁহারা ছিলেন সাধিকা। পূর্ণবস্তু শ্রীগৌরসুন্দর যাঁহার নিত্য সম্পৎ সেই লক্ষ্মীস্বরূপিণী গৌরশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পক্ষে কঠোর বৈরাগ্য আচরণের কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কিন্তু তথাপি তিনি ঔদার্য্যলীলাময়-বিগ্রহের আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ লীলার পরে কেবল লোক শিক্ষার জন্য তীব্র বৈরাগ্য সহযোগে ভজন করিয়াছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী পতিপরায়ণতার মূর্ত্ত্য আদর্শ। একান্তভাবে হরিসেবাদ্বারা পতিসেবাই তাঁহার জীবনের ধ্যান, জ্ঞান ছিল। গৃহস্থাশ্রমের আদর্শ জগৎকে জানাইবার জন্য ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর কিছুকাল শ্রীধাম মায়াপুরে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত অবস্থান করিয়া কীর্ত্তনানন্দে জগজ্জীবকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই কীর্ত্তন-বন্যায় নিন্দুক, পাষণ্ডী, যবনও তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়া সুখে সন্তরণ করিয়াছেন। যাঁহারা একদিন জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর উচ্চ অভিমানের মত্ততায় তীব্র মোহান্ধ হইয়া

সর্ব্বজীবের আরাধ্য ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন শ্রীগৌরসুন্দরকে সামান্য নরবুদ্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহারাও অবশেষে তাঁহার অসমোর্দ্ধত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। বিধর্ম্মী পরাক্রমশালী রাজা হুসেন সাহ বলিয়াছিলেন,—

"বিনা দানে এত লোক যাঁর পাছে ধায়।
সেই ত' গোসাঞা, ইহা জানিহ নিশ্চয়॥"

তাঁহার ভগবত্তাকে প্রচার করিতে হয় নাই। তাঁহার ঐশ্বরিক-শক্তিই তাঁহাকে প্রকাশ করিয়াছিল। যে সকল অতিশয় দুর্ভাগা তাঁহার তত্ত্ব অবগত না হইয়া তাঁহাকে প্রাকৃত-নরজ্ঞানে তাঁহার চরণে অপরাধ করিতেছিল তাহাদিগকে সেই অপরাধ হইতে মুক্ত করিবার জন্য এবং ত্যাগিকুলের আদর্শ প্রচারকল্পে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা। তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের পরে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কঠোর বৈরাগ্যের সহিত সাধন করিয়াছিলেন। নদীয়ার নিমাই চাঁচর চিকুর অন্তর্হিত করিয়া গৈরিক-বস্ত্রে ভূষিত হইয়া 'হা কৃষ্ণ', 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া পথে পথে আর্ত্তনাদ করিয়া বেড়াইবেন, কে জানিয়াছিল? জগতের ভাগ্যে প্রেম-প্রবাহের সেই শুভদিন আসিয়াছিল। প্রেমের পূর্ণিমা-চাঁদ গৌরহরি জগতের কলিতমঃ-বিনাশের জন্য তাঁহার প্রভাকে পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া যতিধর্ম্মের মধ্যে সমগ্র জগৎকে আহ্বানপূর্ব্বক উপনিষদের "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত" মন্ত্রে জাগরিত করিয়াছিলেন।

"জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে॥

ভজিব বলিয়া এসে সংসার-ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে॥
তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু বল কে আছে তোমার॥
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'।
হরিনাম-মহামন্ত্র লও তুমি মাগি'॥
ভকতিবিনোদ প্রভু-চরণে পড়িয়া।
হরিনাম মহামন্ত্র লইল মাগিয়া॥"

সেই ডাকের তালে তালে বিপ্রলম্ভ-প্রেমের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগৌর-সুন্দর জগতের চিন্তা হইতে জীবকে উদ্ধারকল্পে মহাভাবে বিভোর হইয়া যখন জগন্নাথের দিকে যাইতেছিলেন তখন তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া গৌরপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তীব্র যাতনায় জর্জ্জরিত হইলেও পতির বিরহ তাঁহার জীবনকে জগতের কল্যাণের নিমিত্ত আদর্শময় করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি সর্ব্বহারা হইয়াও পতির অবদানের সহায়কসূত্রে জগৎকে প্রেম-শিক্ষা-প্রদানের জন্য সর্ব্বতোভাবে নিজেকে প্রস্তুত করিলেন।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, পতির অভাবজনিত ক্লেশে ব্যথিতা হইয়া পত্নী সমস্ত আভরণ ও বেশভূষা খুলিয়া ফেলে; শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও সেইপ্রকার আজ সন্ন্যাসবেষে ভূষিত শ্রীগৌরসুন্দরের মর্য্যাদা জগৎকে প্রদর্শনের জন্য তাঁহার আদর্শের অনুসরণে বেশভূষা পরিত্যাগ করিলেন। বৈরাগ্যের বেষে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত শ্রীনামকীর্ত্তনে আত্মোৎসর্গ করিলেন।

তিনি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতেন। সংখ্যা-স্বরূপে একটী করিয়া তণ্ডুল রাখিয়া দিয়া দিবাবসানে সেই তণ্ডুলসমূহ রন্ধনপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরকে নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদদ্বারা জীবন-ধারণ করিতেন।

"প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিল নেত্রেতে।
কদাচিৎ নিদ্রা হৈলে শয়ন ভূমিতে॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীর প্রায় শরীর ক্ষীণ॥
হরিনাম-সঙ্খ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুকে অর্পয়॥
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয়ে ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন॥

—ভক্তিরত্নাকর, চতুর্থ-তরঙ্গ।

প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা কেবল আমাদের ভোগোন্মত্ততাকে দূর করিয়া নামোন্মত্ততার আদর্শ দেখাইবার জন্য। তাঁহার আদর্শ নারী-জীবনের পক্ষে অতি শিক্ষণীয় বিষয়।

সদানন্দ—আমি শুনিয়াছি, স্ত্রীলোকেরা বৈরাগ্যের বেশ লইতে পারেন না। কিন্তু আপনি বলিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বৈরাগ্যের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ—বৈরাগ্যের বেশ বলিতে আমি বিলাসহীন বেশভূষাকে লক্ষ্য করিয়াছি। তাই বলিয়া তিনি শাঁখা-সিন্দুর

পরিত্যাগ করিয়া গৈরিক বসন পরিধান করেন নাই। শাস্ত্রেও ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তিনি কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগ-ত্যাগের আদর্শের মূর্ত্তিমদ্-বিগ্রহ ছিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর উক্তি,—

"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সেই ত' আমার প্রাণ রে॥"

সম্ভোগময়-লীলা-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের হ্লাদিনী শক্তি বৃষভানু-নন্দিনীর বিপ্রলম্ভ-প্রেমের মূর্ত্ত্য-বিগ্রহ ঔদার্য্যলীলাময়-কৃষ্ণ শ্রীগৌরহরির ভূ-শক্তি প্রেমাশ্রুকলেবরা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আদর্শ অনুসরণ করিলে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি আমাদের আকর্ষণ আসিবে। তখন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত শ্রীকৃষ্ণ-নামে আকৃষ্ট হইয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারিব।

শ্রীগৌরহরির গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান-কালে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তদীয় আদর্শ-সহধর্ম্মিণী-রূপে গৃহের যাবতীয় কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন, শ্রীভগবানের বাৎসল্য-রসের সেবিকা শ্বশ্রূমাতার (শ্রীশচী দেবীর) পরম-যত্ন-সহকারে শুশ্রূষা এবং স্বামীর বিষ্ণুপূজার সামগ্রী সুবিন্যস্ত রাখিয়া শ্রীগৌরহরির প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছেন। তাঁহার সুস্নিগ্ধ ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। স্বামী সর্ব্বসাধারণের নিত্যকল্যাণ-বিধানার্থ সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে তিনি তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার কোনও প্রকার অপচেষ্টা করেন নাই, যদিও তিনি তখন মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে মহাপ্রভু শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-গৃহে আসিলে

শ্রীমায়াপুরের তথা সমগ্র নবদ্বীপের জনগণ দলে দলে তাঁহাকে দর্শন করিতে তথায় গিয়াছেন, শচীমাতাও গিয়াছেন। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যা'ন নাই। যাহাতে অপরে স্বামীর নিন্দা করিবে, এই প্রকারের কার্য্য কি তিনি করিতে পারেন? তিনি এক বস্ত্রে অবস্থান করিয়া গৃহের কার্য্য, বৃদ্ধা শুশ্রূমাতার সেবা, শ্রীগৌর-হরির মহিমা-কীর্ত্তন এবং তৎপ্রীত্যর্থে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি শ্রীগৌরহরির বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া তাঁহার পূজা করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ প্রত্যেক ভক্তিমতী মহিলার অবশ্যই অনুসরণীয়।

সংক্ষেপে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর চরিত্র মায়ের প্রশ্নানুসারে বলিলাম। জানি না তাঁহার উপকারে আসিবে কি না। আজ এইখানেই সমাপ্ত করি।

[সকলে সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজকে প্রণামপূর্ব্বক বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিশ্রামকালে সদানন্দ নটবরের মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাসীমা, কি প্রকার শুনিলেন?" নটবরের মাতা উত্তর করিলেন,—"বাবা স্ত্রীজাতির দুর্ভাগ্য কি প্রকার দেখ। তথাপি সাধু-গুরু-কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্পৎ। যাহা হউক, জীবনের অবশিষ্ট সময় যাহাতে নাম-কীর্ত্তনে কাটাইতে পারি, তজ্জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইবার পর সকলে নিদ্রাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।]

বিংশ-পরিচ্ছেদ

শ্রীসুদামা বিপ্র

[তৎপর দিবস প্রাতঃকালে সকলে নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যাদি সমাপনান্তে মহারাজের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।]

মহারাজ—কি রকম, আপনাদের কুশল ত? বাড়ী হইতে কোন খবরাদি আসিয়াছে কি? শ্রীধামে অনেক দিন কাটিয়া গেল।

নটবর—আপনার শ্রীমুখহইতে এতদিন যাবৎ উপদেশ শ্রবণ করিয়া পিপাসা ক্রমশঃ যেন বর্দ্ধিত হইতেছে। আপনাকে অধিক দিন আর বিরক্ত করিব না। তবে আমার ভক্তবর শ্রীসুদামার চরিত্র ও শিক্ষা শ্রবণের ইচ্ছা হইতেছে। কৃপা করিয়া সংক্ষেপে বর্ণন করিলে ধন্য হইব।

মহারাজ—অতি উত্তম ভক্তের চরিত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছ। সুদামা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবাহিত হইলেও তাঁহার সংসারাসক্তি ছিল না। যাহা অর্জ্জন করিতেন তাহার দ্বারাই কোন প্রকারে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। অর্থের স্বচ্ছলতা না থাকার জন্য ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী জীর্ণ ও মলিন বসন পরিধান করিয়া কাল কাটাইতেন। একদিন

সুদামা-পত্নী সংসারে অধিক অভাব-হেতু পতিসেবায় অসমর্থ হইয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—"আমি শুনিয়াছি তোমার নাকি একজন সখা আছেন, সে সখা সামান্যলোক নহেন, তিনি লক্ষ্মীপতি।

সুদামা উত্তর করিলেন,—"হাঁ হাঁ, আছে, সান্দীপনি মুনির আশ্রমে যখন পড়াশুনা করিতাম তখন কৃষ্ণের সহিত আমার বন্ধুতা হয়, তবে সে অনেক দিনের কথা। তিনি এখন কোথায় আছেন, তাহা বলিতে পারিতেছি না।"

সুদামাপত্নী বলিলেন,—"তিনি বর্ত্তমানে দ্বারকায় আছেন, আমি এই সংবাদ জানি। একবার তাঁহার নিকটে যাও না কেন?"

সুদামা উত্তর করিলেন,—"কি জন্য যাইব বলিতে পার? এতদিন ত' তুমি তাঁহার নিকটে যাইতে বল নাই, আজ কেন এত পীড়াপীড়ি করিতেছ?"

সুদামার পত্নী বলিলেন,—"আমরা দরিদ্র, আর তিনি লক্ষ্মী-পতি এবং পরম কৃপালু; তাহার উপর আবার তিনি তোমার সখা। তুমি গিয়া কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি যাহা প্রদান করিবেন তাহাতে আমাদের দারিদ্র্য-দুঃখ অবশ্যই দূরীভূত হইবে। আমি প্রাণ ভরিয়া তোমার সেবা করিয়া ধন্যা হইতে পারিব।"

সুদামা বলিলেন,—"তুমি যাহা বলিলে কথাটা বড় ভাল। কিন্তু তিনি দ্বারকাপতি, মহৈশ্বর্য্যশালী; আমি দীন, কাঙ্গাল ব্রাহ্মণ। আমার প্রার্থনা কি তাঁহার পাদপদ্মে পৌঁছাইবে?"

সুদামার পত্নী বলিলেন,—"দেখ, তোমার সখা ত' আমাদের মত মানুষ নহেন, তিনি অন্তর্য্যামী। তাই সকলের অন্তরের কথা জানিতে পারেন। আমি শাস্ত্রে ও সাধুদের মুখে শুনিয়াছি, ভগবান্ এত দয়ালু যে তাঁহাকে স্মরণমাত্রেই নিজ পাদপদ্ম দান করিয়া থাকেন। কামনা লইয়া তাঁহার নিকট গেলেও তিনি সে কামনা পূরণ করেন; ইহা আর বিশেষ করিয়া কি বলিব? বিশেষতঃ তুমি তাঁহার সখা। সামান্য অর্থপ্রাপ্তির আশায় তাঁহার নিকটে গমন করিলে আশা করি তোমার প্রার্থনা হইতে তিনি বঞ্চিত করিবেন না।"

পত্নী এই প্রকার বার বার প্রার্থনা জানাইলে ভগবদ্দর্শন লাভ হইবে চিন্তা করিয়া সুদামা দ্বারকা যাওয়াই স্থির করিলেন, এবং স্ত্রীকে বলিলেন—"বহুদিন পরে সখার নিকটে যাইতেছি, শূন্য হস্তে কি করিয়া যাইব? কিছু উপায়ন সংগ্রহ করিয়া দাও।" তখন তাঁহার স্ত্রী পাড়ায় গিয়া তণ্ডুলের মত কিছু চিপিটক ভিক্ষা করিয়া জীর্ণ বস্ত্রে বাঁধিয়া সখাকে উপহার দেওয়ার জন্য স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। সুদামা তখন 'কিরূপে কৃষ্ণ-দর্শন পাইব' ইহাই চিন্তা করিতে করিতে বহু ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন।

নটবর—ইহার মধ্যে আমার একটু জিজ্ঞাসা আছে। ভক্তগণ কামনাকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন কেন? কামনা যদি না থাকিবে তবে সেবা হইবে কি প্রকারে? এই সুদামার

যেমন বাস্তবিকই অভাব। এই অভাব নিবারণের জন্য যদি তাঁহার কামনা হয় তবে সেটা কি অন্যায় ?

মহারাজ—না, অন্যায় হইবে কেন ? তবে ভক্তগণ ভগবান্ ও ভক্তের সেবা ব্যতীত আর কোন কামনাই করেন না। সেবা করিতে গিয়া সুখ-দুঃখ যাহাই আসুক না কেন, তাহাকে হাসিমুখে বরণ করিয়া থাকেন।

নটবর—অনেকেই ত' কামনার দ্বারা ঈশ্বর আরাধনা করেন।

মহারাজ—সে পৃথক্ কথা। ঈশ্বরারাধনা চারি প্রকারের—ভয়, আশা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও রাগ।

নটবর—ঐ চারিটী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বুঝাইয়া বলুন।

মহারাজ—মৃত্যুভয়, আশা—ধনপ্রাপ্তির আশা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি—সূর্য্য, বাতাস, জল ইত্যাদি দেখিয়া ইহাদের স্রষ্টা ঈশ্বর আছেন এই ধারণায় যে আরাধনা, তাহাই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি। রাগ—কোন বিচার-বুদ্ধিকে অপেক্ষা না করিয়া বস্তুর প্রতি স্বভাবসিদ্ধ আকর্ষণই রাগ। একটী গোলাপ ফুল দেখিবামাত্র যে চিত্তের তাহার প্রতি স্বাভাবিকী অনুরক্তি, তাহাই রাগের উদাহরণ। ইহাকে আরও পরিষ্কার করিবার জন্য বলিতেছি,—

"যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বৎ মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥"

গীতাতে (৭।১৬) ঈশ্বরারাধনা সম্বন্ধে যে চারি প্রকার বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহা তোমার সুবিধার জন্য বলিতেছি।

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥"

বিস্তৃত করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে উত্তর দিলাম।

নটবর—বেশ, তারপর কি হইল ?

মহারাজ—সুদামা বিপ্র এইরূপ কোনও আকাঙ্ক্ষা না করিয়া দ্বারকায় কৃষ্ণমহিষীপ্রধানা রুক্মিণী দেবীর গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তথায় দূর হইতে তাঁহাকে অবলোকন করতঃ কৃষ্ণ সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সখাকে আলিঙ্গন করিলেন ও আপন শয্যায় উপবেশন করাইয়া স্বয়ং পদ ধৌত করিয়া সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন।

নটবর—স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তের পদধৌত করিলেন! আবার সেই পদধৌত জল মস্তকে ধারণ করিলেন!!

মহারাজ—জগতে ভক্তমহিমাস্থাপনকল্পে তাঁহার এই আচরণ।

"ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ॥"

ভক্তপদধৌত জলের মহিমা নিম্নের শাস্ত্রোক্ত বাক্যে জানা যায়—

"ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ, এই তিন সাধনের ফল॥"

নটবর—বুঝলাম, তারপর শ্রীকৃষ্ণ কি করিলেন ?

মহারাজ—কেবল তাঁহার পদধৌতই করিলেন না, পরন্তু পূজা ও আরতি করিলেন। ভগবানের এই লীলা দর্শন করিয়া স্বয়ং রুক্মিণী দেবী চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। পুরবাসিগণ স্বয়ং কৃষ্ণের এইরূপ আচরণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত-হইলেন এবং সুদামার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন,—"দেখুন, এই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ এমন সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন যাহার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণ আলিঙ্গনাদির দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছেন।" তিনি সুদামার হস্ত ধারণপূর্ব্বক গুরুকুলে বাসকালীন ঘটনাবলী আলোচনা করিতে লাগিলেন। প্রথমে কৃষ্ণ বলিলেন,—"সখে! মনে হইতেছে, তুমি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেও কামহতচিত্ত নও। তোমার মনে আছে কি, গুরুপত্নীর আদেশক্রমে আমরা উভয়ে একদিন কাষ্ঠ-সংগ্রহের জন্য বনে গমন করিয়া প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির দ্বারা আক্রান্ত হই এবং সেই অবস্থায় রাত্রি-যাপন করি, গুরুদেব প্রাতঃকালে আমাদের সন্ধানে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং আমাদের ক্লেশ-দর্শনে অতীব ব্যথিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন,—"এই সর্ব্বার্থসাধনপর শরীর গুরুসেবার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ-ভাবে অর্পণ করিলে গুরুকৃপা লাভ হইয়া থাকে। সংসারে পিতা প্রথম গুরু, উপনয়ন-প্রদাতা দ্বিতীয় গুরু, এবং যিনি জ্ঞানদান করেন তিনি তৃতীয় গুরু। অতএব

পরম-জ্ঞানার্থ অর্থাৎ ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান-লাভের নিমিত্ত গুরুপদাশ্রয় সৎশিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। তাঁহার কৃপা হইলে অলভ্য আর কিছুই থাকে না।" শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই সব প্রাচীন কাহিনী শ্রবণ করিয়া সুদামা বলিতে লাগিলেন,—"আমার ভাগ্যের কথা আর কি বলিব? আমি স্বয়ং ভগবানের সহিত গুরুকুলে বাসের সুযোগ পাইয়াছিলাম। সমস্ত বেদ যাহা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে সেই বেদ-স্বরূপ আপনার গুরু-কুলে বাস ও অধ্যয়ন-লীলা লোকশিক্ষামাত্র।" এইরূপে উভয়ে প্রেমালাপ করিতে করিতে কৃষ্ণ সখাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বহু দিন পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমার জন্য কিছু উপায়ন আনিয়াছ কি?" এই কথা শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণ লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। কারণ সখার প্রবল ঐশ্বর্য্যের নিকট তাঁহার চিপিটক অতি নগণ্য। তাই তিনি চিপিটককে বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

(গীতা ৯।২৬)

"ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি' কাড়ি' খায়।
অভক্তের দ্রব্য প্রভু উলটি' না চায়॥"

অন্তর্য্যামী ভগবান্ সুদামার অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বলপূর্ব্বক বস্ত্রাবৃত চিপিটক গ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয় মুষ্টি গ্রহণের পর তৃতীয় মুষ্টি গ্রহণে উদ্যত হইলে রুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিয়া ভক্ষণে নিষেধ করিলেন; কারণ ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ দুই

মুষ্টিতেই ভক্তকে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছেন। দ্বিজবর কৃষ্ণালিঙ্গনে কৃতার্থ হইয়া সানন্দে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিজপত্নী যে অর্থ প্রার্থনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥"

(শ্রীভাগবত ১০।৮১।১৬)

সুদামা ভাবিতে লাগিলেন—"আমি দীন, দরিদ্র, কাঙ্গাল, অধম ব্রাহ্মণ, আর কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যপতি। তিনি আমাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়াছেন। ইহাতেই আমি ধন্যাতিধন্য হইয়াছি। যদিও ধনের প্রার্থনা লইয়া তাঁহার নিকটে গিয়াছিলাম কিন্তু ধনপ্রাপ্তিতে তাঁহার পাদপদ্ম বিস্মৃত হইতাম। তজ্জন্যই তাঁহার কৃপায় ঐ প্রার্থনা জানাইবার স্পৃহা হৃদয়ে জাগরিত হয় নাই।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিজ কুটীরের সম্মুখে গিয়া দেখিলেন—বিরাট্ এক অট্টালিকা; বহু সম্পৎ ও গীতবাদ্য-সহযোগে বহু নরনারী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। মহামূল্য ভূষণে ভূষিতা ব্রাহ্মণপত্নী স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ নিজ পত্নীকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। পত্নীসহ নিজগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক ভগবদ্দর্শন ও ভগবান্‌কর্ত্তৃক চিপিটক-গ্রহণই যে ঐশ্বর্য্যের কারণ, তাহা বুঝিতে পারিলেন। ভগবান্ ভক্তবৎসল, ইহা অনুভব করতঃ সুদামা অনাসক্তভাবে বিষয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং অল্পকালের মধ্যে সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠধাম

প্রাপ্ত হইলেন। সুদামার চরিত্র ও আদর্শ অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই—অতিশয় দারিদ্র্যেও তিনি ভগবান্‌কে ভুলিয়া যান নাই, আবার প্রবল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও ভগবান্‌কে বিস্মৃত হ'ন নাই। অতএব আমাদের কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, ঈশ্বরারাধনাই যদি আমাদের কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে সমস্ত চাহিদা প্রশমিত করিয়া ভগবৎ-পাদপদ্মে ঐকান্তিক দাস্যই জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে।

"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
পণ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান॥"

অধিক আর কি বলিব। আজ এইখানেই শেষ করি।

[সকলেই মহারাজকে প্রণাম করিয়া সানন্দ-চিত্তে সুদামার চরিত্র-গুণগান করিতে করিতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহারাজের মুখে যে সমস্ত হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন রাত্রিতে সেই সমস্ত আলোচনার পর সকলেই নিদ্রা গেলেন।]

একবিংশ-পরিচ্ছেদ

ভক্তি

পরদিন প্রাতঃকালে সকলে মহারাজের শ্রীচরণতলে প্রণাম করিয়া বসিলেন, সদানন্দ বলিল—"আমি আজ আপনার নিকট কয়েকটী বিষয় জানিয়া লইব।"

মহারাজ—বল, আর কি জানিবার বাসনা আছে।

সদানন্দ—ভক্তি কাহাকে বলে ?

মহারাজ—ভক্তির সংজ্ঞায় শাণ্ডিল্য বলেন,—"সা পরানুরক্তি-রীশ্বরে।" (ভক্তিসূত্র ১।২) অর্থাৎ ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভক্তি।

নারদপঞ্চরাত্র বলেন,—

"সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা প্রীতি-সহযোগে সর্ব্বেন্দ্রিয়-নিয়ামক শ্রীকৃষ্ণের অন্যাভিলাষ-বর্জ্জিত নির্ম্মল সেবাই ভক্তি।

আমাদের প্রাণেশ্বর শ্রীগৌরহরির মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীল রূপ গোস্বামী উক্ত সংজ্ঞাকে আরও পরিস্ফুত করিয়া শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

শ্লোকার্থ। কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধি বস্তু ও ব্যক্তির অনুকূল ভাবের সহিত অনুশীলন যদি নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানাসক্তি,

সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মাসক্তি, বর্ণাশ্রমাচার ও যোগাসক্তি-বর্জ্জিত এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য কামনাশূন্য হয়, তবে সেই অনুশীলনকে উত্তমা ভক্তি বলে। 'অনুশীলন'-অর্থে কায়মনো-বাক্যে অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা যথাক্রমে মুহুর্মুহু অনুষ্ঠান, অনুধ্যান ও আলোচনা। শ্রবণাদি নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠানই উত্তম অনুশীলন। শ্লোকের 'আনুকূল্যেন' পদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তি বুঝিতে হইবে। অন্যাভিলাষ বলিতে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তির অভিলাষ ব্যতীত অন্য বস্তু বা ব্যক্তির অভিলাষ। 'জ্ঞান'-শব্দে নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞানে ঈশ্বর ও জীবে নিত্য সেব্য-সেবক-ভাবের পরিবর্ত্তে সাযুজ্য অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়াকে উদ্দেশ করে। 'কর্ম্ম'-শব্দে কৃষ্ণ-সেবা ও কৃষ্ণভক্ত-সেবা ব্যতীত অন্য কর্ম্ম বুঝিতে হইবে। 'আদি'-শব্দদ্বারা আদরের শৈথিল্য এবং ফল্গুবৈরাগ্য, অষ্টাঙ্গ-যোগ, সাংখ্য-যোগ এবং ভক্তীতর অন্যান্য যোগকে বুঝিতে হইবে।

সদানন্দ—ভক্তির ফল কি ?

মহারাজ—ভক্তির ফল,—

"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা ॥"

—ভক্তি (১) ক্লেশঘ্নী অর্থাৎ সর্ব্ব-প্রকার-ক্লেশনাশিনী, (২) শুভদা অর্থাৎ নিত্যকল্যাণপ্রদা, (৩) মোক্ষলঘুতাকৃৎ অর্থাৎ মোক্ষকেও তুচ্ছবুদ্ধিকারিণী, (৪) সুদুর্ল্লভা অর্থাৎ প্রায় অলভ্যা

(কোটীমুক্তমধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণ-ভক্ত—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত), (৫) সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা অর্থাৎ গাঢ় বিমলানন্দস্বরূপা এবং (৬) শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী অর্থাৎ মুনিঋষিগণ বহু বৎসর তপস্যা করিয়াও যাঁহাকে পান না, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ-কারিণী অর্থাৎ বশীকারিণী।

সদানন্দ—সাধন-ভক্তি কাহাকে বলে ?

মহারাজ—শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে লিখিয়াছেন,—

"কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥"

এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"সাধ্য ভাবভক্তি যখন কৃতি (ইন্দ্রিয়) সাধ্য হয়, তখন তাহাকে 'সাধন-ভক্তি' বলে। ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধ ভাব, তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই 'সাধ্যতা'। তাৎপর্য্য এই যে, চিৎকণ-জীবে স্বভাবতঃ চিৎ-সূর্য্য কৃষ্ণের যে আনন্দকণ আছে, মায়া-বদ্ধ হইয়া তাহা ইহকালে লুপ্তপ্রায়। সেই নিত্য-সিদ্ধ ভাবই হৃদয়ে প্রকটন-যোগ্য। এই অবস্থাতেই নিত্যসিদ্ধ-বস্তুর সাধ্য অবস্থা হইল। সেই সাধ্যভাবরূপা ভক্তি যখন বদ্ধ-জীবের ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধিত হইতে থাকে, তখন তাহারই নাম সাধনভক্তি।"

সদানন্দ—সাধন-ভক্তি কয় প্রকার ?

মহারাজ—বৈধী ও রাগানুগা-ভেদে সাধন-ভক্তি দুইপ্রকার।

১। পঞ্চরাত্রে বৈধী ভক্তির সংজ্ঞা,—

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥"

—হে দেবর্ষে! হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, সাধুগণ তাহাকেই বৈধী ভক্তি বলেন। এই বৈধী ভক্তি যাজন করিতে করিতে পরা অর্থাৎ ভাব ও প্রেমভক্তি লাভ হয়।

২। রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগা ভক্তির নাম রাগানুগা ভক্তি। রাগাত্মিকা ভক্তির সংজ্ঞা,—

"ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥"

—ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার নাম রাগ। কৃষ্ণ-ভক্তি তন্ময়ী হইলে রাগাত্মিকা-নামে উক্ত হয়।

সদানন্দ—এখন ভাব-ভক্তির সংজ্ঞা জানিতে প্রার্থনা করি।

মহারাজ—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (পূ ৩।১) বলিতেছেন,—

"শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥"

বিশুদ্ধসত্ত্বময় প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণসদৃশ এবং ভগবৎ-প্রাপ্ত্যভিলাষদ্বারা চিত্তদ্রবকারিণী যে ভক্তি, তাহার নাম 'ভাব'।

সদানন্দ—বিভিন্ন স্থানে কীর্ত্তনে অনেকের 'ভাব' হয়। সত্য সত্যই ভাব হইয়াছে কি না, কি ভাবে বুঝা যাইবে?

মহারাজ—তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—'কোটীমুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক 'কৃষ্ণভক্ত'। ভাবভক্তির উদয় ব্যতীত, 'ভাব' অর্থাৎ প্রকৃত সাত্ত্বিক বিকার কখনও সম্ভব নহে। ভাবের গাঢ় অবস্থায় প্রেম হয়। তাহাতেই সাত্ত্বিক-বিকারসমূহের প্রকাশ পাইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে প্রতিষ্ঠার লোভে কপটতাক্রমে অনেকে কৃত্রিম 'ভাব' দেখায়। উহাতে পরমার্থের পথ রুদ্ধ হয় মাত্র। প্রেমের প্রাক্ অবস্থা ভাবের অঙ্কুর উদিত হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইবে।

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্‌বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতে ভাবাঙ্কুরে জনে॥"

—যে-সকল ব্যক্তির চিত্তে ভাবের অঙ্কুর মাত্র জন্মিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তিতে এই অনুভাবগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে। যথা—ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তাহাতে চিত্তের ক্ষোভ না হওয়া), অব্যর্থকালত্ব (হরিসেবা-ব্যতীত ক্ষণকালও অন্য কার্য্যে ক্ষেপণ না করা), বিরক্তি (কৃষ্ণেতর-বিষয়ে অনাসক্তি), মানশূন্যতা (আপনার উৎকর্ষ সত্ত্বেও অমানিত্ব), আশাবন্ধ (ভগবৎ-প্রাপ্তিবিষয়ে দৃঢ়-আশাযুক্ত, সমুৎকণ্ঠা (অভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত গুরুতর লোভ), নামগানে সদা রুচি, ভগবদ্‌গুণ-বর্ণনে আসক্তি ও ভগবদ্বসতিস্থলে প্রীতি।

সদানন্দ—প্রেম কাহাকে বলে ?

মহারাজ—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রদত্ত সংজ্ঞা,—

সম্যক্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥"

পূর্ব্বোক্ত ভাবভক্তি চিত্তকে সম্যক্ মসৃণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত মমতাদ্বারা পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ়স্বরূপ হয় ; ভাবের এই গাঢ় অবস্থাকে পণ্ডিতসকল 'প্রেম' বলেন।

সদানন্দ—প্রেমভক্তি লাভের ক্রম কি ?

মহারাজ—প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, অতঃপর ভজনক্রিয়া, তৎপরে অনর্থনিবৃত্তি, অতঃপর নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি ; এই পর্য্যন্ত সাধন-ভক্তি ; তৎপরে ভাব ও সর্ব্বশেষে প্রেম। ইহাই প্রেমভক্তির ক্রম।

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥"

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

সদানন্দ—প্রহ্লাদ-উপাখ্যানে যে নবধা ভক্তির কথা শুনিয়াছিলাম তাহা কি ?

মহারাজ—নবধা ভক্তি—ভক্তির নয়টী অঙ্গ। তন্মধ্যে—

"এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥"

সদানন্দ—এক-অঙ্গ-সাধনে কেহ ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছেন, এই প্রকার উদাহরণ আছে কি ?

মহারাজ—হাঁ আছে, যথা শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে—শুকদেব, স্মরণে—প্রহ্লাদ, পাদসেবনে—লক্ষ্মী, পূজনে—পৃথু, বন্দনে—অক্রূর, দাস্যে—হনুমান্, সখ্যে—অর্জ্জুন, আত্মনিবেদনে—বলি শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়াছেন।

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥"

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

সদানন্দ—বা, চমৎকার। শুনিতে এত আনন্দ হইতেছে যে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আচ্ছা, এই নবধা ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টী?

মহারাজ—শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের মধ্যে শ্রবণ প্রথমেই কর্ত্তব্য। কিন্তু এই শ্রবণও আত্মনিবেদন ভিন্ন হয় না। এইজন্য "আদৌ সমর্পিতাত্মা", সমর্পিতাত্ম হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে হরিকথা-শ্রবণের ফলে কীর্ত্তনের অধিকার হয়। কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ। কারণ তাহাতে কীর্ত্তন-কারীর শ্রবণ এবং স্মরণও সঙ্গে সঙ্গে হইয়া থাকে।

দ্বাবিংশ-পরিচ্ছেদ

বৈরাগ্য, দয়া প্রভৃতি কয়েকটী প্রসঙ্গ

সদানন্দ—বৈরাগ্য কয় প্রকার ?

মহারাজ—বৈরাগ্য দুই প্রকার,—যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য।

যুক্তবৈরাগ্য যথা,—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১২৫)

কৃষ্ণেতর-বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া এবং কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া তদীয়-সেবানুকূল বিষয়মাত্র গ্রহণকে 'যুক্ত-বৈরাগ্য' বলে।

আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

ফল্গুবৈরাগ্য যথা,—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১২৬)

মুমুক্ষুগণ সাত্বত-শাস্ত্র, বৈষ্ণব-গুরু, শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা, মহাপ্রসাদ প্রভৃতি হরিসম্বন্ধি বস্তুসমূহকে প্রাকৃত-জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। ইহা 'ফল্গু-বৈরাগ্য'-নামে অভিহিত।

"শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

সদানন্দ—দয়া ও সেবাতে পার্থক্য কি ?

মহারাজ—দয়া কনিষ্ঠের প্রতি, সেবা শ্রেষ্ঠের প্রতি হইয়া থাকে।

সদানন্দ—প্রকৃত দয়া ও প্রকৃত সেবা কি ?

মহারাজ—ভগবদ্বিমুখ জীবকে ভগবানের দিকে উন্মুখ করাই প্রকৃত দয়া।

"ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

পর উপকার বলিতে শ্রেষ্ঠ উপকারকে বুঝাইতেছে। শ্রেষ্ঠ উপকারই শ্রীহরির ভজনে জীবকে নিযুক্ত করা। ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তের সেবাই মনুষ্যজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। জাগতিক বিচারে যাহা দয়া ও সেবার খিচুড়ি, তাহা প্রকৃত দয়া ও সেবা নহে।

সদানন্দ—জীব ও ভগবানে পার্থক্য কি ?

মহারাজ—জীব মায়াবশ-যোগ্য ও ভগবান্ সর্ব্বদাই মায়াধীশ।

সদানন্দ—মুক্তি কাহাকে বলে ?

মহারাজ—অনেকের মতে দুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি। কিন্তু বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতে বিষ্ণুপাদপদ্মলাভই মুক্তি।

সদানন্দ—বিদ্যা কাহাকে বলে ?

মহারাজ—"সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া"—যে বিদ্যার সাহায্যে ভগবানে মতি হয় সেই বিদ্যাই বিদ্যা।

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চ অপরা চেতি।"

বিদ্যা পরা ও অপরা-ভেদে দুই প্রকার। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"জড় বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা॥"

সদানন্দ—শক্তি ও শক্তিমান্-সম্বন্ধে কিছু জানিতে প্রার্থনা করিতেছি।

মহারাজ—শাস্ত্র বলেন—"শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ"; শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই। কিন্তু শক্তিমানেরই শক্তি। ভগবান্ শক্তিমান্ এবং শক্তি তাঁহার কার্য্য। অতএব শক্তি শক্তিমানের নিত্য আশ্রিতা। শক্তিমান্‌কে বাদ দিয়া শক্তি-সত্তার পরিচয় থাকে না। যেমন অগ্নি ও অগ্নিজ্বালা। কেহ কেহ বলিবেন, জ্বালাকে বাদ দিলে অগ্নির অস্তিত্ব থাকে না। তদুত্তরে বলা যায়, অগ্নি-সত্তাই ত' জ্বালাকে আশ্রয় দিয়াছে। বস্তু ও বস্তুশক্তির সম্পর্ক লক্ষিতব্য। শক্তি বস্তুর আশ্রিতা। এই বিষয়ে অনেক বিচার আছে; সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলিলাম।

সদানন্দ—মহাপ্রসাদের তত্ত্ব সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা হয়।

মহারাজ—"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নাম-ব্রহ্ম ও বৈষ্ণবে স্বল্পপুণ্যবানের বিশ্বাস হয় না, মহাপ্রসাদ—ভগবানের নৈবেদ্য ব্রহ্মবৎ নির্ব্বিকার; ইহা বিষ্ণুতুল্য পূজ্য। স্পর্শদোষে এমন কি কুকুরের মুখ হইতে পতিত হইলেও ইহা নষ্ট হয় না, দূরদেশে নীত হইলেও ইহার পাবনত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।

"নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥
ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ॥
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ)

"শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কাল-বিচারণা॥"

(পদ্মপুরাণ)

"কুক্কুরস্য মুখাদ্ ভ্রষ্টং মমান্নং যদি জায়তে।
ব্রহ্মাদ্যৈরপি তদ্ভক্ষ্যং ভাগ্যতো যদি লভ্যতে॥"

(বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ)

"বিষ্ণোর্নিবেদিতং পুষ্পং নৈবেদ্যং বা ফলং জলম্।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং ত্যাগেন ব্রহ্মহা জনঃ॥

ভ্রষ্টশ্রীর্ভ্রষ্টবুদ্ধিশ্চ ভ্রষ্টজ্ঞানো ভবেন্নরঃ।
য স্ত্যজেদ্ বিষ্ণু-নৈবেদ্যং ভাগ্যেনোপস্থিতং শুভম্ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

প্রসাদ অর্থে কৃপা। ভগবানে অর্পিত বস্তু গ্রহণ করিলে চিত্ত সংশোধিত হয় ও ভগবানের আকর্ষণ হয়। গীতাতে (৩।১৩) ভগবান্‌কে অর্পণ করিয়া বস্তু-গ্রহণের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

"যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥"

—যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উদ্যম-জন্য অপরিহার্য্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। যাহারা কেবল স্বার্থপর হইয়া অন্নাদি ভোগ করে, তাহারা পাপাচরণপূর্ব্বক সমস্ত পাপ ভোগ করে।

সদানন্দ—ছয় বেগ কি কি ?

মহারাজ—**"বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং**
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥"
(উপদেশামৃত ১ম শ্লোক)

বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর ও উপস্থের বেগকে ছয় বেগ বলে।

সদানন্দ—ছয় দোষ কি কি ?

মহারাজ—"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভি-র্ভক্তির্বিনশ্যতি॥"
(উপদেশামৃত ২য় শ্লোক)

ছয় দোষ—অত্যাহার (অধিক সঞ্চয়), প্রয়াস (কৃষ্ণেতর বিষয়ে চেষ্টা), প্রজল্প (কৃষ্ণেতর বিষয়ে আলাপ), নিয়মাগ্রহ (স্বীয় অধিকার-গত নিয়মে অগ্রহ এবং অধিকার বহির্ভূত নিয়মে আগ্রহ), জনসঙ্গ (কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-জন-সঙ্গ), লৌল্য (লোভ, মায়িক-চাঞ্চল্য, অস্থির-চিত্ততা)।

সদানন্দ—ছয় গুণ কি কি?

মহারাজ—উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥
(উপদেশামৃত ৩য় শ্লোক)

ছয় গুণ—ভজনে উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, অসাধু-সঙ্গ-ত্যাগ ও সাধুবৃত্তি-গ্রহণ। এই ছয়টীতে ভজনে উন্নতি হয়।

সদানন্দ—ছয় সৎসঙ্গ কি কি?

মহারাজ—"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥"
(উপদেশামৃত ৪র্থ শ্লোক)

দান, প্রতিগ্রহণ, গোপনীয় কথা বলা ও জিজ্ঞাসা, ভোজন করা ও ভোজন করান —এই ছয়টী সাধুর সহিত হইলেই তাহাদিগকে ছয় সৎসঙ্গ বলে।

ত্রয়োবিংশ-পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরসুন্দরের অবদানবৈশিষ্ট্য

সদানন্দ—আমাদের প্রশ্ন করিবার যোগ্যতার অভাব। তথাপি আপনাকে অনেক বিরক্ত করিলাম। এ' যাবৎ আপনার শ্রীমুখ-নিঃসৃত মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আমার বন্ধুর পিতা, মাতা ও পিসা মহাশয়কে বাড়ী যাইতে হইবে। কারণ অনেক দিন যাবৎ গৃহ ছাড়িয়া আসিয়াছেন। কেবল আপনার মধুর উপদেশই তাঁহাদের আটকাইয়া রাখিয়াছে। আপনার পাদপদ্মে ইহাঁদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া আমার যে কি প্রকার আনন্দ হইতেছে তাহা ভাষায় বলিতে পারিব না। এতদিন যাবৎ আমরাই প্রশ্ন করিয়া উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি। এখন সকলেরই বাসনা, গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে আপনার শ্রীমুখ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে কিছু কথা শ্রবণ করেন।

মহারাজ—আচ্ছা বাবা, হরিকথায় কি অরুচি আছে। তবে ভগবদ্বিমুখ জীবের হরিকথায় রুচি না থাকায় আমাদের মুখ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। তোমরা এতদিনে শ্রীগৌরসুন্দরের কথা কীর্ত্তন করিবার সুযোগ দিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছ। আমাদের শ্রীগুরুদেব সর্ব্বক্ষণ

হরিকথা কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহাকে কীর্ত্তনে বাধা দিলে তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হইতেন এবং বলিতেন—"আমার কণ্ঠরোধ করিবার জন্য আসিয়াছেন? হরিকথা কীর্ত্তন না করিলে বাক্যবেগে পীড়িত হইতে হইবে।" প্রকৃত মৌনীর স্বরূপ-বিচারে তিনি হরিকথাকীর্ত্তন-কারীকে নির্দ্দেশ করিতেন। অতএব আমাকে যখন কীর্ত্তনের সুযোগ দিতেছ, তখন এই সুযোগ হইতে নিজে বঞ্চিত হইলে শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার অনুগগণের কৃপাকটাক্ষ হইতেও দূরে সরিয়া যাইতে হইবে।

আমার শ্রীগৌরসুন্দরের অবদান-বৈশিষ্ট্যের কথা বলিতে গেলে বিরাট্ এক গ্রন্থের সৃষ্টি হইবে। তথাপি সংক্ষেপে বলিতেছি। ধর্ম্মজগতে 'সাধ্য' ও 'সাধন' বলিয়া দুইটী কথা আমরা পাই। সাধারণতঃ সাধনকে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—এই চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ কর্ম্মকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—সকাম ও নিষ্কাম। সকাম কর্ম্মের ফল—কেবল ভোগ-পর, তজ্জন্য তাহা হেয়। গীতা (২।৪৯) বলেন,—

"দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥"

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"হে অর্জ্জুন! বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ নিষ্কাম-কর্ম্মযোগদ্বারা ভক্তির অনুশীলন করতঃ অবর (অতি নিকৃষ্ট) কাম্য-কর্ম্ম দূর কর। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষী, তাহারা কৃপণ; কৃপণ না হইয়া বুদ্ধিযোগকে আশ্রয় কর।"

এই শ্লোকে অবর কর্ম্ম বলিতে কাম্যকর্ম্মকেই বলিয়াছেন। যথার্থ বুদ্ধির প্রকাশে এইরূপ কর্ম্মের বন্ধন শ্লথ হইয়া পড়ে। যথা, (গীতা ২।৩৯)—

"বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥"

—"হে পার্থ! তুমি ভক্তিবিষয়ক-বুদ্ধিযুক্ত হইলে কর্ম্মবন্ধ অর্থাৎ সংসার ক্ষয় করিতে সমর্থ হইবে।"

অতএব কর্ম্মাধিকারের ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অনাসক্ত হইতে হইবে। নিষ্কাম কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশ্যে কৃত হইলে তাহা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ভক্তিপথের সহায়ক হইবে। শ্রীরায় রামানন্দের সহিত আলাপ-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এত বড় কথাকেও বাহ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জীবের চিত্ত যতক্ষণ পর্য্যন্ত 'আমি কর্ম্মকর্ত্তা' এই অনাত্ম-বিচারে আবদ্ধ থাকিবে ততক্ষণ ঈশোন্মুখতার বাহ্য ভূমিকায় মাত্র অধিষ্ঠান-হেতু অর্পণের ফলও বাহ্যই হয়।

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১।৫।১২)

—নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞান অচ্যুতভাববর্জ্জিত হইলে অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি পরিত্যাগ করিলে নিরঞ্জন হইলেও শোভা পায় না। কেন না তাহাতে চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্য থাকে না। তখন স্বভাবতঃ

অভদ্র যে কর্ম্ম, তাহা নিষ্কাম হইলেও ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে কিরূপে শোভা পাইবে ?

অতএব অচ্যুতভাববর্জ্জিত কর্ম্মের ফল সাধন ও সিদ্ধিকালে নিত্যকল্যাণপ্রদ নয়, তাহা কাম্যই হউক্ আর অকাম্যই হউক্। তবে কর্ম্মপ্রবণ জীবের কর্ম্ম হইতে চ্যুত হইবার কথা বলিতেছেন না।

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥"

(গীতা ৩।২৬)

এই শ্লোকে অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণের বুদ্ধিভেদ না করিয়া কর্ম্মের প্রেরণা দিয়াছেন। কারণ কর্ম্মত্যাগ করিলে তাহাদের কল্যাণের কোন উপায় নাই। কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে নির্ব্বেদ আসিয়া উপস্থিত হইবে। পূর্ণরূপে ভোগে বিরাগ ও ভগবানে অনুরাগ না আসা পর্য্যন্ত কর্ম্মাগ্রহ থাকিবেই। তাহার প্রমাণ-কল্পে শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২০।৯) বলিতেছেন,—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

—কর্ম্মসকল সেই পর্য্যন্তই কর্ত্তব্য যে পর্য্যন্ত জ্ঞান-মার্গে নির্ব্বেদ অথবা ভক্তিমার্গে ভগবৎকথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা উদিত না হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে এই বিচারটীও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "ন বুদ্ধি-ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্"—শ্রীভগবানের এই উপদেশটী

মাত্র জ্ঞানোপদেষ্টৃগণের প্রতি, যাঁহারা ভক্তি উপদেশ করেন তাঁহাদের প্রতি ঐ উপদেশ নহে। কারণ জ্ঞান-সম্বন্ধে কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধির কথা আছে, কিন্তু ভক্তি-সম্বন্ধে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা নাই। শুদ্ধভক্তিলাভে কর্ম্ম ও জ্ঞানের অপেক্ষা নাই। ভক্তিতে চিত্ত স্বতঃই শুদ্ধ হইয়া থাকে।

ভগবৎসম্বন্ধপর নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞান-অধিকার আসে। জ্ঞানাধিকারের পূর্ব্বাবস্থায় কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির উদয় হইতে পারে। জ্ঞানকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কেবল জ্ঞান ও জ্ঞানশূন্যাবস্থা। শ্রীচৈতন্যদেব কেবল জ্ঞানকে ভক্তির অন্তরায় বলিয়াছেন। কেবল জ্ঞানের মতে আত্যন্তিক-দুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি; ইহাই তাহাদের চরম কথা। বিশেষ থাকিলে দুঃখের সম্ভাবনা। অতএব মুক্তিতে বিশেষত্বহীন হইয়া নির্ব্বিশেষ, নিরঞ্জন, অরূপ, নিষ্ক্রিয়, ব্রহ্মস্বরূপ হইতে হইবে। ইঁহাদের মতে জীব-ব্রহ্মৈকবাদ চরম প্রয়োজন। বেদান্তের 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি প্রাদেশিক বাক্য ইঁহারা প্রমাণস্বরূপ ধরেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ইঁহাদের প্রবর্ত্তক। তিনি "জগৎকে মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য; জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়"—ইহাই প্রচার করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের 'মিথ্যা'-শব্দের অর্থ প্রথমে সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, কিন্তু পরে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, উদাহরণ স্বরূপ বলিয়াছেন—রজ্জুতে সর্পভ্রম বা শুক্তিতে রজত-জ্ঞান। ভ্রান্তির দ্বারা সর্প প্রত্যক্ষীভূত হয়। যে পর্য্যন্ত ভ্রমের স্থিতি থাকে সে পর্য্যন্ত

দ্রষ্টার সর্প প্রতীতি থাকে কিন্তু রজ্জুর জ্ঞানে সর্পজ্ঞান অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। তিনি জীব ও জগৎকে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়াছেন। সর্প—রজ্জুর, মুক্তা—শুক্তির বিবর্ত্ত। তিনি পরিণাম-বাদ স্বীকার করেন নাই। জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিলে ব্রহ্মের বিকার উপস্থিত হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

"পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি' বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আ ৭।১২২)

'বিবর্ত্ত' বলিতে **"অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধি-বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।"** যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি করার নাম বিবর্ত্ত। শ্রীচৈতন্যদেব শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত মতের হেয়তা-প্রদর্শনপূর্ব্বক পরিণামবাদ স্বীকার করিয়া বিবর্ত্তবাদ নিরাস করিয়াছেন। তবে তিনি ব্রহ্ম-পরিণামবাদ স্বীকার করেন নাই, শক্তি-পরিণামবাদ স্বীকার করিয়াছেন। এই পরিণামবাদে ব্রহ্ম বিকারী হইতে পারেন না। পরিণামের অপর নাম বিকার। ইহার লক্ষণ—**"সতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।"** ব্রহ্মরূপ একটী সত্য তত্ত্ব হইতে জীবরূপ একটী সত্য বস্তু ও মায়িকব্রহ্মাণ্ড-রূপ একটী সত্য বস্তু পৃথক্‌রূপে হইয়াছে। এইরূপ বুদ্ধিকে ব্রহ্মের 'বিকার' বা 'পরিণাম' বলা হয়। বিকার বা পরিণামের উদাহরণ—'দুগ্ধ' একটী সত্য পদার্থ। তাহাই 'দধি'-রূপ অন্য সত্য পদার্থে পরিণত হয়। দুগ্ধের বিকার দধি, দুগ্ধের ন্যায়ই সত্য, উহা ভ্রম

নহে। অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তচ্ছক্তির জগদ্-রূপে পরিণাম। সেই ব্রহ্ম স্বীয় পরাশক্তিক্রমে এই চিজ্জড়াত্মক জগদ্রূপে পরিণত—ইহাই প্রসিদ্ধ বাক্য।

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥"

(গীতা ৯।১০)

পরিণামবাদের যথার্থ মর্ম্ম না বুঝিতে পারিলে এই জগৎ ও জীবকে পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া বোধ হয় না, অতএব জীব ও জগৎ সত্য ; কিন্তু ব্রহ্মের বিকার হইবে, এই নিরর্থক ভয়ে রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ও শুক্তিতে রজত-বুদ্ধির ন্যায় জীব ও জগৎকে মিথ্যা-স্বরূপ কল্পনা করা প্রতারণা মাত্র। তবে যে মাণ্ডুক্য শ্রুতিতে রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ও শুক্তিতে রজতবুদ্ধি—এই সকল উদাহরণ দেখা যায়, তাহার বিশেষ কারণ রহিয়াছে। জীব শুদ্ধ চিৎকণ। মানবদেহ-বিশিষ্ট জীব এই জড়দেহে যে আত্মবুদ্ধি করে, ইহাই বিবর্ত্ত। তাহার উদাহরণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলিয়াছেন,—

"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।" (চৈঃ চঃ আ ৭।১২৩)

যে বস্তু যাহা নয় তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি করার নাম বিবর্ত্ত। জীবের পক্ষে বিবর্ত্ত একটি মহাদোষ। বদ্ধজীব সেই বিবর্ত্ত-বুদ্ধি-দোষে দূষিত। এইরূপ বিবর্ত্ত মূল বিশ্বতত্ত্ব ও ও জীবতত্ত্বে আরোপ করা নিতান্ত অন্যায়। অবিচিন্ত্য শক্তিকে ভুলিয়া গেলেই এইরূপ ভ্রমের উদয় হয়। ভগবচ্ছক্তি যে ভাবে

জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন তাহার একটী সামান্য দৃষ্টান্ত আছে। অনেকে বলেন, প্রাকৃত জগতে চিন্তামণি বলিয়া একটী নিধি আছে। তাহা নানা রত্নরাশিকে প্রসব করিয়াও অবিকৃত-স্বরূপে অবস্থান করে। প্রাকৃত বস্তুতে যদি এইরূপ শক্তি থাকে তাহা হইলে ঈশ্বরের অনন্তগুণবিশিষ্টা একটী অচিন্ত্য-শক্তি আছে, ইহাতে সন্দেহ কি? এই সব বিচার বলিতে গেলে অনেক সময়সাপেক্ষ। সংক্ষেপতঃ ইহাই বলিতেছি যে, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত 'জগৎ-মিথ্যাত্ব'-বাদ শ্রীগৌরসুন্দর স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। জীবকে ব্রহ্মা না বলিয়া তাঁহার অংশ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

"মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বরসহ কহ ত' অভেদ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি' মানে।
হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ম ৬।১৬২-১৬৩)

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" (গী ৭।৪-৫)

এই শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"ভগবৎস্বরূপ ও ভগবদৈশ্বর্য্য-জ্ঞানের নামই 'ভগবজ্-জ্ঞান'। তাহার বিবৃতি এই যে, (ভগবদুক্তি—) আমি সদা স্বরূপ-

সংপ্রাপ্ত শক্তিসম্পন্ন তত্ত্ববিশেষ ; ব্রহ্ম—আমার শক্তিগত একটী নির্ব্বিশেষ ভাবমাত্র ; তাহার স্বরূপ নাই,—সৃষ্টজগতের ব্যতিরেক চিন্তাতেই তাহার সাম্বন্ধিক অবস্থিতি। পরমাত্মাও জগন্মধ্যে আমার শক্তিগত আবির্ভাব-বিশেষ, ফলতঃ তাহাও অনিত্য জগৎসম্বন্ধি-তত্ত্ববিশেষ, তাহারও 'নিত্য' স্বরূপ নাই। আমার ভগবৎস্বরূপই 'নিত্য' ; তাহাতে আমার শক্তির দুইপ্রকার পরিচয় আছে। শক্তির একটি পরিচয়ের নাম—'বহিরঙ্গা' বা 'মায়াশক্তি'। জড়-জননী বলিয়া তাহাকে 'অপরা শক্তি'ও বলা যায় ; আমার এই অপরা বা জড়-সম্বন্ধিনী শক্তির মধ্যে তত্ত্ব-সংখ্যা লক্ষ্য করিবে। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটী 'মহাভূত' এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটী তন্মাত্র,—এই প্রকার দশটী তত্ত্ব গৃহীত হয়। অহঙ্কার-তত্ত্বে তাহার কার্য্যভূত ইন্দ্রিয়-সকল ও কারণভূত মহত্তত্ত্ব গৃহীত হইবে। বুদ্ধি ও মনের পৃথগুক্তি—কেবল তত্ত্বসমূহের মধ্যে তাহাদের প্রাধান্যমতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য থাকা-প্রযুক্ত, ফলতঃ তাহারা—'এক' তত্ত্ব। এই সমুদয়ই আমার বহিরঙ্গা-শক্তিগত। এতদ্ব্যতীত আমার একটি 'তটস্থা প্রকৃতি' আছে, যাহাকে 'পরা প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি—চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা ; সেই শক্তিহইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গা-শক্তি-নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গা-শক্তি-নিঃসৃত জড়জগৎ, এই উভয় জগতের 'উপযোগী' বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থা শক্তি' বলা যায়।"

"যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেই ত' পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ম ১৮।১১৫)

অতএব জীব ব্রহ্ম নহে, বিভু-চৈতন্যের নিত্যাশ্রিত ও নিত্য সেবক। অজ্ঞানবশতঃ জীবের এই নিত্যভগবদ্দাস্য-বিস্মৃতি।

"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥"

অতএব কেবলাদ্বৈতবাদীর কেবল চিন্মাত্রজ্ঞানের প্রয়াসকে নিরাস করিয়া চিদ্বিজ্ঞান-স্বরূপ চিদ্বিলাসপর সচ্চিদানন্দময়বিগ্রহ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের আরাধনাই জীবের পক্ষে শ্রেয়স্কর ও মঙ্গলপ্রদ। কেবলা ভক্তির প্রাধান্য প্রদর্শনকল্পে সাধ্যবস্তু-নির্ণয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রহ্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই,—

'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য-অর্থে কহে ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ—অনূর্দ্ধ সমান॥
তাঁহার বিভূতি দেহ—সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার॥
চিদানন্দ দেহ তাঁর স্থান পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৭।১১১-১১৩)

জীব ও ঈশ্বরে সাম্যজ্ঞান শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার অনুগগণ স্বীকার করেন নাই। অধিক কথা বলিতে গেলে সময়সাপেক্ষ,

ভাগবতের একটী শ্লোকের ব্যাখ্যা বলিয়া আমি জ্ঞান-সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিতেছি।

"অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮২।৩০)

শ্রুতিগণ কহিলেন,—"হে নিত্যস্বরূপ! শরীরধারী জীবগণের সংখ্যার অন্ত নাই। জীব 'অনন্ত'—এইরূপ শব্দ প্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ বলে যে জীব ব্রহ্মের ন্যায় ব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বগত তবে এইরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। কেন না শাস্ত্রে ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, জীব ঈশিতব্য অর্থাৎ শাস্য এবং আপনি ঈশ্বর তাহার শাসক। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে জীব সেবক ও আপনি সেব্য—এই নিয়ম স্থির থাকে না। সুতরাং জীব ব্যাপক নয়, ব্যাপ্য বটে অর্থাৎ অণু-পরিমাণ। 'সর্ব্বগ' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, জীব স্ব-স্বরূপে ব্যাপক এবং আপনি সর্ব্বব্যাপক। আপনি অগ্নি বা সূর্য্যসদৃশ, জীব স্ফুলিঙ্গ বা কিরণকণস্থলীয় বস্তু। অতএব চিন্ময়-স্বরূপ আপনা হইতে উদ্ভূত বলিয়া অর্থাৎ আপনার বিভিন্নাংশরূপে নিত্যকাল আপনাতে অবস্থিত বলিয়া জীবকে স্ব-তত্ত্ব হইতে বাহির না করিয়া দিয়া আপনার নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। যাহারা জীবকে সর্ব্ব বিষয়ে আপনার সহিত সমান জ্ঞান করে তাহাদের মতবাদ দূষিত। সারাংশ এই—

'ব্রহ্ম' বলিতে কেবলাদ্বৈতবাদিগণ যাহাকে লক্ষ্য করেন তাহা পরব্রহ্মের অঙ্গজ্যোতিমাত্র।

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আ ১।৩)

—উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্য্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশ-স্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশী-স্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।

সেই পরব্রহ্ম শুদ্ধ চিন্ময় নিত্য-অবয়ব-বিশিষ্ট। সেই ভগবান্ অনন্তশক্তি-সমন্বিত—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।' তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, নিত্যলীলাময়-বিগ্রহ। তাঁহার শক্তি বা অংশ জীব ও শক্তির পরিণাম জগৎ। অতএব জ্ঞানীদিগের সহিত ভক্তের কি পার্থক্য, তাহা সুধীব্যক্তি শাস্ত্রের একদেশিক বাক্যকে গ্রহণ না করিয়া যদি যথাযথভাবে সর্ব্বদেশিক বিচার গ্রহণ করেন তাহা হইলে তত্ত্বতঃ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই তত্ত্ববস্তু-সম্বন্ধে তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।১১)

—যাহা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ এই ত্রিবিধ-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন।

জ্ঞানীদিগের আরাধ্যবস্তু ব্রহ্ম; তাঁহারা তাঁহাতে লয়প্রাপ্তির জন্য সাধনা করেন। যোগীদিগের আরাধ্যবস্তু পরমাত্মা। জ্ঞানিগণ ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলেন, যোগিগণ পরমাত্মাকে নির্ব্বিশেষ না বলিয়া 'অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ' আকার স্বীকার করেন, সেই আকারে নিজ আকারকে মিশাইয়া দেওয়াই তাঁহাদের সাধনার ফল। ইহাকে বলে ঈশ্বর-সাযুজ্য। এই ঈশ্বরসাযুজ্য বা কৈবল্যই তাঁহাদের মুক্তি। সাধনার পথে অষ্টাদশ সিদ্ধি তাঁহাদের কাম্য। কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয়-দমনাদির চেষ্টা যোগমার্গে দেখা যায়। ভক্তিমার্গে যোগোপায়কে ভগবৎপ্রাপ্তির সোপানমাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহাতে সাধ্যবস্তুর আংশিক প্রাপ্তিমাত্র হইয়া থাকে, তাঁহাদের কৈবল্যমুক্তি ভক্তগণের মৃগ্য নহে। পক্ষান্তরে তাঁহারা বলেন,—"ব্রহ্মসাযুজ্য হইতেও ঈশ্বর-সাযুজ্য অধিকতর 'ধিকৃত'। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১৪।২০) বলেন,—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ॥"

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে উদ্ধব! মদীয়া সাধনাত্মিকা প্রবলা ভক্তি আমাকে যেরূপভাবে বশীভূত করিতে পারে—যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা কিম্বা দান-ক্রিয়া আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না।

শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত জনগণ গৌরসুন্দরের প্রচারিত বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের গ্রাহক। তাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ও অসম্যক্-প্রতীতি পরমাত্মা হইতে সম্যক্-প্রতীতি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী চিদ্বিলাস বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আরাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এখানে সাধ্য ও সাধন একই জিনিষ।

"নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দ-রূপ॥"

গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ে (৬।৪৬-৪৭) ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—হে অর্জ্জুন! উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখ যে, সকাম-কর্ম্ম-গত তপস্বী অপেক্ষা কর্ম্ম-যোগী শ্রেষ্ঠ; জ্ঞানযোগী—তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সামান্য সকামকর্ম্মী ও জ্ঞানযোগী অপেক্ষা ভক্তিযোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব, হে অর্জ্জুন! তুমি 'যোগী' অর্থাৎ ভক্তিযোগী হও।

যত প্রকার যোগী আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি—সর্ব্বযোগিগণ-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বৈধ মানবদিগের মধ্যে সকাম কর্ম্মীকে 'যোগী' বলা যায় না। নিষ্কাম কর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা—ইঁহারা সকলেই যোগী; বস্তুতঃ যোগ 'এক' বই দুই নয়। 'যোগ'—একটি সোপানময় মার্গ-বিশেষ; সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্মপথারূঢ় হন। 'নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ' ঐ সোপানের প্রথম ক্রম; তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয়ক্রমরূপ 'জ্ঞানযোগ' হয়; তাহাতে পুনরায় 'ঈশ্বর-চিন্তা'-রূপ ধ্যানযুক্ত হইয়া 'অষ্টাঙ্গ-যোগ'-রূপ তৃতীয় ক্রম হয়। ঐ সমস্ত ক্রমসহ সংযুক্ত হইয়া যে মহৎ সোপান তাহারই নাম—'যোগ'। সেই যোগকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্ত খণ্ডযোগসকলের উল্লেখ করিতে হয়। যাঁহাদের নিত্য কল্যাণই উদ্দেশ্য, তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন; কিন্তু প্রত্যেকক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠা লাভ করতঃ শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার উপরস্থ ক্রম-গমনের জন্য পূর্ব্বক্রমনিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়। যিনি কোন ক্রমে আবদ্ধ থাকেন, সেই ক্রমের নাম-সংযুক্ত একটী খণ্ডযোগেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। এই জন্যই কেহ 'কর্ম্মযোগী', কেহ 'জ্ঞানযোগী', কেহ 'অষ্টাঙ্গযোগী', কেহ বা 'ভক্তিযোগী' বলিয়া পরিচিত হন। অতএব হে পার্থ! কেবল আমাতে ভক্তি করাই যাঁহার চরম উদ্দেশ্য, তিনি—অন্য তিন

প্রকার যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; তুমি সেই প্রকার যোগী অর্থাৎ ভক্তিযোগী হও। ভক্তিযোগী হইতে হইলে যে অপর তিনটী ক্রমের ভিতর দিয়া আসিতে হইবে তাহা নহে। ভক্তি দেবী নিরপেক্ষা। তিনি একবারেই যে কোন স্তরের ব্যক্তিকে কৃপা-পূর্ব্বক চরণে স্থান দিতে পারেন।

অতএব সাধক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাধ্যবস্তুর আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া সাধ্য, সাধক ও সাধনের নিত্যত্ব স্বীকার করতঃ ভক্তিকেই চরম উপায়-স্বরূপে আশ্রয় করিয়া থাকেন এবং শ্রীগৌরসুন্দরের অবদানে সমৃদ্ধ হইবার সৌভাগ্য পান।

"ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥
অতএব ভক্তি—কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের উপায়।
অভিধেয় বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ম ২০।১৩৬,১৩৯)

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ম ২২।১৭)

সুতরাং ভক্তিকে বাদ দিয়া কোন সাধনাই সম্ভবপর নয়। এই ভক্তিসম্বন্ধে পূর্ব্বে আমি অনেক কথাই বলিয়াছি। সার কথা এই যে, শ্রীগৌরসুন্দর রসগত-বিচারে ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রেমভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীহরিপাদ-পদ্মলাভের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহার-শ্লোকেও (১২।১৩।২২) শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বর্ণন করা হইয়াছে। যথা,—

"নাম-সঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥"

বস্তুতঃ শ্রীনাম-কীর্ত্তনে অন্তঃকরণ-শুদ্ধির সহিত শ্রীনামে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও পরিকরগণসহ লীলা ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। তখন সাধক উপলব্ধি করেন,—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

শ্রীনামের কৃপায় অনর্থনির্ম্মুক্তিতে সাধকের অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ-সেবার সৌভাগ্য হয়; তখনও তিনি প্রেমভরে শ্রীনাম-কীর্ত্তন করেন। বস্তুতঃপক্ষে ভাগ্যবান্ সাধকের হৃদয়ে শ্রীনাম কলিকা-স্বরূপ হইতে ক্রমশঃ পূর্ণবিকশিত হইয়া প্রেমপুষ্পরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন।

শ্রীরামানন্দ রায়ের সহিত সংলাপে শ্রীমন্মহাপ্রভু—(১) বর্ণাশ্রমরূপ সজ্জনসামান্যধর্ম্ম, (২) কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণ, (৩) আসক্তি-শূন্য কর্ম্ম, এমন কি, (৪) জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি পর্য্যন্ত 'বাহ্য' বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক জানাইয়াছেন যে জ্ঞানশূন্যা অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতা-শূন্যা কর্ম্ম-জ্ঞানাদিদ্বারা অনাবৃতা শুদ্ধা ভক্তির ভূমিকায় তাঁহার প্রকৃত-শিক্ষা আরম্ভ। এই ভূমিকায় প্রথমে শুদ্ধা কৃষ্ণরতিরূপা প্রেমভক্তি, পরে দাস্যপ্রেম, পরে সখ্যপ্রেম, পরে বাৎসল্যপ্রেম

এবং অবশেষে কান্তভাবগত-প্রেম বা মধুর-রতি সাধ্যসার। মধুর-রতিতে আবার শ্রীমতী রাধিকার প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার। শ্রীমতীর প্রেমবিলাসবিবর্ত্তরূপ বিপ্রলম্ভগত-অধিরূঢ় মহাভাবের বিষয় মাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় জানা যায়। অবশ্য এই সকল কথা উচ্চাধিকারিগণের জন্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়ার-বৈশিষ্ট্য বর্ণন করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গতম পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভু স্তুতি করিয়াছেন,—

"হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্য-মর্য্যাদয়া।
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে! তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

—হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য! যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা বিদ্যমান, যাহাতে (যাবতীয় তাপ দূরীভূত করিয়া) পরমানন্দ প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রস-বর্ষণদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদা ক্রিয়ায় অপ্রাকৃত-অনঙ্গবিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, মাধুর্য্য মর্য্যাদাদ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণী সেই অমন্দোদয়া অর্থাৎ নিত্য-শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক।

শ্রীগৌরহরির শিক্ষাসমূহের সার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দশমূলাত্মক একটী শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। তাহা সানুবাদ কীর্ত্তন করিয়া অদ্যকার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি হরি-র্গৌরচন্দ্রো ভজে তম্॥"

ইহ জগতে (১) আম্নায় অর্থাৎ সদ্গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত বেদশাস্ত্র বলেন,—(২) শ্রীহরি পরমতত্ত্ব, (৩) সকল শক্তির আধার, (৪) রসসমুদ্র, (৫) জীবগণ শ্রীহরির বিভিন্নাংশ, (৬) জীবগণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-হেতু মায়ার কবলে পতিত, (৭) তাহারা ভাব বা রতির উদয়ে মায়া হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইবার যোগ্য, (৮) জীব ও জড় সকল বস্তুই যুগপৎ শ্রীহরির ভেদাভেদ-প্রকাশ অর্থাৎ শ্রীহরির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধযুক্ত, (৯) শুদ্ধা ভক্তিই সাধন এবং (১০) শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই সাধ্য, ইহা যে শ্রীগৌরহরি শিক্ষা দেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি।

শ্রীগৌরসুন্দরের করুণার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বল-রসাত্মক স্বভক্তি-শ্রী প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত পথে নিজেকে পরিচালিত করিতে পারিলে আত্মকল্যাণ লাভ হইবে। আপনাদের হরিকথা শুনিবার রুচি আছে—ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাপ্রাপ্তির একমাত্র লক্ষণ। আশা করি, শ্রীগৌরসুন্দর আপনাদিগকে তাঁহার চরণে আকর্ষণ করিবেন।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

মহারাজের মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া সকলেই সাশ্রুনয়নে তাঁহার চরণকমলে প্রণত হইয়া গুরুপদাশ্রয়ের বাসনা জ্ঞাপন করিলেন এবং সকলেই বলিতে লাগিলেন,—"ধর্ম্মজগতে অনভিজ্ঞ থাকিলেই মানুষ ভগবান্ ও ভক্তচরণে কতই না অপরাধ করিয়া থাকে। আমরাই তাহার প্রধান সাক্ষী। আমরা আপনার ন্যায় মহাপুরুষের চরণে কটূক্তিদ্বারা কতই না অপরাধ করিয়াছি। আপনার সন্তানজ্ঞানে আমাদের সমূহ অপরাধ ক্ষমাপূর্ব্বক শ্রীচরণে আশ্রয় প্রদান করতঃ এই পতিতজনগণকে বিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করুন—ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

"বিচারিতে আবাহি গুণ নাহি পাওবি
কৃপা করি' ছোড় ত' বিচার।
তব পদপঙ্কজ- সিধু পিবাওত
অধম সেবকে কর পার॥"

এই উক্তি করিয়া সকলেই কৃপা ভিক্ষা করিলেন। নটবরের মাতা, পিতা ও পিসে মহাশয় বলিলেন—'সদানন্দ বালক হইলেও তাহার প্রতি আপনার কৃপা প্রচুর রহিয়াছে। তজ্জন্য তাহার সঙ্গ-প্রভাবে নটবরও আপনার কৃপা লাভ করায় আমরা দুর্ভাগা হইলেও তাহাদের সঙ্গ-প্রভাবে আপনার পাদপদ্মে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ভাগ্যবান্ হইয়াছি। আপনার কৃপা-প্রাপ্তির মূল আজ সদানন্দ। আমাদের এই উচ্ছৃঙ্খল-জীবনকে আপনার আশ্রয়ে সংযত করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত করুন—ইহাই দীনাতিদীনগণের নিবেদন।

মহারাজ তাঁহাদের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন এবং শুভ দিনে নাম ও মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করিলেন। সদানন্দ মঠে থাকিয়া গেল। নটবরের পিতা ও পিসে মশায় বলিয়া গেলেন,—ছেলেদের উপর সংসারের ভার অর্পণ করিয়া আপনার চরণপ্রান্তে থাকিয়া হরিভজনের আশা থাকিল। এই বলিয়া শ্রীগুরুদেবের চরণধূলি মস্তকে ধারণ করতঃ স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

সমাপ্ত